শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

উষাহরণ।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পুরাণান্তর্গত

গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত হরানন্দ রায় গুপ্ত কবিকেশরি

কর্ত্তৃক

পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত

কলিকাতা

চিৎপুর রোড, বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত।

এই পুস্তক যাঁহারা গ্রহণাভিলাষী হইবেন তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা শ্রীযুত বেণীমাধব দের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

সৃজন পালন কর্ত্তা, বিশ্ব বীজ সৃষ্টি হর্ত্তা, দৃষ্টি অগোচর বস্তু যিনি। তাঁহার চরণে মন, করে যেবা সমর্পণ, তদিষ্ট সাধক হন তিনি॥ তৎপদ সাধন হেতু, ভবাব্ধি পারের সেতু, হয় পায় চতুর্বর্গ ফল। কোন তুচ্ছ অন্য ফল, ঘৃতাভাবে যেন জল, তৎপদ বিপদ নাশাকল॥ সে পদ পঙ্কজ ধ্যান, করি করি যথা জ্ঞান, পুরাকৃত বাণযুদ্ধ গীত। উদ্দিশ্য বিষয় মুল, বাণযুদ্ধ গান স্থূল, অধিকান্ত সুকাব্য মিশ্রিত॥ কাম কাব্য ভক্তিযোগ, অপর উৎসাহ শোক, ছয় রসে মিলিত বর্ণনে। বালক বালিকা আদ্য, যুবক যুবতী বাধ্য, বৃদ্ধা-বৃদ্ধ মুগ্ধ হয় শুনে॥ সুমনোরঞ্জন গ্রন্থ, শ্রবণে অরিষ্ট শান্ত, পরে অন্তকালে তত্ত্ব দেয়। রোগ শোক হয় মোঘ, বিবিধ সম্পত্য ভোগ, অন্তে যম যন্ত্রণা নিভায়॥ সিদ্ধ হয় মনস্কাম, তুষ্ট হন শিব শ্যাম, বিষ্ণুধাম করয়ে বসতি। মননে শ্রবণে শুনে, কিম্বা করে অধ্যয়নে, অধ্যাপনে নাশয়ে দুর্গতি॥ যে করে এ গ্রন্থ গান, সে পায় আরোগ্য দান, শিব

শিব করেন সত্বরে। রাগ রাগিণীতে গান, দিয়া লয় তাল মান, শ্রবণে সুশ্রাব্য হয় পরে ॥ কবিতা নানান ছন্দে, রচে রায় হরানন্দে, শাস্ত্র সিদ্ধ বাণ যুদ্ধ ভাষা। নিবেদিলা অজ্ঞ জন, দেখিবেন বিজ্ঞগণ, পূর্ণ হবে অজ্ঞের প্রত্যাশা ॥

গণেশের স্তুতি।

ব্রহ্মময়ী তন্ত্রজন্তু, ব্রহ্মময় বেদ মন্ত্র, আগমে নিগমে এই কয়। তুমি অগতির গতি, সিদ্ধপ্রদ গণপতি, পদদ্বন্দ্বে করিহে বিনয় ॥ চতুর্ভুজারুণ বর্ণ, উদর অতি বিস্তীর্ণ, গজ মুখ অমর প্রবর। স্থূল খর্ব্ব সুনিগূঢ়, সুন্দর মুষিকারূঢ়, গণ্ডব্যালোলিত লম্বোদর ॥ মহা কায় এক দন্ত, বেদান্তে না পায় অন্ত, ব্রহ্ম বলি বাখানে তোমায়। সকল দেবের আগে, গণপতি নক্ত ভাগে, সর্ব্ব অগ্রে তব পূজা হয় ॥ কামদ দয়ার ধাম, সিদ্ধি কর মনস্কাম, প্রণতজনের নাশ দায়। বিঘ্ন নাশ কর তুমি, ষড়বিঘ্নযুত আমি, বিঘ্ন ভগ্ন কর গণরায় ॥ সতী সুত ব্রহ্ম জ্যোতি, তব পদে রাখি মতি, নিরন্তর পদদ্বন্দ্ব সেবি। সর্ব্বদা মানসে ধ্যান, করি করে ব্রহ্মজ্ঞান, বাল্মীক বশিষ্ঠ ব্যাস কবি ॥ আমি ক্ষুদ্র অতি দীন, বৃদ্ধ বৈদ্য বিদ্যা হীন, তাহা

গদ্য পদ্য দান চাই। অসম্ভব আশা করি, খর্ব্ব হয়ে চন্দ্র ধরি, পঙ্গু হয়ে পর্ব্বত লঙ্ঘাই॥ ভক্তির নাহিক লেশ, মুক্তির না দেখি শেষ, ভাক্ত ভক্তি ব্যক্তে ব্যক্তি হই। না জানি কর্ম্মের মর্ম্ম, তুমি জান ধর্ম্মাধর্ম্ম, আমি আত্ম স্বার্থবাদী কই॥" অপাঙ্গ ভঙ্গিতে দৃষ্টি করিয়া নাশহ রিষ্টি, ইস্টে ইষ্ট সাধন করাও। শুনে নিজ গুণ গান, হরানন্দে কর ত্রাণ, মায়া মোহ ত্রিতাপ নিভাও॥

সরস্বতীর স্তুতি।

প্রণাম করিয়া আগে, সরস্বতী মহাভাগে, নিবে-দন করি তব পদে। কামনা করহ পূর্ণ, বাসনা পুরাও তূর্ণ, চূর্ণ কর অঘ মোহ মদে॥ আমিগো দুর্ব্বোধ বৈদ্য, সর্ব্বশাস্ত্রে নহি বেদ্য, ভাষা গদ্য পদ্য চাহি দান। দেই নিজ কণ্ঠ যান, তাহে হয়ে অধিষ্ঠান, শ্রবণ করহ নিজ গান॥ আরোপিত গুণ কথা, কে কহিবে বেদ মাতা, স্বরূপ কহিতে ব্যস্ত শিব। তব স্তব করি-বারে, বিধি বিষ্ণু বেদে হারে, আমি কোন ক্ষুদ্র কীট জীব॥ আপনি গায়াও যাই, আমি গান করি তাই, লোক লজ্জা কিবা হবে মোর। সুবাক্য বাদিনী বাণী, স্বর্ণময়ী নারায়ণী, লোকাপবাদের ভয়

তোর ।। মহা নীল তন্ত্রে শুনি, প্রতিজ্ঞা কর আপনি, গীত কাব্য নিজ পয়োধর। চতুর্দ্দশ শাস্ত্র হতে, সঙ্গীত কাব্যের পথে,মত্ত চিত্ত তৃষিত চকোর ।। মন করে স্তন্য পান, সুতৃপ্তি জনক প্রাণ, অন্য শাস্ত্র প্রাণে নাহি চায়। যদি হয় শাস্ত্র ক্ষুধা, তবে খায় স্তন্য সুধা, ক্ষুধা শান্তি হৈলে কে কি খায় ।। এ হেতু বুঝেছি সার, মূল্য নাহি মার পার, তুল্য দিতে এ তিন ভুবনে। শ্রীল শ্রীচরণ আভা, অতুল্য নির্ম্মাণ শোভা, কোটি অর্ক বিতর্কে চরণে ।। শ্বেত পদ্মাসনা দেবী, মৃগাঙ্ক জিনিয়া ছবি, রবির ছবির কর করে। পরিধান শ্বেত বস্ত্র, ভূষণ নানান শাস্ত্র, প্রশস্ত পুস্তক হস্ত পরে ।। বিনোদিয়া বীণাপাণি, বেদ মাতা বিনোদিনী, বিচিত্র লেখনী বিধারিণী। কুচভরে নমিতাঙ্গী, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা ভঙ্গী, শুক্লাঙ্গী সুরঙ্গে রঙ্গিণী। শঙ্খ ইন্দু কুন্দ জ্যোতি, হংসেরে জিনিয়া গতি, সুকণ্ঠ কোকিল জিনি ধ্বনি ।। কেয়ূর কঙ্কণ করে, কোন শোভা সূর্য্য করে, চন্দ্র অপসর করেকরে। কর্ণে মণিময় হার, চন্দ্র সূর্য্য অবহার, হারে হারে বিদ্যুৎ সম্বরে ।। পৃষ্ঠে বিনোদিয়া বেণী, হেলেদোলে কালফণী, মণিযুক্ত ফণীফণা শিরে। অনুমান হয় হেন, ফণী ফেণা চূড়া যেন, অনুভব করয়ে সুধীরে ।। শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, চপলা পড়েছে ঝুলে, ঝল মল করে কর্ণমূল। নাসায় মুকুতালসে,

শ্বেতপদ্মে অলি বসে, সম্ভব বর্ণনা স্থূলে ভুল ।। কি বুঝিবে অন্য সবে, মুক্তায় ভ্রমর ভাবে, অবিচার্য্য আশ্চর্য্য যে কথা। শুনিবে শ্রবণে বাণী, সত্য মিথ্যা নাহি জানি, কবিতা বর্ণনে এই প্রথা ।। গীর্ব্বাণী করিয়া দয়া, কণ্ঠে দিয়া পদছায়া, মান রক্ষা কর নিজ দাসে। দাসের রাখিয়া মান, ছন্দ শক্তি দেহ দান, শুক্তা হৈতে মুক্তা সুপ্রকাশে ।। ভাবিয়া পদারবিন্দ, করিয়া ত্রিপদী ছন্দ, রচে রায় হরানন্দ দীন। হইলে মানস হ্রাস, লজ্জা পাবে নিজ দাস, এ তত্ত্ব মহত্ত্ব হবে ক্ষীণ ।।

গ্রন্থারম্ভঃ।

দোসরা বৈশাখ অল্প অবশিষ্ট নিশি। শুক্লপক্ষ বুধবার চতুর্থীর শশি ।। শুভযোগ শুভলগ্ন সুন্দর করণ। শুভক্ষণে স্বপ্নযোগে সুবরে বরণ ।। নাহি খসে বাস কেশ বেশ ভূষা ধরি। উষাত আছিল শুয়ে পর্য্যঙ্ক উপরি ।। উষাতে উষারে করে ভগবতী দয়া। স্বপ্নযোগে বিবাহ দিলেন মহামায়া ।। মন মত বর মনমথের নন্দন। স্বপনে উষার মন করিল মথন ।। বিবিধোপচারে করে রতি রস রঙ্গ। কথায় কথায় কামযাগের প্রসঙ্গ ।। বাম উরুদেশেতে বসায়ে সুকু-

মারী। পাদপদ্ম রাখিলা দক্ষিণ উরুপরি ॥ সুন্দরীর বাম বক্ষ বেড়ি বাম করে। কদম্ব মুকুল ফুল ফুটাবার তরে ॥ দক্ষিণ কফন রাখি দক্ষিণ মুকুলে। ডানি হাতে চিবুক ধরিয়া মুখ তুলে ॥ গণ্ডে ভালে চক্ষে গালে চিবুকে চুম্বন। শত শত করে করে অধর চর্ব্বণ ॥ প্রাণে প্রাণ মিশাইল মনে মিশে মন। দৃষ্টে অবয়ব ভিন্ন হৈল এক জন ॥ জীবন থাকিতে হৈল পঞ্চত্ব আভাষ। পৃথ্বী নীর তেজ বায়ু আকাশে আকাশ ॥ উভয় সংযোগে যেন জলে মিশে জল। দ্বিদল চণক যেন বেষ্টিত কল্কল ॥ সুতত্ব যোগের হেতু যোগের সৃজন। এ যোগের অধিক কামযোগ নিরঞ্জন ॥ কামযোগ যাগেতে যেমন মন মজে। নিরঞ্জনে হেন মোর মন যেন রিজে ॥ ভক্তি শাস্ত্রে লিখে মহা প্রসাদ ভক্ষণে। ভক্তি রূপে খাইলে পাইবে নিরঞ্জনে। কোথা ভক্তি কোথা বা প্রসাদ কেবা পায়। যথার্থ ভক্তিতে মহা প্রসাদ কে খায় ॥ প্রভু যদি দয়া করি দেন ভক্তি যোগ। যুবতী অধরামৃত তুল্য করি ভোগ ॥ ইতিমধ্যে ভগবতী দেখাইলা ভয়। সুখ ভরা তরীখানি ডুবালে ডাঙ্গায় ॥ পোহাল সুখের নিশি সুখ স্বপ্ন দশা। কোথা গেল প্রাণনাথ বলে কাঁদে উষা ॥ কাম কাব্য ভক্তিযোগোৎসাহ শোক রসে। ছয় রসে মিলাইয়া ভাষা

কবি ভাষে ॥ বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবক যুবতী। সুম-
নোরঞ্জন কাব্য সকলের প্রতি॥ রায় কহে নিপুণ
হইয়া যেবা দেখে। তবেত এ মর্ম্মের মর্ম্মির মর্ম্ম
থাকে॥ সর্পিণীর শিরোমণি হারায়ে যেমন।
ব্যাকুলী হইয়া ফিরে করিয়ে ক্রন্দন॥ অথবা রামের
সীতা হরিলে রাবণে। সীতা দেবী শোকাকুলী
অশোকের বনে॥ হরনেত্রানলে ভস্ম কাম হয়ে যায়।
পতি শোকে রতি কাঁদে হেন অভিপ্রায়॥ তদ্রূপ
স্বরূপ শোকাকুলী উষা ধনী। বলে কে হরিয়া লৈল
হৃদয়ের মণি॥ নয়নের তারা হীন কে করিলে মোরে।
অঞ্চলের নিধি কে লইল মোর হরে॥ পুনঃ পুনঃ
বলে কোথা গেলা প্রাণনাথ। দৃঢ় মুষ্টি হৃদে করে
শিরে করাঘাৎ॥ অশন বসন ছাড়ি বিমুক্ত কু-
ন্তল। আইয়ত্ হেতুক মাত্র কর্ণের কুণ্ডল॥ আবি-
স্কার আমনাদ ধূলায় ধূষর। উচ্চৈঃস্বরে বলে
কোথা প্রাণনাথ মোর॥ হায় বিধি বৃথা কৈলা
আমার সৃজন। জনমের মত হৈল স্বামী সম্বোধন॥
জন্ম মৃত্যু বিবাহ লিখেছ মোর ভালে। জন্ম বিবাহ
হৈল যে ছিল কপালে॥ হয় বিধি দেহ মোর প্রাণ
প্রিয় কান্ত। না হয় পাঠাও ত্বরা যথায় কৃতান্ত॥
অন্ত কান্ত কিম্বা পাই কৃতান্ত দর্শন। নাথের বিচ্ছেদ
শূল হইবে মোচন॥ এই মত আবিস্কার করিয়া

সুন্দরী। মূর্চ্ছাপন্না হৈলা পুনঃ মৃত্তিকা উপরি ।। কনক কমল উষা ধূষর ধূলায়। তপঃপরাকাষ্ঠা দেহ শবাকার প্রায় ।। নিস্পন্দা শরীর স্থির নিশ্বাস না বয়। আশ্চর্য্য দেখিয়া সব সখীরা ডরায় ।। মঙ্গলা কহিছে ইকি দেখি সর্ব্বনাশ। আচম্বিতা কিবা হৈল না পাই আভাষ ।। কোন সখী কহে ব্রহ্মদৈত্য আবির্ভাব। কেহ কহে ভৌতিক ভাবের মত ভাব ।। চিত্রলেখা কহে হেন অনুভব করি। স্বপনে প্রেমের পথে পথিকা সুন্দরী ।। স্বপ্ন ভঙ্গে প্রেমিক পয়ান করে ঘরে। প্রেমের অনল জ্বলে প্রেমিণী শরীরে ।। প্রেমানলে হৃদিপদ্মদল দগ্ধ হয়। এ হেতু নিশ্বাসে মাংস ভ্রষ্ট গন্ধ কয় ।। ভাবের ভাবিনী ভাব করিল প্রকাশ। ভাবিকা বুঝিয়া ভাব ছাড়িল নিশ্বাস ।। শরীর লোমাঞ্চ সঞ্চ হইল শিথিল। সুচিত্ররেখার মর্ম্ম মন মত মিল ।। রায় কহে সত্য কথা চিত্রলেখা কয়। উষাকে দংশেছে কাম কালসর্প ছায় ।।

চিত্রলেখার শুশ্রূষা।

সন্তাসা করি উষায়, চিত্রলেখা সখী কয়, আমি দাসী থাকিতে কি ভয়। আমার অসাধ্য মেনে, কোন কর্ম্ম ত্রিভুবনে, কিবা আমা হইতে না হয় ।। আমি

হেন শক্তি ধরি, কোন কর্ম্ম নাহি পারি, অভয়ার চরণ কৃপায়। কিবা কর্ম্ম নাহি পারি, আমি তোর সহচরী, যে বলিবি করিব উপায়॥ আশ্বাস ভরসা দিয়া; সুরোচক কথা কয়্যা, কোলে তুলে লৈল বাণ বালা। শুশ্রূষা করিয়া কয়, আর কিছু নাহি ভয়, পুরাব মানস মনঃকলা॥ সাপুড়ে কান্তুনি গায়, কালসর্প উঠে তায়, কান্তুনীর হেন অভিপ্রায়। চিত্রলেখা সখী তায়, কামের কান্তুনী গায়, পাশমোড়া দিয়া উষা চায়॥ শুনিয়া আশ্বাস বাণী, চৈতন্য পাইয়া ধনী, মণি হারা ফণি মণি পায়। দরিদ্র পাইলা ধন, চন্দ্র ধরে খর্ব্বজন, পঙ্গু যেন পর্ব্বত লঙ্ঘায় উষার শাশুড়ি যেন, উষার শ্বশুরে পুনঃ, বোদালি মৎস্যের পেটে পেলে। হেন আনন্দিত মন, সাধুর তরণী যেন, আপনার ঘাটেতে লাগালে॥ এমনি আনন্দ ময়, হয়ে উষা কথা কয়, বলে শুন চিত্রলেখা সখী। দোহাই তোমার সই, স্বপ্ন কথা তোরে কই, স্বপ্নযোগে যে যে রঙ্গ দেখি॥ রাশির পঞ্চম নাথ, মিলিয়া ষষ্টির সাথ, পুনঃ আত্ম হৈল কি লাগিয়া। দ্বিতীয় চোরের মত, কেন রৈল মৌনব্রত, দশম ধ্বজেরে সমর্পিয়া॥ দশ ধ্বজ নিজ করে, ধরিয়া নবম শরে, চতুর্থ সমান কাটে প্রাণ। তাহে অষ্টমের জ্বলা, অসপ্তম কাম কলা, বাড়ায়ে হরিয়ে নৈল জ্ঞান॥

বারি শূন্য একাদশে, জীবন ছাড়িতে বসে, প্রাণ মোর দ্বাদশ সমান। চিত্রলেখা চোর ধর, ত্বরায় তৃতীয় কর, দান দেহ দুঃখিনীর প্রাণ॥ বিশেষ কহিতে প্রাণ, মনঃকরে আনচান, হতজ্ঞান হই ক্ষিপ্ত পারা। ভুবনমোহন রূপ, সুমাধুর্য্য সুধাকূপ, রসাব্ধি সারক রসকরা॥ অপরূপ ঘনশ্যাম, রূপে অতি অনুপম, কমনীয় কামুক কৃপাল। কত জানে কাম-কলা, কটাক্ষে মজায় বালা, সে কালিয়া কামিনীর কাল॥ আর গুণ কব কত, না দেখি তাহার মত, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভিতরে। সে কালা দংশেছে মোরে শয়নে ঘুমের ঘোরে, সেই বিষে জর্জ্জর অন্তরে॥ সখিগো সাপুড়ে হও, সে কালিয়া ধরে দেও, তবে যাবে বিষের যন্ত্রণা। যার বিষ সেই লয়, তবে প্রাণ রক্ষা পায়, এই কর যথার্থ মন্ত্রণা॥ সখীর ধরিয়া পায়, বাণবালা নিবেদয়, নানাবিধ স্তবন করয়। তুমি প্রিয় সখী মোর, আমি দাসী হব তোর, প্রাণ পেলে প্রাণ বিনিময়॥ আমারে কিনিয়া রাখ, মোর পুজ্য হয়ে থাক, যাবত শরীরে প্রাণ রয়। রায় বলে হবে ত্বরা, এ কর্ম্মের এই ধারা, ঠাকুর্ঝি দাসীর ধরে পায়॥

নির্ঘণ্টপত্র।

সূচিপত্র সমাপ্তঃ।

চিত্রলেখার আশ্বাস।

উষার শুনিয়া বাণী, কহে চিত্রলেখা ধনী, বরের কি পরিচয় জান। কাহার তনয় বর, কোন দেশে করে ঘর, কিবা জান তাহার সন্ধান ॥ উষা বলে তাঁর কথা, আমারে জিজ্ঞাস বৃথা, পরিচয় কিবা দিব হেন। স্বপনে ঘুমের ঘোরে, সে কালা দংশেছে মোরে, কুম্ভিরিকা তেলাপোকা যেন ॥ তখন ঠেকিয়া দায়, পরিচয় কেবা চায়, আপনার নহিত আপনে। বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল হত, লাগে যে ভেল্কীর মত, মনমত করিলা জন্তনে ॥ স্বপ্ন সত্য টের পাই, তবে কি অভক্ষ খাই, জানি হাতে করিয়া আপনি। আমি জানি সত্য বরে, বিবাহ করিল মোরে, বিভা দিলা জনক জননী ॥ তেঁইতো বরিনু বরে, মানসে মনন করে, এবিভা কি ফিরে আরবারে। বাসর বৃত্তান্ত যত, উভয়ের মনমত, কামব্রত পূর্ণ ব্যবহারে ॥ উভয়ত মন মর্ম্ম, হইল সকল কর্ম্ম, গৃহ ধর্ম্ম ব্যবহার মত। ফিরে যদি থাকি ঘরে, রাজা বিভা দিবে ফিরে, ঘুচাইব পরমার্থ পথ ॥ থাকিয়া কি অন্য বরে, দোপোড়া হইব ফিরে, সাধ্যা হয়ে বেশ্যার সমান। অতএব নিবেদন, কৃপাকরি সখীগণ, রাখ মোর মানস সম্মান ॥ না নহিলে অগ্নি জ্বাল, ধর্ম্ম পথ করি আল, প্রবেশিব

জ্বলন্ত অনলে। নহে দিব কাতি গলে, গৌণে মৃত্যু বিষ খেলে, প্রবেশিব পুনর্ভবাজলে॥ ঊষার শুনিয়া পণ, কম্পবান সখীগণ, সবে কয় কি বিষম দায়। এরোগে ঔষধ কিবা, চিত্রলেখা সখী দিবা, দেহগো সময় বয়ে যায়॥ শুনি চিত্রলেখা সখী, ঝর ঝর ঝরে আঁখি, ঊষার মুখের দিগে চায়॥ শ্রীদুর্গা স্মরণ করি, রঙ্গ তুলি পট ধরি, ছবি লিখে ঊষারে দেখায়॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, লিখে লেখে পুরন্দর, অষ্ট সিদ্ধি লিখে তার পর। অরুণ বরুণ রবি, কুবের প্রভৃতি ছবি, লিখিয়া লিখিল শশধর॥ ভার্গব ভার্গব সুত, যণ্ডা-মার্ক যে অদ্ভুত,বৃহস্পতি শনি রাহু মনু। সনকাদি ঋষি চয়, প্রভৃতি দেবতাময়, লিখি যত সুসুন্দর তনু॥ রূপ দেখি ভিন্ন ভিন্ন, ঊষা কহে তন্ন তন্ন, পরে লিখি রাক্ষসের কুল। লিখিল কিন্নরগণ, যক্ষ লিখে কত জন, অপ্সর গন্ধর্ব লিখে স্থূল॥ সপ্ত পাতালেতে কত, সুন্দর পুরুষ যত, প্রত্যক্ষ লিখিল পটময়। দেখিয়া সকলে ধনী, শিরে করাঘাত হানি, কহিছে ইহার কেহ নয়॥ পরে লিখে জম্বুদ্বীপ, তাহাতে যতেক জীব, ভারতবর্ষের ছবি পরে। চারিবর্ণ যে যেখানে, গৃহবাসী ঋষিগণে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরে ঘরে॥ প্রত্যে-কে লিখিয়া কয়, এনাহয় কিনাহয়, দেখগো সুন্দরী দৃষ্টি করি। রাজ কন্যা দেখি তায়, এনয় এনয় নয়,

সে জন সুন্দর সর্ব্বোপরি ॥ কামাক্ষ্যা কাশ্মীর কাশী, কান্যকুব্জ দেশ বাসি, তীরথস্থ মৈথিলি নৃপালি। কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অঙ্গ, মগধ দ্রাবিড় বঙ্গ, মৎস্য দেশী প্রভৃতি সকলি ॥ পরে লিখে সূর্য্য বংশ, শ্রীরাম চন্দ্রের অংশ, উর্দ্ধ অধঃ জ্ঞাতিবর্গ তাঁরে। সুন্দরী দেখিয়া তাঁয়, এ রূপ কখন নয়, কিঞ্চিত আভাষ সে আভারে ॥ ক্রমে ক্রমে চন্দ্র বংশ, লিখিলে চন্দ্রের অংশ, যযাতি রাজার তিন সুত। উরু ভুরু পুরু আদি লিখিল প্রত্যেকে বিধি, তার মধ্যে যদুগুণ যুত। যদুর সন্তান রাম, পরে নবঘনশ্যাম, লিখিল দেখিল বাণবালা। ভুবন মোহন রূপ, মনোহর সুধাকূপ, দেখিয়া উষার নিভে জ্বালা ॥ সখিগো নাথের ন্যায়, এই রূপ দেখি প্রায়, কিন্তু নহে আমার পরাণ। এ রূপ দেখিয়া হেন, হৃদয় প্রকাশে কেন, অনুমানি ইহারি সন্তান ॥ শ্বশুরের জন্মদাতা, নাথের ঠাকুর-দাদা, সম্পর্কের আছে বা ঘটন। নতুবা আমারচিত, হয় কেন উল্লাসিত, হেরে সখি ইহার বদন ॥ তুষ্টা হৈল চিত্রলেখা, সার্থক হইল লেখা, শ্রীদুর্গারচরণ কৃ-পায়। এখন ডরাই কারে, আর মোরে কেবা পারে, বুঝা গেল লিখিব তাহায় ॥ শ্রীহরি স্মরণ করি, চিত্র-লেখা তুলি ধরি, লিখে ছবি নিজ মনোমত। নিজে লিখি কাম রায়, নিজের মস্তকথায়, নিজ মনমথে মন মথ ॥ পটেতে লিখিয়া কাম, সুচিত্রলেখার কাম, অষ্ট

গুণ বাড়িল দেখিয়া। নিজে কি বুঝিবে ধনী, নিজ লয়ে টানাটানি, নিজে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ কামিনী কামের শ্নুষা, শ্বশুরে দেখিয়া উষা, লজ্জাযুক্তা হইয়া আপনি। আপনি আপন শিরে, ঘোমটা টানিয়া ধীরে, ধীরে ধীরে ধরিয়া ধরণী ॥ সুধামুখী অধোমুখী, বিমুখী হইলা মুকী, ওকি ওকি বলে যত সখী। সখিরা সকলে ভাবে, বর বুঝি এই হবে, চল গিয়া নিজ চক্ষে দেখি ॥ দেখি সব সখিগণে, আনন্দিত হৈয়া মনে, বলে ধন্য উষার কপাল। ছাড়িত আছিল কাল, ঢাকনে জগত আল, না দেখিলা রাণী মহিপাল ॥ আই আই একি কথা, সখিরা খাইল মাথা, ইসারাতে উষা কহে বাণী। মরুক সখিরা মেনে, যথার্থ নাহিক জেনে, অভাবেতে স্বভাব বাখানি ॥ উষার কথার ভাবে, মঙ্গলা মনেতে ভাবে, বর নহে বরের জনক। হাসি কাব্য রসে ভাষে, উষার পাশেতে বসে, কাব্য রসে কহিছে অনেক ॥ উষার শ্বশুর বটে, বসেছে উষার ঘটে, ধরে জটে বুঝে দেখ মনে। সিঁদ দিয়া চুরি করে, কাসিতে বারণ তারে, মুখে হাত দিলে বাঁচে প্রাণে ॥ বৌয়া বলে গালি দিলে, তাহাকে নাহিক ফলে, ফলে ফলে না ফলে তাহারে। রায় কয় কথা দড়, মঙ্গলা রসিকা বড়, শাস্ত্রমতে বুঝালে উষারে ॥

চিত্রলেখার মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

সুচিত্রলেখার দশা দেখিয়া সুন্দরী। মঙ্গলা সখিরে কহে আর্ত্তনাদ করি॥ কহ গো মঙ্গলা সখি চিত্রলেখা হেন। আপনি সৃজিয়া ছবি মূর্চ্ছা গেল কেন॥ না দেখি এমন যার জন্মদাতা যেই। জনমিয়া আপন জননী বধে সেই॥ মঙ্গলা কহিছে খড়্গ গড়ে যে কামারে। সেই খড়্গে কাটা কি না যায় সে কামারে॥ জ্বলন্ত অনলে হাত অনিচ্ছা ইচ্ছায়। দিবা মাত্র পুড়িবে সন্দেহ নাহি তায়॥ না জানিয়া হস্ত দেয় সর্পের বদনে। ক্রূরসর্প নাহি বুঝে দংশে ততক্ষণে॥ অতএব স্বশরীরে অনুভব পাই। কাম কালসর্প প্রায় দয়া মাত্র নাই॥ কামের গুণের কথা কি কহিব বাড়া। তুমি পুত্রবধূ সে তোমারে দেয় নাড়া॥ অনঙ্গ হইয়া স্বাঙ্গ রঙ্গ দেখাইলা। অনঙ্গ ভুজঙ্গ চিত্রলেখারে দংশিলা॥ অনঙ্গের পট সুমঙ্গলা ঢেকে রাখে। চিত্রলেখার চৈতন্য করায় ডাকে ডাকে॥ উঠে চিত্রলেখা তুলি হাতে ধরে লয়। লিখিয়া আশ্চর্য্য ছবি উষারে দেখায়॥ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ নাম ধরে। যুবতী জীবন বধে কটাক্ষের শরে॥ ডাকিয়া মঙ্গলা সখী উষারে দেখায়।

উষা দেখি আঁখি মেকি বসালে তাহায়॥ প্রাণনাথ প্রাণনাথ বলে কান্দি ধরে। উঠায়ে রাখিল ছবি হৃদয় উপরে॥ এক দৃষ্টে দেখে বলে এই প্রাণ বটে। চিত্রলেখা চৈতন্য দিবেন এই পটে॥ চিত্রলেখা অসাধ্য ভুবনে কিছু নাই। চিত্রলেখা প্রাণ দান দিলে প্রাণ পাই॥ চিত্রলেখা চরণ ধরিয়া চন্দ্রমুখী। রোদনে বসিলা অনিবার ঝুরে আঁখি। চিত্রলেখা কহিল না করিতে পারি কি। এনে দিব পদ ছাড় নৃপতির ঝি॥ প্রতিজ্ঞা করিনু অদ্য দিবা কি নিশায়। অনিরুদ্ধ বদ্ধ হবে তোমার আলায়॥ আহ্লাদের সীমা নাই উষার মন্দিরে। নৃত্য গীত করে বাজে মৃদঙ্গ মন্দিরে॥ বর আগমনে মানে সখী সুমঙ্গলা। সুবচনী পুজিব চণ্ডির ষোলকলা॥ আজি হৈতে হাত বাঁধা বেলিভাতা মানি। পূরাবে মনের কাম কালের কামিনী॥ থানে থাকি কানে যেন শুনেন অভয়া। উষার কল্যাণে মা বরেরে করো দয়া॥ চিত্রলেখা চিন্তা করি চণ্ডীর চরণ। চরণ নির্ম্মাল্য করে চিকুরে বন্ধন॥ লজ্জা নিবারিণী লজ্জা রক্ষা কর মোর। আমি লজ্জা পেলে লজ্জাবতী লজ্জা তোর॥ দয়া করে দাসীরে দিয়াছ দিব্য বর। বরে পাব উষা বরবর্ণিনীর বর॥ শ্রীদুর্গা জয় দুর্গা দুর্গা করিয়া স্মরণে। চলে চিত্রলেখা সখী বর

অন্বেষণে ॥ বামপদ বাড়াইয়া শুভ যাত্রা করে। দুর্গানাম জপিয়া চলিল ধীরে ধীরে ॥ ঝর ঝর আঁখি ঝরে শ্রাবণের ধারা। কালি কি কুলাবে কূলে পাইব কিনারা ॥ রায় কয় নাহি ভয় কালী দিবে কুল। শক্তি বটে মুক্তিদাতৃ ভক্তি তার মূল ॥

চিত্রলেখার নারদ উপদেশ।

বাণমন্ত্রী কুষ্মাণ্ড তনয়া চিত্রলেখা। পথি মধ্যে মহর্ষি নারদ সঙ্গে দেখা ॥ দূরে হতে চিত্রলেখা দেখে মহামুনি। চিনি চিনি করি যেন মুনির নিছনি ॥ হৈল হৈল মনে হৈল দেখেছি কোথায়। হেন বুঝি দেখেছিনু রাজার সভায় ॥ মহারাজা লোকতা করিয়া মুনিবরে। সাদরে বসান স্বর্ণ সিংহাসন পরে ॥ পাদ্যাদিতে পূজে মহাঋষির চরণ। ত্রিলোকের সংবাদ দিলেন তপোধন ॥ অতএব ঋষি হৈতে সিদ্ধ হবে কার্য্য। ভবিতব্য থাকে যদি বিধাতার ধার্য্য ॥ ভাবিতে ভাবিতে মুনি নিকটে আইলা। চিত্রলেখা মুনির সম্মুখে দাঁড়াইলা ॥ কেশমুক্তা চিন্তাযুক্তা যেন পাগলিনী। ব্যাধাশঙ্কা ভয়াতঙ্কা যেমত হরিণী। গলবাসা জলেভাসা নয়নের নীরে। কান্দিয়া কান্দিয়া ধনী কহিছে মুনিরে ॥ দয়াময় দয়া কর দাসীর

দাসীরে। দীনহীনা দুঃখিনী দেখিয়া চাও কিরে॥ বলিয়া কান্দিয়া পড়ে মুনির চরণে। ছিন্নমূল বৃক্ষ যেন পড়িল ভুবনে॥ অজ্ঞান হইল ধনী বাহ্যজ্ঞানা-ভাব। মুনি ভাবে স্ত্রী হত্যা হইল ভালে লাভ॥ মুনি বলে কেরে বাছা কাহার তনয়া। কোন কুলে স্থিতি কর বট কার জায়া॥ যুবতী সুন্দরী সুরী পরীর সমান। একাকিনী ভ্রম বনে এ কোন বিধান॥ শ্বাশুড়ী ননদী কি কয়েছে মন্দ কথা। স্বামীর সুভগা কি বা আছে তোর গতা॥ সহোদরা বিমাতা কি কহে দুষ্ট কথা। কি বা বুঝি অনাদর করে পিতা মাতা॥ বিশেষ বৃত্তান্ত তত্ত্ব কহিলে প্রকৃত। তবে বর দিব বর পাবে মনোমত॥ হেনকথা কৈল যদি মুনি তপোধন। গলবস্ত্রে চিত্রলেখা উঠিল তখন॥ মহাঋষি আমি বটি কুষ্মাণ্ড কুমারি। বাণরাজা কন্যা উষা ঠাকুর্ঝি আমারি॥ আমি দাসী তাঁর তিনি মোর ঠাকুরাণী। স্বপ্নযোগে দুর্য্যোগে পড়েছে উষা ধনী॥ গত নিশাভাগে কামবাণে কামসুত। কামি-নীর কাম যাগাইলা গুণযুত॥ রাজকন্যা কুমারী বিবাহ নাহি হয়। স্বপনে বরেছে ধনী কামের তনয়॥ দিবা রাত্রি মধ্যে বর না আনিতে পারি। ত্যজিবে পরাণ বাণরাজার কুমারী॥ এই হেতু ঘর ছাড়ি প্রবেশি কাননে। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি করি

নে ॥ যথার্থ বুঝিয়া মুনি করেন আদেশ। স্নান কর বৎসে তোরে দিব উপদেশ ॥ রায় বলে দুর্গমেতে দুর্গা পদ সার। দুর্গ নিবারিতে দুর্গা চরণের ভার ॥

চিত্রলেখার বর প্রাপ্ত।

মুনির আজ্ঞায় ধনী, স্নান করি সুবচনী, পূজিয়া আইলা মুনি পাশে। কহিলেন মুনিবর, আমি দিব তিন বর, বর পাবে যাবে অনায়াসে ॥ দিল অব্যাহতি শক্তি, সখীরে করিলা মুক্তি, ভক্তি গুণে মুক্তি পদ পায়। পরে সম্মোহন মন্ত্র, দেখালে নিদ্রার যন্ত্র, সচেতনে অচেতন হয় ॥ আর দিলা উপদেশ, দ্বারিকার সবিশেষ, যে রূপে যে থাকয়ে যেখানে। কহিল বিশেষ ভেদ, ক্রমে ক্রমে দিয়া ছেদ, সখী বুঝে বিবিধ বিধানে ॥ দৈব ঘণ্টা দ্বারে সাজে, বিপক্ষ দেখিলে বাজে, কাজে কাজে দেখিবারে পাবে। সম্মোহন মন্ত্র আগে, পড়িবা সন্ধ্যার যোগে, পুরবাসি সুনিদ্রিত হবে ॥ পুরি প্রবেশিবা তবে, ঘণ্টা বেজে কি করিবে, কে শুনিবে সে ঘণ্টার নাদ। দ্বারিকা দর্শন করি, পাবে মুক্তি পদ তরি, যাবে পাপবর্গের প্রবাদ ॥ শ্রীমন্দিরে যাবে তবে, শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাবে, রুক্মিণী

সহিত শয্যাশায়ী। রুক্মিণী পরমা সাধ্যা, যোগেন্দ্র জনার কন্যা, আত্ত বিত্তা পরমার্থ দায়ী ॥ ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়, একত্রে দেখিবা তায়, কাল ভয়চয় দূর হবে। রুক্মিণী মন্দির পাশে, কিঞ্চিত দক্ষিণ দেশে, অনিরুদ্ধ নিদ্রাযোগে রবে ॥ অব্যাহত মন্ত্র পাঠ, করিয়া তুলিবা খাট, শিরে তুলে লইবা আপনি। উড়িবা বায়ুর আগে, শূন্যমার্গে নিশাভাগে, আনি দিবে যথা ঊষা ধনী ॥ শুনি সখী ঋষি বাক্য, মনের সহিত ঐক্য, করিয়া প্রণমে ঋষি পায়। ঋষি গেলা নিজালয়, চিত্রলেখা সখী তায়, পবনাগ্রে শূন্যমার্গে ধায় ॥ সন্ধ্যার সময় হয়, উত্তরিলা দ্বারিকায়, বিবেচনা করে মনে মনে। সম্মোহন মন্ত্র পড়ে,প্রবেশি দ্বারিকা গড়ে, নিদ্রিত দেখিলা জনে জনে ॥ গজ বাজী উষ্ট্র আদি, গো মহিষ নানা বিধি, পশু পক্ষ নিদ্রায় অবশ। দ্বারে দ্বারি নিদ্রা যায়, ঘড়ি আলেরা ঘুমায়, চিত্রলেখা করিয়া সাহস ॥ প্রবেশিল অন্তঃপুরে, চতুর্দ্দিগ দেখে ঘুরে, আশ্চর্য্য দেখিল ঘরে ঘরে। সমুদয় যদুবংশ, সকলি কৃষ্ণের অংশ, নিদ্রা যোগে হইয়া কাতরে ॥ পরে দেখে বলরাম, পুরালে মনের কাম, রতী কাম দেখে তার পরে। ষোড়শ হাজার নারী, শ্রীকৃষ্ণের সহচরি, দেখে গেলা রুক্মিণীর ঘরে ॥ দেখে নবঘনশ্যামে, রুক্মিণী শয়নে বামে, প্রকৃতী পুরুষ এক

ঠাঁই। ভুবন মোহন সঙ্গে,ভুবন মোহিনী রঙ্গে,সুনিদ্রিত দেখিবারে পাই॥ মনের আনন্দে সখী, দেখিয়া যুড়ায় আঁখি, পবিত্র করিল কলেবরে। বেগার প্রসাদবলে, স্নান হয় গঙ্গা জলে, সাধু উপদেশে ফল করে॥ পরে অনিরুদ্ধ ঘরে, সুন্দরী প্রবেশ করে, রাবণ নন্দন মহি মত। দেখিল সুন্দর বর, আল করে আছে ঘর, পর্য্যঙ্ক উপরে নিদ্রাগত॥ বর লয়ে যাব তথা, কেমনে বরের মাতা, পরাণ ধরিয়া রবে গৃহে। প্রভাতে অভাগী মায়ে, ছুটিবে পাগলি হয়ে, আমি ছাই দিব তার স্নেহে॥ হেন বাছা পরে দিয়ে, রবে কার মুখ চেয়ে, শাপে ভস্ম করিবে আমায়। মোর হৈল হেন পারা, সাপে যেন ছুঁছা ধরা, খাইলে ছাড়িলে প্রাণ যায়॥ রাম কি রাবণ হাতে, অবশ্য হবে মরিতে, মোর হইল নিশ্চয় মরণ। মারীচ প্রতিজ্ঞা করে, মরিব রামের শরে, না মারিবে রাক্ষস রাবণ॥ আমারি হইল তাই, খার খাই তার গাই, না করিব প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন। আমিহ উষার দাসী, প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি, উষা মন করিব রঞ্জন॥ এই প্রতিজ্ঞার দায়, কুকর্ম্ম করিতে হয়, ধর্ম্মে রক্ষা করিবে আমারে। দুর্গা বলে খাট ধরি, তোলে নিজ শিরোপরি, মন্ত্রপূত করিল সত্বরে॥ গগণমণ্ডলে উঠে, গরুড় সমান ছুটে, কৃষ্ণ পৃষ্ঠে করিয়া যেমন। অনিরুদ্ধ

খট্টা মাথে, চিত্রলেখা শূন্য পথে, বাণ ভূমে করিল গমন ॥ আইল উষার ঘরে, পর্য্যঙ্ক মাথায় করে, চিত্রলেখা, সখী ডাকে কয় ॥ বলে মঙ্গলারে বাণী, করহ মঙ্গল ধ্বনি, বর আইল উষার আলয়। কেমনি ধর্ম্মের কর্ম্ম, বুঝহ ধর্ম্মের মর্ম্ম, কর্ম্ম গুণে কালে ফল ধরে। রায় কয় সারোদ্ধার, কোথা কন্যা কোথা বর, স্বয়ম্বরা বরে স্বয়ম্বরে ॥

উষার বর দর্শন।

নিষ্পন্দা হইয়াছিল রাজার কুমারী। সুচঞ্চলা তুলিলা উষার হাতে ধরি ॥ সুমঙ্গলা বার্ত্তা কয় উষার সাক্ষাতে। আইল তোমার বর দ্বারিকা হইতে ॥ তুমি পুণ্যবতী পুণ্যবান আইল ঘরে। মহিমীর পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যের সঞ্চারে ॥ নয়ন সফল কর দেখ আসি বর। খট্টায় নিদ্রিত তবু আল করে ঘর ॥ সুমঙ্গলা কৈল হেন সুমঙ্গল কথা। অশোক বনেতে যেন জনক দুহিতা ॥ হনুমান মুখে শুনি রামের কাহিনী। মঙ্গলার বাক্যে হেন তুষ্টা উষাধনী ॥ চল চল প্রাণ সখী কোথা মোর প্রাণ। কথায় প্রত্যয় কি চাক্ষুসেতে প্রমাণ ॥ আর কি দেখিব সে মধুর

মূর্ত্তি খানি। দেখিলে প্রত্যয় হয় তবে সত্য জানি ॥ এই কথা কয়ে ধরে চঞ্চলার হাত। পতিব্রতা চলিল যথায় প্রাণনাথ ॥ সখিরা সকলে সঙ্গে চলিল উষার। মঙ্গলা মঙ্গল কর্ম্ম করে ব্যবহার ॥ বেশ ভূষা সজ্জা করি চলিল মঙ্গলা। নিজ শিরে তুলে লৈল বরণের ডালা ॥ শঙ্খ ঘন্টা উলু উলু ধ্বনি দিয়া যায়। যথা বর আছে চিত্রলেখার মাথায় ॥ কাদম্বিনী ধরা ধরি করিয়া নামায়। মেঘ মুক্ত সূর্য্য যেন গগণে উদয় ॥ কেহ কহে নৃত্য গীত করে নানা রঙ্গ। সুমঙ্গলা বিবাহের করয়ে প্রসঙ্গ ॥ শুভ কর্ম্ম শীঘ্র ভাল কোন সখী কয়। আগুন লাগাবে যদি ধূমা টের পায় ॥ কি জানি কপাল ভাঙ্গা একে হবে আর। টের পেলে সর্ব্বনাশি বিয়া হওয়া ভার ॥ সুমঙ্গলা কহে ভাল কাহিলা নাগরী। বিবাহের দিন কর কুষ্মাণ্ড কুমারী ॥ জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে অধ্যাপক চিত্রলেখা। খড়ি পাতি ভূমেতে করয়ে লেখা জোখা ॥ তেসরা বৈশাখ দুই প্রহরের পর। সুপঞ্চমী তিথি অদ্য বৃহস্পতিবার ॥ চতুর্থী চৌত্রিশ দণ্ড কুড়ি পল গতে। বৈবাহিক দিন শুভ পঞ্চমী তিথিতে ॥ রিষ্টি করণ যোগ পরীঘা প্রমাণ। ভার্গব মিথুনে শুভা করিলে প্রস্থান ॥ যুতবেধ যামিত্রি বেধের নাহি অঙ্গ। সপ্তশলাঘা নাহি দশযোগ ভঙ্গ ॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দিন হইল প্রকৃত।

উষারে সাজাওগে। উষার মন মত।। বিবাহের আয়োজন করহ সকল। যত পাও নাপাও অভাবে গঙ্গাজল।। আলিপনা ঘট পাতো পাতো চিত্র পীড়ি। রাঙ্গাসুতা আলতা আনহ গুড়িহাঁড়ি।। মোনা-মোনি আন আন বরণের ডালা। ছড়া-কলা দেও তাতে আন ফুল মালা।। পাতো কুশাসন কোসা-কুশী কুশা আন। হরিদ্রাক্ত বস্ত্রে হরিতকীর বন্ধন।। আনহ হরিদ্রা হাঁই আমলা বাঁটিয়া। উষার বদনে দেহ শুপারি কাটিয়া।। কুম্ভ পৃষ্ঠে সরায় মিলানি দ্বীপ জ্বাল। উভয়ের মনেতে মিলন হবে ভাল।। চুরি করে ব্রাহ্ম্য বিবাহ নাহি হয়। গান্ধর্ব্ব বিবাহেতে নাহিক প্রত্যবায়।। অপ্রাপ্তি যতেক দ্রব্য হবে নিশাভাগে। বাসি বিবাহেতে দ্রব্য দিব দিবাভাগে।। রায় কয় এ স্থানে মনেরে চক্ষু ঠারা। মন্দ হৈতে ভাল এ কর্ম্মের এই ধারা।।

বর পরিচয়।

বিবাহের আয়োজন, করি সব সখীগণ, ত্বরা করি বরেরে জাগায়। চারিদিগে সহচরী, গীত বাদ্য নৃত্য করি, বরে নানা কৌতুক দেখায়।। সুন্দর উঠিয়া কয়, দেহ দেখি পরিচয়, এখানে আইলা কি কারণ।

হইলা সমুদ্র পার, আসিতে আমার ঘর, দ্বারি কিবা না করে বারণ ॥ ঘণ্টা না বাজিল কেন, বিপক্ষত নহ হেন, বুঝিলাম স্বপক্ষ আমার। দেবী কি কিন্নরী নরী, গন্ধর্ব্বী কি নগী পরী, পরিচয় চাহি হে তোমার ॥ আইলা আমার ঘরে, বলনা কিসের তরে, স্পষ্ট করি কহনা বচন। শুনি সুমঙ্গলা হাসে, কহিছে মধুর ভাষে, উলটা চোরা গৃহস্থে বন্ধন ॥ আবর হইলা হেন, আমারে বুঝাও যেন, সত্য কালে সন্ন্যাসীর প্রায়। আমি বড় কাঁচা মেয়ে, আমারে বুঝাও ভেয়ে, রাম কি জানকী পায় তায় ॥ আপন মুরাদ বুঝে, কথা কহ বুঝে সুঝে, প্রবঞ্চনা চাতুরি না কও। এ বড় বিষম ঠাঞি, গুরু শিষ্যে দেখা নাই, এক্ষণে এখানে সোজা হও ॥ আমরা গন্ধর্ব্ব কন্যা, স্বামী পরায়ণী মান্যা, পুণ্যবান্যা ধর্ম্ম চিহ্নানারী। আমারে করিতে চুরি, এলে ছদ্ম বেশ ধরি, শাপে ভস্ম করিবারে পারি ॥ কে তুমি কার তনয়, দেহ সত্য পরিচয়, কোন দেশে করহ বসতি। মিথ্যা কথা যদি কও, তবে মোর দিব্য লও, বল সত্য এই গো মিনতি ॥ শুনি মঙ্গলার কথা, বরের ঘুরিল মাথা, মনে মনে করে বিবেচনা। বলে বটে আছি কোথা, এ ঘরে এমত প্রথা, কে ঘটালে অঘট ঘটনা ॥ হৈল কি দিগের ভ্রম, না দেখি সহজ ক্রম, আমি কোথা আছি কার কাছে। আমি

কার কে আমার, ইহারা সকলে পর, এখানে আমার কেবা আছে।। একি হৈল ঘোর দায়, কি জানি পিশাচে পায়, এখন বুঝিতে কিছু নারি। ভাবিয়া করি কি স্থির, বাধ্য হব এ নারীর, পশ্চাতে বুঝিতে যদি পারি।। মনেতে মন্ত্রণা স্থির, কহিয়া কহিছে ধীর, বীরত্ব জানায়ে সভা মাঝে। অনিরুদ্ধ হেসে কয়, কি মোরে দেখাও ভয়, বৈসে আছি সখীর সমাজে।। অনিরুদ্ধ মোর নাম, নিরুদ্ধ না রাখি কাম, কার কি কামনা মনে আছে। কামনা কি সত্য কও, বাসনা পুরায়ে লও, কে আসিবা আইস মোর কাছে।। শুনিয়া মঙ্গলা কয়, বুঝা যাবে মহা-শয়, কেমন চতুর চূড়ামণি। এই নব সখী মাঝে, তোমারে কাহারে সাজে, বল সে ইহার কোন ধনী। এই কথা তথ্য কও, সমুস্যা পুরিয়া লও, বুঝি প্রজা-পতির লিখন। নতুবা বুঝিব চোর, প্রত্যয় না হবে মোর, সাজা দিয়া ছাড়িব তখন।। সমুস্যা শুনিয়া বরে, পড়িল আপদ ঘোরে, ভাবিতে লাগিল নিজ মনে। উষার দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়াইল সুমঙ্গলা, যদি নাথ না বুঝে এখনে।। এমনি উদ্ধত মেয়ে, কাব্য কথা না বুঝিয়ে, খেমটা বাজায় ঘোমটা দিয়া। ইশারা করিয়া বরে, সুন্দরী বসিলা ফিরে, আড় চক্ষে ঘোমটা ঝাপিয়া।। সখীরা না দেখে তার,

সুন্দর দেখিতে পায়, শিক্‌রারে তাঁরা দেখাইলা। উষার বদন দেখি, অনিমিক হৈল আঁখি, একদৃষ্টে সুন্দর রহিলা ॥ কহিছে মঙ্গলা সখী, সমুস্থা পুরিল দেখি; বিবাহের করি আয়োজন। আইও সুও ডাক দেও, পিঁড়িতে বর বসাও, কন্যা আনি বসাও এখন ॥ বিবাহে আতসবাজী, হৈল বিধাতার বাজী, আল হৈল মৃগাঙ্কের আল। বরকর্ত্তা পিতা কাম, পুত্রের জাগায় কাম, বরযাত্র ভ্রমর কোকিল ॥ পুরোহিত মনমথ, মন্ত্র পড়ে মনোমত, মনে মনে মিলালে সত্বরে। কন্যা দিল বর হাতে, বসন্ত কন্যার তাতে, রজনী জননী বর বরে ॥ উষা ভাবে ইনি পতি, বর ভাবে এই সতী, আমার ঘরণী সত্য বটে। গন্ধর্ব্ব বিবাহ এই, গন্ধর্ব্ব বিবাহ সেই, অঘট ঘটনা যদি ঘটে ॥ বিবাহ হইলে পর, ঘরে লয়ে স্ত্রীআচার, করিবারে চিত্রলেখা কয়। রায় তায় দিল সায়, সুখের সময় যায়, ত্বরা করি ঘরে লৈতে হয় ॥

অন্যান্যাবলোকনে কটাক্ষ পাত করে। যেন উষার শ্বশুর শুষে উষার পিতারে ॥ পরে নাথের পিতার হাতে পিতার সমান। পুনঃ হেন যেন দেখে উষানাথের নয়ান ॥ একে না জানে শৃঙ্গাররস

উভয়ে উভয়ে। ভাবে খেলিবে কেমন খেলা না পায় ভাবিয়ে॥ একে অকৃতি কুশল কামশাস্ত্রেতে দম্পতি। তাহে একর্ম্মে আচার্য্য কর্ম্মি না হয় সঙ্গতি॥ বটে কামশাস্ত্র পড়ে ছিল কামের তনয়। তবু অকর্ম্ম কুশল কর্ম্মে উপযুক্ত নয়॥ একে রতি পুত্রবধূ রতিশাস্ত্র নাহি জানে। তাহে রতিপতি বধূ প্রতি ফুলবাণ হানে॥ পুত্র পুত্রবধূর কৌতুক দেখিবারে। প্রবেশিল কাম পুত্রবধূর শরীরে॥ কৃষ্ণের তনয়ে পাপ পুণ্য নাহি হয়। ইতরে এমত কর্ম্ম হৈলে বুঝা যায়॥ কামের কুমার রাজকুমারী উভয়ে। উপায় না দেখি কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়ে॥ অঙ্গ সঙ্গ নাহি রঙ্গ ভঙ্গে কিবা হয়। জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দেয়॥ বিধির ঘটনা জেটা সেটী হতে চায়। নলে কাঁটার সুচলা মুখ কেবা করে দেয়॥ কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধি নীতিশাস্ত্রে শুনি। বাজাতে বাজাতে বাণী গাথে গাথে গুণি॥ দেখ যথার্থ চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই। বিধাতা ঘটায় কার্য্য দেখিবারে পাই॥ মনসিজ জজন্তন করিয়া মনন। প্রমাদী মদনে মত্ত খসায় বসন॥ অনঙ্গ অঙ্গজ অঙ্গ সঙ্গ স্বাঙ্গনায়। অনঙ্গ উৎসবে মত্ত মাতঙ্গের প্রায়॥ নবতরী সুন্দরী অম্বর অসম্বরে। হৃদে হৃৎসম্বরে কে অম্বর পড়ে শিরে॥ অক্ষী পক্ষী উন্মি-

লন করিয়া তখন। লজ্জারে বর্জ্জন করে আঁটিল জঘন॥ অম্বরে সম্বর করে কাম কারাগার। তবু অনঙ্গ বারণে নিবারণ করা ভার॥ শ্বশুর অসুর তুল্য পশুর সমান। সুধারে শ্বশুরে শরে করিল অজ্ঞান॥ দেখ অদ্য প্রসূতা গাবী বৎসের নিকটে। প্রসব হইবা মাত্র গাবী গাত্র চাটে॥ গাবীতো না দেয় স্তন বৎসের বদনে। চেষ্টায় চেষ্টায় বৎস মুখ দেয় স্তনে॥ অঘট ঘটনা যার আচার্য্য কর্ম্মি নাই। বিধাতা আচার্য্য হয়ে ঘটায় তাহাই॥ অতএব যদ্যপি কর্ম্মের বাধ্য বুদ্ধি। কর্ম্মসূত্রে দম্পতির কার্য্য হইল সিদ্ধি॥ দৈবযোগে হৈল যদি উভয়ে সংযোগ। দূরে গেল রতি কর্ম্ম অপাটবি শোক॥ উন্মত্ততা উভয়ের বাহ্যজ্ঞানাভাব। বৈকুণ্ঠ গোলোক কিম্বা ব্রহ্ম লোক লাভ॥ কদম্ব কুসুমাকৃতি দোঁহার শরীর। ব্যস্ত সমস্ত অতি উভয়ে অধীর॥ দশনে দশনে চর্ব্বীয়মান দেহ। ওষ্ঠাধরে অধর ধরিয়া খায় স্নেহ॥ রসনায় রসনাচুষ্যের রস পানে। পান করে মুখামৃত বিবিধ বিধানে॥ চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্যপেয় চতুর্ব্বিধ রসে। রতি রস ভোগ করে বিশেষে বিশেষে॥ নাগর যত্তেক করে কোলে আকুঞ্চন। নাগরী করেতে ধরি করে প্রসারণ॥ তবে অনিরুদ্ধ নিজে কৈলা কামাচার। উষার হইল সত্য স্বপ্নের সুসার॥ রতি-

শান্তা ক্লান্তা অতি রতি পুত্রবধূ। হাই তুলি শিব শিব কহে মৃদু মৃদু॥ অলসে অবশ অঙ্গ কাতরা নিদ্রায়। বর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া নিদ্রা যায়॥ শ্রম জল বিন্দু বিন্দু পড়ে মুখ বায়ে। সুধা বিন্দু পড়ে যেন সুধাংশু চোয়ায়ে॥ সুদুর্ল্লভ সুধাবিন্দু অন্যে নাহি পায়। বর চোর চকোরস্বরূপ সুধা খায়॥ বাসর বেষ্টিয়া ছিল নব নব সখী। হাসিয়া উঠিল রতি সাঙ্গ কাব্য দেখি॥ সখীরা আইল ঘরে কৌতুক দেখিতে। যৌতুক কি দিব আর কৌতুক থাকিতে॥ কোন সখী বলে বর অতিশয় লোভা। গন্ধ বারী ছাড়ি ঘর্ম্ম বিন্দু খায় কেবা॥ কোন সখী বলে যে বরের দোষ নাই! স্নেহের দুষ্কৃত কর্ম্মে বাকি কিছু নাই॥ কেহ কহে মত্ত প্রায় বরের নয়ন। বুঝি কামাগ্নী সন্দীপন করেছে ভোজন॥ আর সখী বলে বুঝি হবে বটে তাই। নৈলে খাদ্যাখাদ্য কর্ম্মাকর্ম্ম বিবেচনা নাই॥ কেহ কহে মিছা কহ বরেরে দুষনা। কয়েদী কি বুঝে ভাল মন্দ বিবেচনা॥ কেহ কহে লজ্জার নাহিক মাত্র লেশ। নৈলে কেন পর ঘরে করিবে প্রবেশ॥ রমণী সকলে বরে একা ঘরে পেয়ে। মুক্‌মুক্‌ করে কত নানা কথা কয়ে॥ বরে চোরে সমান কথার কথা কয়। এ বর সত্যের চোর সখীর সভায়॥ এত অপমানে কথা না কহে

নাগরে। তবে সখীগণে মনে বিবেচনা করে ॥ মন্ত্রণা করিয়া সখী সুমঙ্গলা কয়। বিশেষ করিয়া কিছু দেখাইব ভয় ॥ এই রূপ কাণাকাণি করে সখীগণে। হেথা আপন মন্দিরে থাকে ধূমাবতী শুনে ॥ এইতো উচিত কর্ম্ম এতক্ষণে হয়। অবিলম্বে কর ত্বরা রায় দিলা সায় ॥

ধূমার সংবাদ।

উষার মাসাতো ভগ্নী, কোপে অতি রায়বাঘি, ধূমাবতী সখীর প্রধানা। এমনি লাগায় ঠাট, ঘরেতে বসায় হাট, হাঁক ডাক বাঘিনী গর্জ্জনা ॥ আমিত না থাকি ঘরে, যাহা ইচ্ছা তাহা করে, কে ঘটায়ে অঘট ঘটনা। এমত কে ছাতি ধরে, মোর ঘরে চুরি করে, দেখিব সে কেমন কোটনা ॥ দুই চক্ষু ঘোর করে, হেকে বলে কেরে ঘরে, ঘোর দায়ে ঠেকিল কুমারে। সুন্দর বিনয় করে, স্তব করে ধীরে ধীরে, ঘরে আইস দেখি হে তোমারে ॥ ধামধুমী ধূমাবতী, ধূম ধাম করে অতি, দাঁড়াইলা নাগর গোচরে। দেখিয়া ধূমারে বর, কথা শুনি চমৎকার, মনে ভাবে পাছে মাগি মারে ॥ এ বড় জঞ্জালি মাগী, সবার উপরে ঘাগী, এর কাছে খাট হওয়া ভাল। স্বকার্য্য

উদ্ধার হৈল, যেমন কর্ম্মে তেম্নি ফল, উপযুক্ত প্রায়-শ্চিত্ত হৈল ।। বর কহে শুন সখি, কেন হে হয়েছ রাগী, স্থির হয়ে নিবেদন শুন। তুমি এ ঘরের রাজা, বিচারিয়ে দিবে সাজা, যথার্থ যা বলি আগে জান ।। আমিত বিদেশী জন, করি তীর্থ পর্য্যটন, দৈবযোগে তোমার নগরে। প্রদোষে অতিথী হয়ে, রাত্রে সিদ্ধ পক্ব খায়ে, শয়নে ছিলাম এই ঘরে ।। এ সত্য কথায় মোর, প্রত্যয় হইবে কার, সাক্ষী দিতে না পারি এখানে। তুমি সখী বুদ্ধিমতি, আমি প্রদোষে অতিথি, সত্য বলি তোমা বিদ্যমানে ।। কুমার কৌশল করে, ধূমা না বুঝিয়া তারে, ক্রোধ করে উঠিল জ্বলিয়ে। জ্বলন্ত অনলে তায়, বর ঘৃত ঢেলে দেয়, মিথ্যা করি নানা কথা কয়ে ।। কে আছে এখানে ওরে, কোটা-লেরে চুলে ধরে, শীঘ্র আন আমা বিদ্যমানে। সেই বেটা ঘুষ খায়ে, চোরে পথ দেখাইয়ে, আনে দিল উষা বিদ্যমানে ।। সখিরা সকলে ভ্রষ্টা, করিয়া নানান চেষ্টা, মৃগতৃষ্ণা দেখায়ে উষারে। ভুলাইয়া কাঁচা ছেলে, কামাগ্নিতে দিলি ফেলে, এখন কি করিব উহারে ।। কাঁচা বাঁশে লাগে ঘুণ, উষারে করিল খুন, চুন কালি দিয়ে দিলে গালে। ও মোর দুধের বাছা, পেকে গেলি থেকে কাঁচা, মিছা শাচা যা ছিল কপালে।। আহা আহা মরি মরি, ঘুমালে

চিয়াতে নারি, ঘুমান্ত বাঘিনী কে জাগালে। চোর যাবে যমঘর, উষাতে না পাবে বর, কিবা হবে এ দায় ঘটিলে।। এ রাত্রি প্রভাত হলে, কোটালেরে দিব শূলে, সখিগণের মাথা মুড়াইয়া। ঢালিয়া মাথায় ঘোল, নগরে দেওয়ায়ে ঢোল, দেশান্তরে দিব পাঠাইয়া।। চোরকে বুঝিব পাছে, লইয়া রাজার কাছে, যেবা থাকে চোরের কপালে। শুনিয়া সখিরা স্তব্ধ, চোর হয়ে গেলা জব্দ, ভাবে বুঝি সত্য করে ফলে।। এইরূপ আঁচা আঁচি, চোর সঙ্গে পাঁচাপাঁচি, ধুমধাম করে ধূমাবতী। বর অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে, উষাত আছিল শুয়ে, কুস্বপ্ন দেখিয়া আচম্বিতী।। কান্দিয়া উঠিয়া কয়, ঘটিল বিষম দায়, স্বপ্ন সত্য হইল আমায়। আমিত দুঃখিনী মেয়ে, হারাণ রত্ন পেয়ে, পুনঃ বুঝি আবার হারায়।। বিধি নিধি মিলাইল, পুনঃ কি ফিরায়ে নিল, দত্ত অপহারি কি হইবে। বিধির লিখিত কর্ম্ম, কেরেনাতো জানি মর্ম্ম, মোর ভাগ্যে এমত কি হবে।। হাতে নোতে পড়ি ধরা, উষাত পড়িল ধরা, ধূমা ধরাধরি করি তুলে। এ অল্প বয়েসে বটে, পরিপক্ক হলে ঠাটে, কামনাটে চিত্ত মজাইলে।। আমাকে না জিজ্ঞাসিয়া, চোর ঘরে মিটে গিয়া, হাটের দুয়ারে হুড়কা দিবি। দেখা জোথায় যেবা মরে, শুঁঠ পিপুলে কিবা করে, কাটা

কান কি চুলে ঢেকে থুবি ॥ লাজের মাথায় বাজ, হানিয়া এমন কাজ, লজ্জা খেয়ে লাজে লজ্জা দিলি। রাণীরে করিলি খাট, আপনি হইলি নাট, আমার গালেতে কালি দিলি ॥ প্রজারা ঠেকিল দায়, আজারে মজালি তায়, রাজারে বাজারে বেচে গেলি। আমিত বাঘিনী প্রায়, আমারে গাভির ন্যায়, ঘুরাইলি চক্ষে দিয়া ঠুলি ॥ কেমনে এমন বরে, কোন পথে আনি ঘরে, মনের কামনা পূরাইলি। বলির দুয়ারে কলি, বাঁধেছিল মহাবলী, তোর পাপে ঘরে এলো কাল ॥ যে হকু সে হকু মেনে, কথা না কহিস কেনে, সত্য কথা কহিস যদি মোরে। কোন মতে কোন মত, পাই যদি কোন পথ, তবে বাঁচাইতে পারি তোরে ॥ মোরে দেখ কাঁচা মেয়ে, ছাপাইয়ে কর বিয়ে, থাকি যেন ঘৃতান্ধ ব্রাহ্মণ। উড়ে যায় পাখি যার, আমি পাখা গণি তার, মনে মনে করিয়া সন্ধান ॥ আমি জানি কত নাট, সাত জল এক ঘাট, করিতে পারিয়ে তাতো জ্ঞান। রায় তায় দিল সায়, সুখের সময় যায়, ত্বরা করি করহ এখন ॥

উষার স্তব।

ধূমার অভয় বাক্যে পাইয়া আশ্বাস। মৃত্যু শরীরেতে যেন পেলে জীব ন্যাস॥ সখিরা আসিয়া নাকে তুলা ধরে দেখে। দেখি দেখি যদ্যপি কিঞ্চিত শ্বাস থাকে॥ যেমত ঠাটিকা ঠিকঠাক ঠাকুরাণী। তেমতি ঠাটিকা ঠ্যা সঙ্গের সঙ্গিনী॥ কেহ কহে উষা যদি না উঠে এখন। এখনি বিষের লাডু করিব ভক্ষণ॥ কোন সখী কহে প্রাণ ধরিতে না পারি। আমিত সকল আগে গলে দিব ছুরি॥ কেহ কহে দেখি উষা বাচে কি না বাঁচে। যে হউক করিব ধূমা বুঝিবেক পাছে॥ মুখ ছুষী ধূমাবতী সখির প্রধানা। বিষাক্ত দাঁতিনী দিলে উষারে যাতনা॥ যে বলিলে ফেলালে ধূমার মুখে ছাই। শুঠ পিপুল দিয়া আগে উষারে বাঁচাই॥ কে দেয় বাতাস কেহ জল দেয় মুখে। কেহ বা এরণ্ড পত্রে স্বেদ দেয় বুকে॥ রসসিন্দুর চতুর্ম্মুখ আনিয়া মাড়িয়া। উষারে খাওয়ায় কেহ দাঁত ছাড়াইয়া॥ বুঝিল বাতিক রোগ আকার দেখিয়া। উষও তুষ্ট ভাব দিলে সরবৎ খাওয়াইয়া॥ বিষ্ণু তৈল দিয়া করে শরীর মর্দ্দন। উষার হইল কিছু জ্ঞানের লক্ষণ॥ উষার ইষারা বুঝে সখী সুমঙ্গলা। ধূমারে ভৎসনা

করে করি কত ছলা ॥ শিষ্য বিদ্যা গরিয়সী কোন শাস্ত্রে কয়। ধূমাবতী ভরালে শিষ্যের ভূমিকায় ॥ দেখি কাব্য অভব্য হইল ভব্য বর। অসাধ্য সাধনা এ বুঝিতে সাধ্যকার ॥ মনে মনে সাবাসি দিতেছে উষানাথ। সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি সভাসত ॥ যেমত আপনি উষা স্বয়ং রঙ্গিণী। তেমতি সকল সঙ্গে রঙ্গিণী সঙ্গিনী ॥ ধূমাবতী সখীতো সখীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রুষ্ট বাক্য কহিয়া করিয়া দিলা তুষ্ট ॥ কথায় অমৃত বিষ যে কহিতে জানে। বুঝিয়া কহিলে প্রায় মরা বাঁচে প্রাণে ॥ কথার দোষেতে কার নাক কাণ যায়। কথার কৌশলে কেহ রাজ্যপদ পায় ॥ কথার মতন কথা উষা পতি শুনে। ধীৎকার দিতেছে কক্ষে আপনি আপনে ॥ হেনকালে উঠে উষা চৈতন্য পাইয়ে। অনিমিকে থাকিল ধূমার মুখ চেয়ে ॥ এক চক্ষে দশধারা হইল বর্ষাকাল। ওষ্ঠাধর হৃৎ কম্প বাতাস ঝড় জাল ॥ চমকি চমকি উঠে বিদ্যুতের প্রায়। হুহুঙ্কারে বজ্রাঘাত অকালে প্রলয় ॥ চক্ষের নীরেতে হইল কর্দ্দম শয্যায়। বসন্ত ঋতুতে করে বর্ষা ঋতু প্রায় ॥ রাজকন্যা রসবতী কত জানে ছলা। অচলা চলাতে পারে বলায় অবলা ॥ রসবতী মনে করে ভুলাই বিধিরে। কতক্ষণ হবে মোর ভুলাতে দিদিরে ॥ দেখেছি অনেক নারী হেন দেখি নাই। রায় কয় এ নারির বলিহারি যাই ॥

উষার স্তব ও ধূমার আশ্বাস।

গলে বস্ত্র উঠে উষা, কামিনী কামের স্নুষা, বলে দিদি রক্ষা কর মোরে। দাসীর মতন আসি, বিনয় ভাষায় ভাষি, স্তব স্তুতি করয়ে ধূমারে ॥ তুমি মোর ধূমা দিদি, আমিতো বাঁদির বাঁদি, কিবা হবে দাসীরে বধিলে। বিষ বৃক্ষ আর্জ্জাইয়া, কে কোথা ফেলে কাটিয়া, কৃতঘ্ন যে বলিবে কাটিলে ॥ তুমি দিদি সুপণ্ডিতা, আমি অবলা বনিতা, মাছী মেরে হাত গোঁধাইবে। যে জন শরণ লয়, তাহাকে উচিত হয়, রক্ষা করে সুখ্যাতি লইবে ॥ বিশেষত দিদি তুমি, তোমার ভগিনী আমি, কোন ভার কখন না দিব। এ সঙ্কটে রক্ষা কর, রক্ষা কর্ত্তা নাম ধর, চিরকাল কেনা হয়ে রব ॥ শিশুকাল হৈতে মোরে, ভালবাস দয়া করে, নানা শিক্ষা করালে আপনি। তোমার প্রসাদ গুণে, তুচ্ছ করি ত্রিভুবনে, নাহি জানি জনক জননী ॥ জননী তোমার করে, সঁপিয়া দিয়াছে মোরে, তদবধি তব আজ্ঞাকারী। জননী অধিক তোরে, মানিতে হইবে মোরে, তোমার চরণে পরিহারি ॥ এবার বাঁচিলে দিদি, পেতে পারি গুণনিধি, না বাঁচিলে নিধি হারা হব। বিধি নিধি যদি দিলে, পেতে পারি দিদি দিলে, দেয় দিদি তবে নিধি

পাব ॥ তুমিতো গুণের দিদি, তুমি বিষ্ণু তুমি বিধি, তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা সে আমার। আমি চির বিরহিণী, ভাল মন্দ নাহি জানি, সত্য বলি দোহাই তোমার ॥ এতে যদি মিথ্যা কই, যেন দুটি চক্ষু খাই, মলে যেন গঙ্গা নাহি পাই। বাড়া কিরা খাব কত, কে আছে তোমার মত, বলতো তোমার মাথা খাই ॥

ধূমার উত্তর।

উষার বিনয় বাক্যে, বাণ হেন লাগে বক্ষে, কান্দিয়া কহিছে ধূমাবতী। ও মোর গুণের বুন, তোর পেটে এত গুণ, তুইতো বটিস সত্য সতী ॥ না বুঝিয়ে ক্রোধ ভরে, কুকথা কয়েছি তোরে, দিদি হই কৈলে কৈতে পারি। এ ঘাটি করহ ক্ষমা, তুমি সাধ্ব্যা সতী বামা, তোমার বালাই লয়ে মরি ॥ তুমিতো মাসাত ভগ্নী, যুবতী জলন্ত অগ্নি, দিদি হয়ে রাজারে না কই। আমার সকলি ঘাটি, তোমার নাহিক ক্রটি, যে বরে বরেছ অই সই ॥ যে হউক হয়েছি তুষ্ট, তুমি না হইও রুষ্ট, বিভা স্থলে লক্ষ কথা হয়। ইহাতে কি যায় বয়ে, বিবাহ হয়েছে গিয়ে, নাট্ ফুরালে ভাল ঘা কে দেয়। স্বকার্য্য উদ্ধার করে, সুপ্রেক্ত জনার তরে, কার্য্য

ধ্বংসে মূর্খতা প্রকাশ। যার ঝি তার জামাই, পড়সির কাটনা কামাই, এ কার্য্যের এইতো আভাষ॥ তবে যে তামাসা করে, কুকথা কয়েছি তোরে, সে কথা কথার মত নয়। আমার কথার বার, আটদিগে আট ধার, লাগ লাগ ভেলকির প্রায়॥ যেমত্তি অজার যুদ্ধ, খোলা কুশে ঋষি শ্রাদ্ধ, দম্পতির কলহ সমান। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, এমনি জানিবা প্রিয়া, তোর প্রতি এ কথা প্রমাণ॥ কৃতস্য করণং নাস্তি, বরত বলেছে স্বস্তি, নিবেড় ঘরেতে যুত কে দেয়। যে ছিল বিধির মনে, তাহা হৈল তৎক্ষণে, বিধি লিপি ভিন্ন কে ঘটায়॥ তবে মোর কথা এক, বিবেচনা করে দেখ, বরের লইব পরিচয়। যদি কিছু দোষ বরে, থাকিলে পড়িবে ফেরে, ধনে গুণে তার কিবা হয়॥ দেখিতে বিশিষ্ট বড়, জাত্যংশে হইবে দড়, অনুভবে তা হয়েছে জানা। তবুত উচিত হয়, মোরে লতে পরিচয়, বুঝে কহ করে বিবেচনা॥

উষার স্তব।

শুনিয়া সুন্দরী কয়, তায় কিছু নাহি ভয়, সবিশেষ জানে চিত্রলেখা। সেই দিবে পরিচয়, তার উপর যত দায়, মোর মাত্র স্বপ্নযোগে দেখা॥

ধূমার উক্তি।

ধূমা বলে ভাল কথা, সুচিত্রলেখার মাথা, খাইলা আপনি করে চুরি। ধিক ধিক কালামুখ, আপনি করিয়া সুখ, সুচিত্রলেখার গলে ছুরি॥ ধূমা কহে ক্রোধভরে, সুচিত্রলেখার তরে, হেথা আইস চিত্র-লেখা সখী। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি জান ইহারি, মোরে পরিচয় দেহ দেখি॥

চিত্রলেখার উত্তর।

গলে বস্ত্র করপুটে, সুচিত্রলেখাত উঠে, দাঁড়াইয়া উষা বিদ্যমানে। কহিছে করি বিনয়, সত্য দিব পরি-চয়, মিথ্যা না কহিব এই স্থানে॥ এ বর যাহার ছেলে, তার পরিচয় পেলে, বৃদ্ধাতমা কামাতুরা হয়। তুমি যুবা ধূমাবতী, বিদেশে তোমার পতি, কামের কথায় পাবে ভয়॥ হারায়ে কার্য্যের গোড়া, হইবা উষার বাড়া, তোমা লয়ে ঘটিবে প্রমাদ। একেতে হইবে আর, তোমা লয়ে সার সার, পাছে দিবা আমারে প্রবাদ॥ এই জানি পরিচয়, বর বটে চোর নয়, সত্য বলি আমি যাহা জানি। ইহার অন্যথা কিছু, নাহি জানি আগা পিছু, বুঝে দেখ তুমি বটে জ্ঞানী॥

ধূমার উক্তি।

ধূমাবতী কথা শুনে, প্রতীত হইল মনে, চিত্রলেখা মিথ্যা নাহি কহে। তা নহিলে দেখি বর, মোর কেন লাগে ডর, বর মুখ দেখে মন দহে॥ বিশেষিয়া পরিচয়, দেয় বা না দেয় দেয়, কি কার্য্য আমার বরের বাপে। সখীগণের নাহি ভয়, আমিতো ঠেকিব দায়, খুচে বারি করা গর্ত্তের সাপে॥ যে থাকে বিধির মনে, তাহা হবে ততক্ষণে, ভবিষ্যত কি হবে ভাবিলে। উঠে এই কথা কয়ে, উষারে আশ্বাস দিয়ে, স্তুতিবাদে উষারে কহিলে॥ প্রতিজ্ঞা করিনু আমি, যে কার্য্য করিবে তুমি, তাহা সিদ্ধ করিব আপনি। বিবিধ প্রকারে রঙ্গ, ক্রীড়া কর পতি সঙ্গ, রঙ্গ ভঙ্গ শিখাব তখনি॥ বর মোর ভগ্নীপতি, মোর ভগ্নী তুমি সতী, পতি লয়ে রতি ক্রীড়া কর। রায় কয় এতক্ষণে, যা ছিলা বিধির মনে, ভাল হইল উষার সুসার॥

বাসার বৃত্তান্ত।

ধূমা গেল ঘরে উষারে কয়ে। সখীগণ সবে উঠে নাচিয়ে॥ পাপা গেল ভাল হইল এখন। মোরা সবে

করি মঙ্গলা গান ॥ মনের বাসনা পুরাবে আজি। ঠাকুর জামাতা ঠাকুরাণী ঝি ॥ পরিচার্য্য করি মোরা সকলে। রসিকা রসিক যে যাহা বলে ॥ যদি বিধি নিরবধির পরে। কামনা পূরায়ে মিলালে ধীরে ॥ ঠাকুর্ঝি যেমন রসিকা তেমন। রসিক রূপের সাগর এ ধন ॥ শম্ভু পূজেছিনু নিরম্বু থেকে। শম্ভু দিলে অম্বু পিপাসা দেখে ॥ শিব দুর্গা পুজা করেছি সকলে। দুর্গ ভয়ে দুর্গা রক্ষা যে করিলে ॥ শঙ্করী শঙ্কর শঙ্কা ঘুচালে। শিবে শিব শীঘ্র শিব করিলে ॥ শুভচুনি পুজা করেছি যেমন। শুভঙ্করি শুভ করিলে তেমন ॥ যে বর যে চায় সে কি তাহা পায়। মনুষ্যে না পারে দেবতা ঘটায় ॥ উষার স্বপন অসম্ভব পণ। শুনে লাগে ভয় শুনিতে স্বপন ॥ বাণ ভূমে কন্যা বর দ্বারিকায়। অঘট ঘটনা ঘটকে ঘটায় ॥ এ পত্ত সত্ত কি মানুষেরি কাম। মধ্যে এক দিবা রজনী দ্বিজাম ॥ ইতি মধ্যে বরে কামিনীর ঘরে। চিত্রলেখা আনে নারদের বরে ॥ নির্ব্বন্ধ করেছে যে প্রজাপতি। মুল ভবিতব্য স্থূল ভবতি ॥ বিধি লিপি অপি নারীর পতি। এবম্বা স্বয়ম্বা তত্রগচ্ছতি ॥ মনের কামনা পুরিল এখন। ঘরে বৈসে পেয়ে হারান রতন ॥ আমরি আমরি মরি রে মরি। নবীন কাণ্ডারি নূতন তরি ॥ বর বামভাগে বসিয়া ধনী। রচিত হেমে মরকত মণি ॥ চাঁ-

দের উপরে চকর বিহরে। ঘন ঘন মাঝে চপলা সঞ্চারে॥ কুমুদিনী ধনী মধুরাধার। মধুকর বর কামের কুমার॥ মধুপানে ভোর হইয়া ভ্রমরা। জ্ঞান হীন হয়ে মত্তের পারা॥ সখীরা বিতর্ক করে সকল। ঘটিল প্রমাদ প্রভাত হইল॥ অস্তাচলগামী নিশা-নাথ হয়। দিনমণি মণিহারা ফণি প্রায়॥ সূর্য্যোদয় হইল গগণে এসে। কুমুদি মুদিল সখীরা হাসে॥ মধু-কর বর বর সত্য চোর। এতক্ষণে হইল বন্ধন নিগর॥ যারে চুরি করে সেই বন্ধ করে। অন্যে চেষ্টা করে মিথ্যা ধরিবারে॥ চোর আর কে ধরে তার মুণ্ডে বাজ। আপনি সুন্দরী করে পাট লাজ॥ চিন্তাযুক্ত ছিলা হরানন্দ রায়। এ চোর লুকায়ে রাখিবে কোথায়॥ চিন্তা গেল দূর না ভাবি এখন। চুরি গেল যে সে করিল গোপন॥

বরকন্যার নিদ্রাভঙ্গ।

রাত্রি জাগরণে ক্লান্তা, অধিকান্ত রতিশ্রান্তা, বিশে-ষিয়া বালিকা স্বভাব। অকাতরে নিদ্রা যায়, চৈতন্য নাহিক তায়, পুনঃ স্বপ্নে কামের প্রভাব॥ আরম্ভিলা কামজাগ, পুর্ব্বের অধিক রাগ, পুর্ব্বে রোগী চিকিৎ-

সঙ্ক পরে। যে জন ঠেকিয়া দেখে, সেই সে দেখিয়া শিখে, শিক্ষকে কি প্রয়োজন করে॥ নিদ্রাঘোরে কামসজ্জা, চক্ষুর নাহিক লজ্জা, শিরোনাস্তি শিরোঃ পীড়া কোথা। বিবিধোপচারে কর্ম্ম, সাধিলা আপন মর্ম্ম, বৃদ্ধ পরম্পরা যথা প্রথা॥ গূঢ়কাব্য রতিরস, স্পষ্ট করি সুপ্রকাশ, করিলে কলঙ্ক হবে গীতে। এ-রসে রসিয়াগণ, তারা বুঝে এ সন্ধান, না বুঝিবে এরস বঞ্চিতে॥ এমনি কর্ম্মের ধর্ম্ম, না বুঝে কে এই মর্ম্ম, বালক বালিকা যুবা আদি। যুবতী রসের গুঁড়া, তদ-ধিক বুড়ি বুড়া, সকলি কামের প্রতিনিধি॥ ছাড়িয়া সকল কর্ম্ম, সাধিয়া কামের মর্ম্ম, কামধর্ম্ম মর্ম্ম আগে জানে। পরে শিখে গৃহ কাজ, ধর্ম্মের মাথায় বাজ, হানিয়া পশ্চাৎ চেষ্টা ধনে॥ একথা এক্ষণে গাঁথা, পুথি বাড়াইব বৃথা, সখীরা কি করে আগে দেখি। আকাশে দুপর বেলা, নিদ্রা যায় সখী গুলা, এসে দেখে ধূমাবতী সখী॥ ডেকে ধূমাবতী কয়, এক্ষণে উচিত হয়, সাজাদিতে যত সখীগণে। কি জানি হয় যদি রাষ্ট্র, এখনি হইবে স্পষ্ট, এই হেতু বাঁচিলি এ-ক্ষণে॥ তর্জ্জনা গর্জ্জনা দেখি, সত্রমে উঠিল সখী, সুল-ক্ষণা করয়ে বিনয়। অধিক হইল বেলা, ঘটিল বিষম জ্বালা, দাসীর মরণ নাহি হয়॥ ওগো সখি ধূমাবতি, বট বুদ্ধিমতি অতি, কিন্তু সে দয়ার নাহি লেশ। আ-

মরা বালিকা সবে, এরসে রসিয়া কবে, আপনিতো জান সবিশেষ ॥ তবে কেন দেও দোষ, থাকে দোষ হবে মোষ, তোমার শ্রীচরণ কৃপায়। ধূমাবতী কথা শুনে, তুষ্টা হয়ে মনে মনে, সুহৃত ভৎ সনা রূপে কয় ॥ তোমরা গৃহস্থ ঘরে, থাকহ কেমন করে, ভরমে শরমে নাহি ভয়। এমনে কেমন করে, সংসার করিবা হাঁরে, আমি মলে কি হবে উপায় ॥ দেখিয়া না দেখ চখে, ঠেকিয়া না ঠেক ঠেকে, বুঝাইলে না বুঝ এক্ষণে। শক্রর মুখেতে ছাই, আমি যদি মরে যাই, বিশেষিয়া বুঝিবে তখনে ॥ মনেতে সখীরা কয়, তা হইলেই ভাল হয়, বিলম্বেতে প্রয়োজন নাই। যে আছে বিধির মনে, তা হইবে ততক্ষণে, তুমি মলে আমরা যুড়াই ॥ হৃদয় পুর্ণিত বিষে, মুখেতে মধুর ভাষে, স্তব স্তুতি করয়ে ধূমারে। নানা কথা কয়ে ছলে, ধূমারে ভুলায়ে দিলে, ধূমা তুষ্টা হইয়া সখীরে ॥ বলে ত্বরা যাও যাও, গৃহ কর্ম্মে মন দেও, যার যেবা নিয়োজিত জান। সারিয়া গৃহের কর্ম্ম, কর কুলাচার কর্ম্ম, বাসি বিবাহের আয়োজন ॥ কি আছে না আছে ঘরে, দেখ আগে তত্ত্ব করে, যা না থাকে আমারে শুনাও। আমি দেই কর্দ্দ ধরে, যার যে অঙ্কপাত করে, যত্ন করি গোপনে আনাও ॥

বরশয্যোত্তলন।

ওলো চল বর ভেটিবারে যাই। করিয়া মঙ্গল গান,
মঙ্গলীয় আয়োজন, শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়ে সবাই॥

উঠিল সকল সখী ধুমার আজ্ঞায়। বিবাহের আয়োজন করিবারে যায়॥ আইসরা গুড়ি হাঁড়ি বরণের ডালি। দই খই যজ্ঞ কাষ্ঠ কুশঘৃত বালি॥ মল্লিকা মালতি যুথি জাতি পুষ্পমালা। চন্দনে চর্চ্চিত করে বিবাহের শালা॥ বাটে বরবর্ণিনী বরের গায় দিতে। বরবর্ণিনীরে বরবর্ণিনী মাখাতে॥ যে বরবর্ণিনী দিবে বরের শরীরে। অকলঙ্ক শশিতে কলঙ্ক দিবে ফিরে॥ উষার চরণ পদ্ম জবাপুষ্প আভা। অলক্ত দকেতে কি অধিক হবে শোভা॥ অলক্ত হরিদ্রা হাতে করে কহে সই। দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই॥ উষার সুসার ইহা দিলে কিবা হবে। মঙ্গলাচারের হেতু কপালে ছোঁয়াবে॥ কুম্‌কুম্ কস্তুরী চুয়া অগুরু মাখাবে। সুপুষ্পবাসিত তৈল কেশ পাশে দিবে॥ কুশণ্ডিকা বাসিবিবাহেতে লাগে যত। প্রস্তুত করিলা সব নাম কব কত॥ সব সখী মিলি উলু উলু দিয়া যায়। মঙ্গল আচার করি বরেরে জাগায়। নিদ্রাভাঙ্গি অনিরুদ্ধ উঠিয়া তখন। শ্রীহরি শ্রীহরি হরি করয়ে স্মরণ॥ গগণে অধিক বেলা দেখি-

বারে পায়। অনিরুদ্ধ অপরুদ্ধ সখীর সভায়॥ কোন সখী কহে ধিক ধিক হে তোমারে। দুপরে এমত কর্ম্ম কেবা কোথা করে॥ কোন সখী কহে ছিছি আই আই আই। আমাদের এমন হলে লাজে মরে যাই॥ কেহ কহে বর গঙ্গাসাগরিয়া বাঘ। চক্ষুর নাহিক লজ্জা নাহি মানে হাঁক॥ কেহ কহে বর বুঝি করে চতুরতা। দাসী বলে তুচ্ছ করে নাহি কয় কথা॥ সুমঙ্গলা সখী বলে এই সত্য বটে। ধূমারে ডাকিয়া দেহ বরের নিকটে॥ বরের যেমন শীল তার তেমনি নোড়া। সে ভাঙ্গিবে বরের বিষানি দন্ত গোড়া॥ ঈষৎ মুচকি হাসি কহে অনিরুদ্ধ। বিবাহের চোরে বরে তামাসা প্রসিদ্ধ॥ বল কহ যত সব অঙ্গের ভূষণ। করিয়া স-কলি লব হইয়া সুজন॥ প্রাতঃকালের ক্রিয়া আগে সেরে আসি। ফিরে এসে তোমাদের কাছে পুনঃ বসি॥ হাসিয়া উঠিয়া কহে যত সখিগণ। কাণ কাটিবার কালে ঘুমে দিলা মন॥ বুঝিনু কখন তুমি বিভা দেখ নাই। বিয়া করা যত সুখ জানিবা জা-মাই॥ প্রধানের ঘরে ছিলা থুবুড়া হইয়া। ঠাকুঝি আওত হেতু থুবুড়ার বিয়া॥ যে হউক সে হউক তো মিলানি দেহ আগে। শেষে শয্যা তোলানি লইব ভাগে ভাগে॥ বর ভাবে ঘটাইল বিষম জঞ্জাল। কোথা হইতে কার দিল শয্যা তোলা কাল॥ শুনিনি

কথন হেন বিপরীত পণ। কি দিয়া তুষিব সখী সঙ্গে নাহি ধন ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না দেখে উপায়। ভুলাতে যদ্যপি পারি রসের কথায় ॥ কামের কুমার তো চতুর চূড়ামণি। কাব্য রসে ভাব ভঙ্গি করয়ে আপনি ॥ শুন শুন সখিগণ আমার বচন। চোর ঘরে বাটপাড়ি এ আর কেমন ॥ দিবার সময়ে গালি চোর বলে দেও। লইবার সময়ে চোরেরে বর কও ॥ সাব্যস্ত করহ আগে চোর কিবা বর। তবেতো উত্তর দিব তোমার কথার ॥ সুমঙ্গলা বলয়ে বিটল বড় এটা। তামাসাকে সত্য করে বাধাইল লেঠা ॥ আগে বুঝেছিনু এটা কথা নাহি জানে। ইঁচড়ে পাকার মত কথা কয় টানে ॥ আর সখী বলে সখি বরের কি গুণ। উষার প্রসাদ গুণে হয়েছে সগুণ ॥ উষার অধরামৃত করিয়া ভক্ষণ। কবিবর হৈল হৈল পবিত্র বচন ॥ ঠাকুর্ঝি পরশমণি তাতো আছে জানা। ঠাকুর্ঝি পরশ করে লৌহ হৈল সোণা ॥ আইল যখন নাহি ছিল হেন পারা। তা নৈলে কি কালোর সন্তান হয় গোরা ॥ নহ্যমূল্ জনশ্রুতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে কয়। যথার্থের অন্যথা কোথা কে করে প্রত্যয় ॥ সখীর কৌশল বাক্য শুনিয়া সুন্দর। হৃষ্টচিত্ত তুষ্ট হয়ে করে শিষ্টাচার ॥ যা ছিল গিয়াছে চুরি অনিরুদ্ধ কয়। মূলাধারে নাহি বস্তু কথায় কি হয় ॥ সবে প্রাণ মন ধন

আছিল সঞ্চিত। সমূলে নির্ম্মূল চোরে করিল ব-ঞ্চিত॥ এ রাজ্যের বিচার শুনিতে লাগে ভয়। কি জানি ধরিলে চোরে একে আর হয়॥ প্রদোষের অ-তিথি ধরে খাটাইয়া লয়। খাটুনির মজুরি গেল শয্যা-তোলা দায়॥ অধিক মিলানি ভার দায়ের উপর দায়। একি হৈল ঘোর কলি হায় হায় হায়॥ কুমার কহিছে ব্যঙ্গ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। বুঝিলা সখীরা সবে যে কয় কুমার॥ সুনেত্রা কহিছে একি চোর বলে চোরে। অনুভব হয় চোর কহে ঠাকুঝিরে॥ ঠাকুর্ঝি উত্তর দিতে যথার্থ উচিত। দাসীরা থাকিতে কথা কওয়া অনুচিত॥ উষার ইষারা বুঝে সখী সুমঙ্গলা। ব্যঙ্গতে সঙ্কেতে কত করে নানা ছলা॥ হৃদে তুষ্ট মুখে রুষ্ট সুমঙ্গলা বলে। রায় কয় মজিল তেঁতুলে বাঘা-গুলে॥

মঙ্গলার প্রত্যুত্তর।

ভালত অতিথি বাধালে ফসাদ। চুরি করে ঘরে উলটা প্রবাদ॥ কার চুরি গেল কে চুরি করিল। হবে তদারক কিবা চুরি গেল॥ চবাতুহি করে বুঝি ভাল করে। সত্য কি মিথ্যা কহে তামাসা করে॥ সত্য হলে ধন ফিরায়ে দিয়া। মোরা রব সব দাসী হইয়া॥

মিথ্যা হলে সাজা দিব হে তাহার। হেন কথা যেন নাহি কহে আর॥ তামাসা করিয়া যদ্যপি কয়। তামাসা করিয়া উড়াইব তায়॥ এ কথা কহিয়া বিচারে বসিয়া। ভাক্ত ক্রোধ করে ঈষদ হাসিয়া॥ কহে শুন শুন সুন্দর বর। প্রাণ মন গেল চুরি তোমার॥ হেন কথা কোথা কে করে প্রত্যয়। অসম্ভব কভু সম্ভব না হয়॥ তুমিত পণ্ডিত বুঝে দেখ মনে। মন চুরি গেলে সে ভাবে কি মনে॥ মনযোগ বিনা কোন কর্ম্ম হয়। বিনা মনোযোগে কেবা কথা কয়॥ মন চুরি যদি গিয়াছে তোমার। তবে কোন মনে করয়ে ব্যাভার॥ গাছে না উঠিতে এক কাঁধি যায়। উদ্যমে চাতুরি পরে কি হয় আর॥ লোকত ধর্ম্মত রাখিয়া চাতুরি। যেবা করে সেই চাতুরি চাতুরি॥ প্রাণ চুরি গেল বলিয়া ফসাদ। করিয়া ঠাকুর্ঝিরে দিল প্রবাদ॥ দেখিলে এ কথা হয় কি প্রত্যয়। প্রাণ যার যায় সে কি বেঁচে রয়॥ হেন কথা কেন কহিলে নাগর। আপন কথায় আপনি হে চোর॥ শুনি ইতিহাসে আবরেতে কয়। আপনার নাক্ আপনি কামড়ায়॥ ভাণ্ডারে কেওরে অনুভব পাই। আমিত কখন কদলী না খাই॥ ফিকিরের মূলে জল ঢেলে দিলে। কর্ম্ম নষ্ঠ হয়ে ফিকির ভাসিলে॥ বুঝিনু তোমার চাতুরি কেবল।

মূলে যোত্র নাহি চাতুরি সকল ।। আছে বস্তু লয়ে বিচার করে। বস্তু হীন জনে কি দিতে পারে ।। উঠ শয্যা তুলি বুঝিনু সকল। মানির মান হানিতে কিবা ফল ।। উলু উলু ধ্বনি দিয়া সখীগণ। শয্যা উঠাইয়া করাইয়া স্নান ।। বিবিধ বিধানে বাসি বিয়া দিলে। কুলাচার মত কর্ম্ম সে করিলে ।। শীঘ্রগতি ধূমা আসিয়া তথায়। বলে বর কন্যা রাখিলি কোথায় ।। বর কন্যা বৈসে দেখিয়া তথায়। হাসিয়া হাসিয়া কথায় কথায় ।। কাব্য করে বরে তামাসা করয়। ঠোক্না ঠাক্না কানুটি নাকুটি দেয় ।। লঘু হস্ত অতি ধূমাত সখীর। লঘু হইতে লঘু বর শরীর ।। ধূমা কহে শুন সুন্দর বর। ভগ্নীপতি তুমি নহেত পর ।। তামাসার ছলে করি অপমান। আদ্যোপান্ত রীতি এই সে প্রমাণ ।। ইহাতে ক্রোধ না করিবা নাগর। আমরা আত্মীয় নহি তব পর ।। তামাসার রীতি আদ্যোপান্ত আছে। শিবের বিবাহে নারীরা করেছে ।। ধূমা করে মিষ্ট ভাষায়ে স্তুতি। স্তুতি বাদে তুষ্ট উষার পতি ।। কাব্য অবশেষ করিয়া তখন। ধূমা করে আহারের আয়োজন ।। রায় কহে সত্য নাহিক প্রথা। খাবার কালে কি শোবার কথা ।

জল পান সজ্জা।

ধূমা কহে সখীগণে, ত্বরা করি উঠ মেনে, শীঘ্র কর ভোজনের ত্বরা। উপবাসী কন্যা-বর, তোরাতো সকলে পর; ব্যথার ব্যথিত নহে তোরা।। বর-কন্যা দুঃখ পায়, আমার পুড়ে হৃদয়, তোদের কি ক্ষতি হবে এতে। বন পোড়ে দেখে লোকে, মন পোড়ে কেবা দেখে, এ মর্ম্ম কি জানিবে অন্যেতে।। ধূমার শুনিয়া কথা, সখীরা উঠিল তথা, ভোজনের করে আয়োজন। মিছরি চিনি করে পানা, ক্ষীর সর ননী ছানা, ছানা পানা করে কোন জন।। কেহ আনে দধি দুগ্ধ, সীখরিণী তক্র স্নিগ্ধ, একা দুগ্ধে করে নানা মত। তরবুজ খরবুজ সসা, আনারস আতা খাসা, কমলা করুণালেবু কত।। কেস্থর কাশীর কুল, চাঁপা কলা ফল মুল, আঙ্গুর তালের মর্জ্জা সেও। পণসাম্র হরতিকী, নারিকেল আমলখী, সুপক্ক দাড়িম্ব আনে কেও।। ছোহরা বাদাম পীস, আক্‌রোট কিস্‌মিস্‌, সপ্তালু মনক্কা মধু মাখা। নাকোয়াত দেশী জাম, মধুর গোলাব জাম, চিনের গোলাব জাম পাকা।। আদ্রক মুদ্গাবি দল, সোরাই শীতল জল, নানা মত আয়োজন করে। অসচ্ছ রাজার ঘরে, কিছু নাহি তত্ত্ব করে, সর্ব্বদা সকল থাকে

ঘরে ॥ সুপারি মণ্ডল ঘাটে, মঘা পাণে খিলি আঁটে, লবঙ্গ জয়ত্রী জায়ফলে। সুবর্ণ বাটায় পাণ, বামভাগে পীকদান, সখীরা বরের কোলে দিলে ॥

কাব্য জলপান।

একথাল কাব্য করে, জলপান দিল বরে, উভয় দ্রব্যের একাকার। পিঠালির দধি ক্ষীর, চিনিপানা লোনানীর, যুবতীর যে আছে ব্যাভার ॥ আঙ্গার প্রিয়ঙ্গ দেয়, সেওতে কুল মিসায়, কেস্তুরে কচুড়ি দিল কাটে। খুরবুজাতে খাড়্যা দেয়, সসাতে কাঁকুড় হয়, চাঁপার বদলে কলা ঠটে ॥ মধুয়া পাণের সাত, দিলে পিপুলের পাত, কার সাধ্য বুঝিবারে পারে। আছিল জলপান যত, বদলে করিল তত, আশ্চর্য্য দেখালে সখী বরে ॥ এবড় চতুর বর, বুঝিয়া করে আহার, সখীরা দেখিয়া তুষ্ট হয়। সামান্য সকলি খায়, পাণে জলে ঠেকে যায়, কি খেলে কি খেলে ধূমা কয় ॥ প্রাণের ঊষার বরে, এ কৌতুক কেবা করে, মরি মরি লইয়া বালাই। যে কার্য্য করিলি যেন, আর না করিস হেন, গেল ভাল অল্প অল্প দিয়া ॥ করি জলপান বরে, শয়ন শয়নাগারে, পর্য্যঙ্ক উপরি নিদ্রা যায়।

ধূমা করে আঁটা আঁটি, রন্ধনের পরিপাটি, উপ-স্থিত রন্ধন শালায় ॥ চুল বাঁধে নাগরচূড়া, কোমরে আচল বেড়া, ধূমাবতী বসিল রন্ধনে। মিঠাই কতক করে, ব্যঞ্জন তাহার পরে, নানা মত বিবিধ বিধানে ॥ জিলাপী কচুরি খাজা, ছানাবড়া রসে ভাজা, মঘদ পোলাও পানিতুয়া। নিমকী সাগর পালা, বুদীয়া মিঠাই ভালা, নবাবী মিঠাই মাল-পুয়া ॥ রোটরুটি লুচিপুরি, মোনভোগ আদি করি, গোস্বাইভোগের পরিপাটি। আর করে খুর্ম্মা খাজা, ঘৃতপক্ক রসে ভাজা, মিঠাই করিতে নাহি ত্রুটি ॥

ব্যাঞ্জনাদি পাক।

আরম্ভে ব্যঞ্জন পাক, প্রথমেতে লালশাক, সুক্তোর ব্যঞ্জন দুই মত। মুগ মাষ আদি করি, চনক প্রভৃতি করি, বিবিধ দ্বিদল বাঁধে কত ॥ বিবিধ প্রকার ঘণ্ট, তাহাতে নারিকেল খণ্ড, ফুলবড়ি ছোলা ভাজা তায়। ডালনা রান্ধিল তায়, শুটিরকলাই দেয়, ক্ষীর চিনি তাহাতে মিশায় ॥ শুটিকলাইর ঘণ্ট, ঘাটে করে খণ্ডখণ্ড, দক্ষিণ দেশীরে যাহা খায়। রুহিতমৎস্যের মুড়া, ডালে করে দিয়া গুড়া, ঘাঁট্যো

লণ্ডভণ্ড করে দেয়॥ লঙ্কামরিচ তায়, নারিকেল কোরা দেয়, চৈঙ্টারঝাল দেয় তায়। মুড়িঘণ্ট নাম তার, এদেশে তা খাওয়া ভার, বাঙ্গালে দুর্ল্লভ করে খায়॥ কলম্বী শজীনাফুল, সুশনি শা

লবণ দেয়, রাড়-
রুহিতমৎস্যেরমুড়া টকে। পায়সে
নাহি ছোয় কাকে॥
দেশী লোকেখায়, এদেশে ত
পচামাছে মেথী শাক, পাঁচ-
আম্রে শলু করে পাক,
দেয়। ঝোল ঝাল চটচটী, তাহাতে
ফোড়া ফোড়নেকে
তপক্ক সুপক্ক সে হয়॥ তরকারি অব-
কুষ্মাণ্ড বটী,
লা চোকলা বেস, পালঙ্কেরগোড়া ফুল-
শেয়, বেক
রুহিতমৎস্যের তেলে, চোপড়া সজিনা ফুলে,
বড়ী।

সতন্ত্রা ব্যঞ্জন পরিপাটী॥ এসব বাঙ্গাল পাক, পাক করে এক থাক, পরে আরম্ভিল অন্য মত। সূপকার গ্রন্থ মত, তাড়াতাড়ি কত কত, ব্যঞ্জন করয়ে একশত॥

পোলাও পাক।

রোহিত ঘটিত মাহিপোলাও সুন্দর। পাক করে ধুমাবতী খাইতে সুন্দর॥ মাংসের সুরুয়া করে বিবিধপ্রকারে। মনের মানস পুরি খাওয়াবে বরেরে॥ অন্ন মাংস করিল পোলাও যারে কয়।

পলান্ন যাহার নাম সংস্কৃতে হয়।। দম্পোক্ত করিল পাক দমে বসাইয়া। বিবিধ মশলা ক্বাথ ঘৃত ফেলা-ইয়া।। শিক পাক করে কত বিবিধপ্রকার। জামাই আদরে [illegible] করিবে আহার।। এই মত শত শত করিয়া ব্যঞ্জন। [illegible] বিবিধ বিধানে ধূমা করিল রন্ধন।। রন্ধন করিয়া থরে থ[illegible]তে সাজায়। পাক সাঙ্গ করিয়া সখীর তরে কয়। ও[illegible]গো সখিগণ স্থান করহ ত্বরায়। জামাই ভোজন কাল উ[illegible]হরিয়া যায়।। ত্বরা ত্বরি সখীগণ উঠিয়া তখন। ঝটিতি মার্জ্জনা করে ভোজনের স্থান।। রজতের পীঠোপ[illegible]রি বিচিত্র আনন। সুমঙ্গলা করে শ্বেত চামর ব্যাজন।। [illegible] সাজ-নের ঘর করে চন্দনে চর্চ্চিত। সুদুর্লভ ঘর হইল দেবের বাঞ্ছিত।। কাঞ্চনথালেতে অন্ন বাড়িল স-ত্বরে। নৈবেদ্য করিল যেন ভব্য কারিকারে।। সুতা ধরে কটরা সাজায় চারিপাশে। শত শত রেকাবি সাজায় অবশেষে।। পাত্র পরিপূর্ণ করি ব্যঞ্জন সাজায়। কর্পূরবাসিত সুশীতল জল দেয়।। যা ছিল সাজাতে বাকি দেখে ধূমাবতী। ঘৃত ক্ষীর দধি দুগ্ধ আচার প্রভৃতি।। পরিবেষ্টী ধূমা পরিবেসন করিয়ে। আজ্ঞা দিল আন গিয়া বরেরে জাগায়ে।। ধূমার আজ্ঞায় সখী চিত্রখেলা যায়। পায়ে হাত দিয়া গিয়া বরেরে জাগায়।। জনার্দ্দন স্মরণ করিয়া উঠে বর।

মুখ ধুয়ে আনে যথা ভোজনের ঘর ॥ কামের কুমার বৈসে ভোজন আসনে। অন্ন দেখি কুমার ভাবিছে মনে মনে ॥ লক্ষ্মীর পাচিত অন্ন কৃষ্ণের প্রসাদ। সন্ধ্য খাই অন্ত বিধি ঘটালে প্রমাদ ॥ জনার্দ্দন জনার্দ্দন করিয়া স্মরণ। প্রভু রক্ষা কর কর ধূমার মরণ ॥ খাইতে যদি নাহি পারি হইবে কেমন। ঘটিবে ধূমার হাতে আমার মরণ ॥ অন্ন ব্রহ্মাসো বিষ্ণু ভোক্তা মহেশ্বর। স্মরণ করিয়া কিছু করিব আহার ॥ জনার্দ্দন রক্ষা কর প্রভু জগন্নাথ। খেতে বিঘ্ন না হয় ধূমার হাতে ভাত ॥ এক আদ দিন নহে হবে বহুকাল। না খাইতে পারিলে উলটে ধূমার শাল ॥ এই নিবেদন পিতামহীর চরণে। আপনি কটাক্ষ কর আমার ভোজনে ॥ দৈববাণী হৈল বর শুনিবারে পায়। ত্রিলোক মধ্যেতে বামা আমা ভিন্না নয়। জানতো চণ্ডীতে আছে প্রতিজ্ঞা আমার। একা আমি জগত্তত্ব দ্বিতীয়া কে আর ॥ প্রসবেছি জগত্তত্ব শত শত বার। শক্তি বিনা ব্যক্ত নহে জগত সংসার ॥ পিতামহ তোমার শক্তির শক্তি গুণে। বিশ্ব রূপে মান্য সে হইলা ত্রিভুবনে ॥ আত্মাশক্তি ভগবতী আমি সে ত্রিগুণে। নিরাকারে সাকার করেছি ছয় জনে ॥ নটীকা পালিণী বেশ্যা ব্রহ্মাণী চণ্ডালী। সকলি আমার অংশ আমি মহাকালী ॥ ভোজন করহ বৎস

হইয়া নিপুণ। খাইলে হইবে মাত্র গুণেতে ত্রিগুণ॥ দৈব বাণী শুনি কহে করিয়া রোদন। দাসে দয়া করি দেবী করালে ভোজন॥ ধূমার ভাগ্যেতে ধূমা করিলা রন্ধন। মোর ভাগ্যফলে কাটি ভবের বন্ধন॥ অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন আমি পুণ্য হীন। তোমার নফর আমি দুঃখের অধীন॥ আমিতো না জানি মাতা এত সবিশেষ। মার মুখে যোগ শুনে ছেড়ে গেল ক্লেশ॥ ধন্য হলেম আমি মান্য শুকের সমান। শুক কি অধিক সুখী আমা বিগ্যমান॥ গৃহস্থ আশ্রমে থাকে ব্রহ্ম নিরূপণ। জননী করিলা মোরে জনক যেমন॥ এই রূপ স্তব করে চক্ষে বহে নীর। বাহ্য জ্ঞান শূন্য ধীর হইল অধীর॥ চিন্তাযুক্ত হইল দেখি যত সখীগণ। হিতে বিপরীত হইল এ আর কেমন॥ ধূমা বলে কুমারের স্বভাব কুমার। কুমারত্ব গেল তবু হইল কুমার॥ মঙ্গলা কহিছে এত মঙ্গল ভোজন। মঙ্গল কর্ম্মেতে অমঙ্গল দরশন॥ অনুভব করি বুঝি ভোজনের কালে। ভোজন করিত বৈসে জননীর কোলে॥ ভোজনের সময়ে জননী পড়ে মনে। ভোজন কে করে আর বসিলা রোদনে॥ কামের কুমার শুনে মঙ্গলার বাণী। ঈষদ হাসিয়া কহে বুঝহ আপনি॥ ভোজন বৃত্তান্ত কথা কহিব পশ্চাতে। ভোজন অগ্রেতে করি শুনিবা বিহিত॥ ভাল বলি সখীগণ অনুমতি

দিল। প্রসন্ন বদনে ধীর ভোজনে বসিল ॥ আচমন করি করে ব্রহ্মের ধেয়ান। পঞ্চ ভূতে অন্ন দিলা করি নিবেদন ॥ গণ্ডূষ করিয়া পঞ্চ গ্রাসি করে আগে। প্রথম বদনে দিয়া দেখে ভাল লাগে ॥ ধুমার পাচিত অন্ন অমৃতের প্রায় ॥ তাহাতে লক্ষ্মীর দৃষ্টি অধিকান্ত হয় ॥ একে ধুমা অন্নপূর্ণা মন্ত্র জপ করে অন্নপূর্ণা সুপ্রসন্না হইলা ধূমারে ॥ কৌতুকে বসিয়া ধীর ভোজন করয়। সহচরী চারিদিগে চামর ঢুলায় ॥ ব্যঞ্জনের সুখ্যাতি করিছে উষা পতি। শুনি গদগদ হয়ে ভাষে ধূমাবতী ॥ বড়র সন্তান বড় বট ভোক্তা তুমি। স্বাদুগন্ধ বুঝ ভাল বুঝিনু তা আমি ॥ বিশেষিয়া পরিচয় বুঝিনু তোমার। সুদ্ধ শাক অন্ন জল খাও হে কুমার ॥ অধিক বেলার হেতু ঘটিল বিপাক। তাড়া তাড়ি লুণে জলে করেছিনু পাক ॥ মশলা না দেই তবু আদা দেই নাই। মা মাসীর পুণ্য হেতু অনুরাগ পাই ॥ মাসুয়া করেন যজ্ঞ লক্ষ লক্ষ রাজা। শত শত লক্ষ লক্ষ আসে থাকে প্রজা ॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর। অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য কত বা কিঙ্কর ॥ রাজসূয় যজ্ঞে সবে করয়ে ভোজন। একা আমি পাক করি না লই দুজন। খাইয়া সকলে মোরে ধন্য ধন্য করে। আমি ভিন্ন এ রন্ধন অন্যে নাহি পারে ॥ সুমঙ্গলা ইষারাতে বরেরে বুঝায়

ধূমার গালের আগে মাল হেরে যায় ॥ কুমার কহিছে সব বুঝিবারে পারি। ঠাকুর্ঝির গুণের বালাই লয়ে মরি ॥ এ চক্ষে রমণী কভু নাহি দেখি হেন। সখী বলে দেখা বাড়া শুনিনি কখন ॥ বর বলে খেতে নারি আর সর দুধ। ধূমা বলে কিছু খাও বিদুরের খুদ ॥ ঘৃণা না করিয়ে হে করহ অনুগ্রহ। দুঃখিনী ঠাকুরঝিরে মনে রেখ স্নেহ ॥ পেয়েছি মনের মত পুজে ভগবতী। ঊষা সে প্রাণের ভগ্নী তুমি ভগ্নী-পতি ॥ পুরুষ পরশ তুমি সর্ব্বাংশেতে শ্রেষ্ঠ। বয়েসে সম্পর্কে আমি তোমা হৈতে জ্যেষ্ঠ ॥ আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও। পুত্রে পৌত্রেতে সুখে দুধে ভাতে খাও ॥ মহাদেব যে মত গৌরীর আজ্ঞাকারী। লক্ষ্মীর নিকটে হেন আছেন শ্রীহরি ॥ শচী আজ্ঞা-কারী ইন্দ্র আছেন যেমনী। ঊষা আজ্ঞাকারী হয়ে থাকহ আপনি ॥ বাঞ্ছা পূর্ণ তোমার করুন মহামায়া। মধ্যে মধ্যে মনে করে মোরে করো দয়া ॥ চির বির-হিণী একাকিনী থাকি ঘরে। উদ্দেশে প্রণাম করি তোমার পিতারে ॥ বিরহিণী পতি বিদেশস্থকে ডরান। ধুকুড়িতে না থান ধরে ব্যাম্রতে কিলান ॥ চিরকাল বদ্ধ আছি তালুয়ের গুণে। বিরহে আহুতি দেন অদৃষ্ট আগুনে ॥ অনুগ্রহ করিয়া অনলে দিলে জল। অবশ্য ঘটিবে কালে দান যোগ্য ফল ॥ যথা-

যোগ্য ভাবিয়া না হৈও প্রতারক। উষ্ণ বা শীতল জল বহ্নি নিবারক॥ তুমি সুপণ্ডিত অবঞ্চক ভগ্নীপতি। ঠাকুঝি তোমার হই আমি ধুমাবতী॥ রহস্য করিয়া করি হাস পরিহাস। যথার্থ না বুঝ তবু বুঝেছ আভাস॥ কাব্য শুনি অভব্য হইল ভব্য বর। ধূমা ভাবে সম্মতি লক্ষণ মৌনপর॥ কথার আভাস বুঝে কুমার ডরায়। হাস পরিহাসে পাছে কুবুদ্ধি ঘটায়॥ সর্ব্ব প্রকারে মাঁগী ঘটে ছিল ভালো। করে কোন ছলে কিবা বাধাইবে এলো॥ যে হয় হইবে পাছে শ্রীকৃষ্ণের মনে। অগ্রসূচী এক্ষণে ভাবিয়া মরি কেনে। কথায় কথায় সাঙ্গ করিয়া ভোজন। আচমন করি করে তাম্বুল ভক্ষণ॥ শয়ন মন্দিরে বৈকালিক নিদ্রা যায়। সহচরিগণে শ্বেত চামর ঢুলায়॥ ধূমা গিয়া জাগাইয়া আনিয়া উষায়। বরের উচ্ছিষ্ট পত্রে উষারে বসায়॥ শুভদিনে শুভক্ষণে স্বামির প্রসাদ। উষারে খাওয়ায় ধূমা করিয়া আহ্লাদ॥ জন্ম জন্ম খাও ভাগ্য স্বামির প্রসাদ। কখন না হয় যেন উভয়ে বিবাদ॥ প্রাণের অধিকা যেন দেখয়ে তোমারে। কায়মনবাক্যে যাই আশীর্ব্বাদ করে॥ স্নানে নাহি ছিঁড়ে যেন উভয়ের কেশ। পিপীলিকার বল পাও ভুষণ্ডি বয়েস॥ শৃগালের বুদ্ধি হউক কুবেরের ধন। বৃহস্পতির বিদ্যা হউক ইন্দ্রসম মান॥ স্নানে থেকে

কানে যেন শুনে ভগবতী। মনোভিষ্ট সিদ্ধ অদ্য করুন সংপ্রতি।। ষাঠি ষাঠি মরিবে শত্রুর মুখে ছাই। শত্রুর ঘাড়েতে পড়ুক উভয়ের বালাই।। মাথার যতেক কেশ বৎসরে গণিত জন্মায়তি হয়ে থাকো সাবিত্রীর মত।। আমি দেখে মরে যাই লইয়া বালাই। জন্ম জন্ম যেন হেন ভগ্নীপতি পাই।। এবার করিয়া যাব কামধেনু ব্রত। প্রাণের দোসর ভগ্নী পাই তোর মত।। মনে মনে বলে দিদি মলে পাপ যায়। দিদি মলে মরিব দুঃখের কথা কয়।। যত আশী-র্ব্বাদ কৈলি মঙ্গলীয় কথা। মরে যাবি বলে বড় মনে দিলি ব্যাথা।। থাকিতে জননী বটে মাতৃহীনা আমি। কে আছে তোমার মত মারসমা তুমি।। অম-ঙ্গল কথা দিদি আর করো নাই। কতক কাল সুখ ভোগ করান্ গোসাঞি।। তোমার নিকটে থাকি দাসির মতন। চিরকাল দয়া করি কর২ পালন।। শুনিয়া হইল তুষ্টা ধুমাবতী সখী। সুখের ক্রন্দন করে জল শূন্য আঁখি।। যেমন করিলি তুষ্টা প্রাণের বহিনী। বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন মহেশমোহিনী।। আমি যদি সতী হই করিনু শপথ। মনোভিষ্ট সিদ্ধ হবে ঘুচিবে বিপদ।। বাড়িবে সম্পদ হবি রাজার জননী। রাজার শাশুড়ি হবি রাজার ঘরণী।। রাজরাজেশ্বরী হয়ে কাল কাটাইবি। যে বর মাগিবি যখন সেই বর

পাবি॥ কথায় কথায় হইল ভোজনের শেষ। আঁচা-ইয়া করে নিদ্রাশালায় প্রবেশ॥ সখিরা ভোজন করি করিল শয়ন। এইরূপে দিনমান নিদ্রায় যাপন। রায় কয় ভাল হৈল ঘুমাইল এখন। আমি করি বিশেষিয়া রাত্রের রচন॥

কালরাত্রি।

নিদ্রা অবহার, করিয়া কুমার, বসিল খট্টার পরে। দেখি সখিগণ, উঠিল তখন, বর নিকটে সত্বরে॥ চলিল মঙ্গলা, করি নানা ছলা, বর নিকটে দাঁড়ায়। বিনায়ে বিনায়ে, বিনয় করিয়ে, মৃদুমধুর ভাষায়॥ কহে বর তরে, অদ্য একা ঘরে, থাকিতে হবে একাকী। নদীর উভয় তীরে, থাকে যেন করে, চক্রবাক চক্রবাকী॥ বিদেশীর প্রায়, যেমত থাকয়, মনে ম্লান পাড়া দিয়ে। থাকিতে থাকিতে, ভাবিতে ভাবিতে, সৈতে সৈতে যাবে সয়ে॥ দেখ মহাশয়, সহাইলে সয়, বৃদ্ধ উপদেশে বলে। মন্দ হৈতে ভাল, কপালে যা ছিল, হয়ে গেল একেকালে॥ সত্য এই কথা, এদেশের প্রথা, যে আছে তাহা শুনাই। কৈতে হয় যেঁঞি, আমি কহি তেঁঞি, মোর দোষ কিছু নাই॥ মঙ্গলার কথা, শুনে পায়

যেথা, বঁড়সীর গাঁথা মীনে। শিরে বজ্রাঘাত, হইল অকস্মাৎ, মেঘের সঞ্চার বিনে ॥ কোথা রাজা রাম, বিধি হৈল বাম, কেকয়ী পাঠালে বনে। সেতো ছিল ভাল, কেন তানা হৈল, সীতা ছিল তাঁর সনে ॥ পঞ্চবটি বনে, দারুণ রাবণে, জানকী হরিয়া লৈলে। তার বাড়া দায়, ঘটিল আমায়, আশারাশ্বাস ঘুচালে ॥ মনের বাসনা, কদলি বাসনা, বিধাতা করিয়া দিলে। সুমঙ্গলা আয়, নিষ্ঠুর কথায়, দাবানল দিলা জ্বেলে ॥ ছাড়াইলা বাস, ছাড়িলাম বাস, সন্ন্যাসী হইব শোকে। কাটা যাবে মাথা, এই বড় কথা, পাগল বলিবে লোকে ॥ সতী শোকে শিব, তুলনা কি দিব, আমি সেইরূপ হব। তপস্যা উষার, করিব অপার, তবু কি উষা না পাব ॥ শরীর পতন, কি মন্ত্রসাধন, দেখিব তপস্যা করে। দয়া করে বিধি, সে গুণের নিধি, মোরে কি দিবে না ফিরে ॥ নারির পরাণ, বড়ই কঠিন, হৃদি বজ্র তুল্য প্রায়। পুরুষের মনে, ঘটিলে এমনে, হৃদি ফাটে প্রাণযায় ॥ শিশুপাল প্রায়, ঘটিল আমায়, সত্য হবে বুঝি ফলে। অনাআশে বিধি, দিয়াছিল নিধি, দিয়া নিধি ফিরে নিলে ॥ মনেতে চাতুরি, রাখে মায়া করি, অজ্ঞান হইল জ্ঞানি। করিয়া চাতুরি, ভুলাইলে নারি, চতুরের চড়ামণি ॥ করে কহে ছলা, শুন সুমঙ্গলা, মোর

ভাগ্যে যাহা ছিল। বিধির লিখন, হইল ঘটন, ভাল মন্দ ফলাফল ॥ শুনিয়া মঙ্গলা, যথা বাণবালা, ত্বরা ত্বরি তথা যায়। সম্মুখে বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, বরের বৃত্তান্ত কয় ॥ ঠাকুর্ঝি শুনসে, কৌতুক দেখসে, নাগরের দুরদশা। দেখিনি এমন, শুনিনি কখন, পিরিতের হেন আশা ॥ তুমি তাঁর যোগ্যা, বটত সৌভাগ্যা, তিনি তব যোগ্যবর। সাবিত্রীর ব্রত, করে ছিলা কত, কত জন্ম জন্মান্তর ॥ সে হেতু এবরে, বরে হ গো ফিরে, সতীর শিবের মত। সীতার শ্রীরাম, শ্রীমতীর শ্যাম, তোমার পরাণ নাথ ॥ ঠাকুর জামাতা, মনে পায়্যা ব্যথা, কাতরতা করে কত। শুনে বুক ফাটে, থাকিতে নিকটে, বুদ্ধি সুদ্ধি হয় হত ॥ আমি সুমঙ্গলা, কত জানি ছলা, বর ভুলাইতে নারি। ভুলাব কথায়, মনে করি তায়, ভুলাতে ভুলিয়া হারি ॥ রূপের নাগর, গুণের সাগর, মন ভুলাবার আঁখি। ভুলাতে যে গুণ, তাহাতে নিপুন, করেছে তাহারে বিধি ॥ তুমি রূপবতী, কুমুদিনী ভাতি, কলা নিধি সে নাগর। আজিকার রাতি, করহ যুবতী, নলিনীর ব্যবহার ॥ তুমি বুদ্ধিমতী, সুযুবতি সতী, আমি কহি কুলরীতি। কালরাত্রি আজি, শুনহ ঠাকুর্ঝি, আজি নাহি দেখে পতি ॥ মঙ্গলার বাণী, শুনিয়া রমণী, অমনি অবনী তলে। পপারচ তায়, মমারচ

প্রায়, বৃক্ষ হেন ছিন্ন মূলে ॥ মঙ্গল বারতা মঙ্গলার কথা, অমঙ্গল ভাবে সতী। খেদ করি কয়, নারীহত্যা ভয়, নাহি বুঝি তোর প্রতি ॥ ইহা যদি জান, পূর্ব্বাহ্নে না কেন, না কহ একথা আগে। তোর দয়া নাই, কাটালি শেকাই, শেষেকলি নিশাযোগে ॥ ধিক ধিক তোরে, ধিকসে আমারে, ধিক ধিক বিধাতারে। কি কব অধিক, কুলাচারে ধিক, ধিক ধিক ব্যবহারে ॥ এসুখে অসুখ, করিলি বিমুখ, কালামুখ মোর তোর। কি কথা শুনালি, পরাণে বধিলি, কতক্ষণে হবে ভোর ॥ তিল আধ জারি, না দেখিলে মরি, পলকে প্রমাদ গণি। তাহারে ছাড়িয়া, কেমন করিয়া, কাটাব কাল রজনী ॥ বিচ্ছেদ শঙ্কায়, হার এ গলায়, না পরি রাখেছি খুলে। কেমনে এখনি, একাল রজনী, থাকিব তাহারে ভুলে ॥ উচিত যে হয়, মরিতে আমায়, আগে হলাহল খায়ে। ভাবি আরবার, সে প্রাণ আমার, কাহারে যাইব দিয়ে ॥ কি জানি তখন, হইবে কেমন, তাই ভাবি বারেবার। শিবের সদৃশ, নাথের আভাস, যদি হয় ব্যবহার। ঘটিবে জঞ্জাল, হরি হবে কাল, পান যাদ এ আভাস। পিতা বাণ রাজা মহা মহাতেজা, হবে তাঁর সর্ব্বনাশ ॥ ভাবি মনে নানা, করি বিবেচনা, বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহি। নাথের বিচ্ছেদে, না মরি এখেদে, মৃত্যুপ্রায় হয়ে রহি। মনে উঠে কত,

অন্য অন্যায়ন্ত, কি জানি তাহা বা হয়। মোরে দিয়া, স্তোব, নাথে কয়ো লোভ, মঙ্গলা ভুলায়ে লয়॥ ঘৃত কুম্ভ সমা, সুমঙ্গলা রামা, অগ্নিসম প্রাণনাথে। একত্রে বসিয়া, রসিয়া রসিয়া, গলে পড়ে বুঝি তাথে॥ সদৃশ-পুমান, ভ্রাতা কি সন্তান, দেখে যদি নারীগণ। বহু সহবাস, হৈলে সর্ব্বনাশ, যোনি করয়ে ক্লিবন॥ যথার্থ একথা, ব্যর্থনহেকোথা, কৃষ্ণ নারদোপাখ্যানে। নহে অন্যপরে, দেখ কৃষ্ণ ঘরে, সাম্বর পরিবেসনে॥ পুরুষের ধর্ম্ম, কে বুঝে এমর্ম্ম, সাক্ষি ইন্দ্র চন্দ্র আদি। দারুণ কামের, জ্বালায়ে অস্থির, কুকর্ম্ম করে অবধি॥ তাঁর গুরুপত্নী, শচি অতি যত্নি, চন্দ্র করিলা হরণ। কাম হয়ে ব্যস্ত, করি অপ্রসস্ত, চন্দ্র কলঙ্ক ভাজন॥ পুন শুন কথা, অহল্যের মাথা, ইন্দ্র খাইলা আপনি। মুনি শাপ দিলা, পাষাণ অহল্যা, ভগাঙ্গ ইন্দ্র তখনি॥ কামের অসাধ্য, কিবা খাদ্যাখাদ্য, শিবে খেলে কাম বাঘে। একামের আগে, ঋষি ভুলে রাগে, নরলোক কোথা লাগে॥ শুনি কামকলা, অজ্ঞান মঙ্গলা, বিনয় করে ঊষায়। তুমি হেন ধনি, তোমাকে না চিনি, উদ্দেশে প্রণাম পায়॥ মন শুদ্ধি নয়, কি হতে কি হয়, আমি গরিবের বাছা। বিশ্বাস তোমার, না হইবে আর, আমি হলে কি হয় সাঁচা॥ আপনি যেমন, বুঝিনু এখন, আর বুঝিতে কি বাকি। হেথা প্রয়ো-

জন, আর কি এখন, আর বৃথা হেথা থাকি ॥ আলায় আলায়, করহ বিদায়, আর সুখে কার্য্য নাই। মিছা পরিবাদ, এবড় প্রমাদ, গেলে অব্যাহতি পাই ॥ সতী হই যদি, বুঝিয়া যে বিধি, করিবেক প্রতিক্রিয়া। কোমরের ছুরি, বসিবেক ফিরি, পেটের ভিতরে গিয়া ॥ বুঝিবে তখন, এদাসী কেমন, সতী কি অসতী নারী। দেখাইয়া দিব, তবেত ছাড়িব ভাঙ্গা যাবে ভারি ভুরি ॥ এই কথা কয়ে, চলিল উঠিয়ে, ঊষা পায় মনে ভয়। বিদায়ে কান্দিয়া, চরণে ধরিয়া, মঙ্গলারে কিছু কয় ॥ এই স্থলে বলে, দোষী মেয়ে হলে, বাঁদির কুর্ণীর হয়। কহে সুমঙ্গলা, তুমি বাণ বালা, দাসীর ধরিলা পায় ॥ কর টাকুরালি, গেল পরকাল, নারকি করিলা মোরে। এত কথা সুজ, তামাসা না বুঝ, কি কর কামের ঘোরে ॥ আর সখি কয়, যার শিরে দায়, তার কি এ জ্ঞান থাকে। তা নহিলে কেন, বড় বিজ্ঞ জন, আপগর্জ্জি বলে ডাকে ॥ ঠাকুঝির দায়, পড়েছে মাথায়, ইতর জ্ঞানের অভাব। ঘটের ভিতরে, হাত দিয়া পুরে, থালে করিবেন লাভ। এভাবে ভাবিকা, সখিত রসিকা, দৃষ্টান্ত দিয়াছে দড়। রায় কয় হাসি, সাবাসি সাবাসি, দাসীর বক্তৃতা বড় ॥

ধূমার বর সহ বাস।

স্থমঙ্গলা উষাতে উভয়ে যত কথা। গাঁঠাপাতে শুনে ধূমা গেল করে লতা॥ কি কথা বলিছ ফিরে বল দেখি শুনি। ইহার বৃত্তান্ত আমি কিছু কিছু জানি॥ উষা স্থমঙ্গলা ভাবে হৈল সর্ব্বনাশ। ধূমা টের পেলে ইহার যথার্থ আভাস॥ আরত ছাপে না কথা যথার্থ যা কই। মিথ্যা কৈলে ধূমা স্থানে বাঁচা বাঁচি নাই॥ যথার্থ সকলি কয় ধূমা বিদ্য-মানে। স্থমঙ্গলা সত্যবাদী বলে ধূমা জানে॥ স্থম-ঙ্গলা তুমি বট সত্যবাদী মেয়ে। প্রত্যয় করিব যদি মিথ্যা থাক কয়ে॥ সখী মধ্যে সার তুমি প্রধানা আপনি। তুমি যদি মিথ্যা কহ সত্য করে মানি॥ যথার্থ কয়েছ কথা কিছু মিথ্যা নয়। একটি কথায় মাত্র কিছু ধোঁকা হয়॥ কোমরের ছুরিতে কাটিবে পেট কার। কেবা ছুরি করে পেট কে কাটে কা-হার॥ এ কথা সন্দেহ মাত্র ঘটেছে আমারে। সত্য কৈলে সত্যবাদী জানিব তোমারে॥ মনেতে স্বামির নাম নারী মাত্রে জানে। যার যেথানে মর্ম্ম ব্যথা তার হাত সেথানে॥ উষা ভাবে ধূমাত ধরেছে সত্য জটে। এখন বুঝিনু সত্য এই কথা বটে॥ কেমন

ধর্ম্মের কল বাতাসেতে নড়ে। পরিপক্ক বিল্বে কাক বসিলে সে পড়ে॥ এখন না করি চিন্তা হব সাবধান। জাগন্ত ঘরেতে চুরি এত অপ্রমাণ॥ রাক্ষসের বিদ্যা জানে ধুমাত রাক্ষসী। পাছে রাত্রে সর্ব্বনাশ করে সর্ব্বনাশী॥ এমনি দৃষ্টান্ত মাত্র শুনি রামায়ণে। মহীরাবণেতে হরে শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥ কালরাত্রি কাল হইয়া আইল মোর তরে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা ধর্ম্মে যদি করে॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্ত-রিয়া যায়। দ্বিতীয় প্রহর বাকি চৌকী দিলে রয়॥ আঁটা আঁটি চৌকী মোরা দিব বর ঘরে। মনুষ্য যাইবে কোথা বায়ু না সঞ্চারে॥ তবে যদি ভগবতী না করে সন্তোষ। যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কুত্র দোষ॥ মঙ্গলা কহিছে শুন ধূমাবতি সখি। সখির প্রধানা তুমি কার সমা দেখি॥ ঠাকুর্ঝিকে দেই গালি রাগাপন্ন হয়ে। বুদ্ধিমতী তুমি বুঝ আন্দাজ করিয়া॥ কপতক পাতি রাখ একই পিঞ্জরে। এক পক্ষে ডিম্ব পাড়ে উভয়ে সঞ্চারে॥ ডিম্ব ফুটে সাবক সাবকী হলে পরে। ক্ষুধার জ্বালায় তারা কিচিমিচি করে॥ অধিক কর্কটী পেটে হইলে সন্তান। ছাতে পেট কাটে বধে মায়ের পরাণ॥ মঙ্গলার কথার কৌশল শুনে ধুমা। ব্যাঙ্গেতে সঙ্কেত শুনে হৈলা তুষ্টমা॥ জন্মায়তি হয়ে থাক আশীর্ব্বাদ করি। মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ তোর করিবে শ্রীহরি ।। মঙ্গলা কহিছে ধূমা খেলে মোর মাথা। স্বামী সঙ্গে খোজ নাহি আইওতের কথা ।। পতি যার নাহি তার পতি সঙ্গে শোয়া। পেতে শুতে পাটি নাই ঢেঁকশালে চাঁদোয়া ।। লোকে বলে জরা ঘরে অগ্নি জ্বেলে দেয়। মঙ্গলা বলিছে মোর ঘর ভরিলে হয় ।। এই রূপে বহু কাব্য করে সখীগণে। ধূমা ধাওয়াধাই যায় বর বিদ্যমানে ।। দেখিল বসিয়া বর খট্টার উপরে। দেখিয়া পাইল ক্ষোভ চিন্তাযুক্ত বরে ।। হিয়া দুরদুর পেট গুরুগুরু করে। সুস্পষ্ট কহিতে কথা বুক চেপে ধরে ।। শুষ্ক কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু জিহ্বা আড় হৈল। থাইতে আনিয়া কুচে উলুটে ধাইল ।। ঘরে ঘরে ফিরে ঘরে মনে পায়ে ভয়। লুণপড়া দিলে যেন ডাইনী বেড়ায় ।। সিংহ ব্যাঘ্র ভুজঙ্গ যে ক্রূর কর্ম্মীগণ। মনোরথ অসিদ্ধ হেতু বাঁচে সর্ব্বজন ।। উপযাচিকার ভাব না লইলে পাপ। যাজিকা না পেলে বস্তু দিতে পারে শাপ ।। ইন্দ্রের সভাতে বসি ছিলা ধনঞ্জয়। দৃষ্টিপাত করেছিল উর্ব্বসী রম্ভায় ।। নাচ সাঙ্গে উর্ব্বসী সে বিন্যাস করিয়া। অর্জ্জুন নিকটে চলে রাজ সম্ভাষিয়া ।। কহিল অর্জ্জুনে ভোগ করহ আমায়। আমি আসিয়াছি তব পিতৃ অভিপ্রায় ।। শুনি কর্ণে হাত দিলা ইন্দ্রের নন্দন। পিতৃভোগ্যা মাতা তুমি এ

কার্য্য কেমন ॥ তোমার কটাক্ষ হেতু আমি হেথা আসি। তখন গৃহস্থ ছিলা এখন সন্ন্যাসী ॥ উর্ব্বসী দিলেক শাপ ছাড়িয়া নিশ্বাস। ক্লিব হয়ে থাক গিয়া করিয়া প্রবাস ॥ ধীর ভাবে মোরে যদি ঘটে হেন দায়। উপবাসী কেন থাকি কি করে লজ্জায় ॥ নিতান্ত করিল স্থির বিবেচনা করে। বলে বৈস ঠাকুর্ঝি হে খাটের উপরে ॥ আপনি আসিবা কি আনিব আমি ধরে। এ কর্ম্ম ত কখন না হৈতে পারে জোরে ॥ সগর বগর মনে করে ধূমাবতী। হাসি না রাখিতে পারে দেখে উষাপতি। ধূমাবলে একর্ম্মের নহে হেন প্রথা। কাজের মাথায় বাজ বচনে দরিদ্রতা ॥ হউক মেনে দুঃখে সুখে যাবে মোর দিন। বুঝিনু যেমন তুমি রসিক প্রবীণ ॥ নিবেদন করেছিনু ভোজনের কালে। মৌনী হয়ে অঙ্গিকার তুমি করে ছিলে॥ আশ্বাসে বিশ্বাস করি আসি তব পাশে। আশ্বাস করিয়া অবিশ্বাস কর শেষে ॥ পতি মোর বিদেশস্থ বিরহিনী আমি। উষার বিচ্ছেদে বট জ্বলাতন তুমি ॥ যদি ভাব দুগ্ধ তৃষ্ণা নাহি যায় ঘোলে। সকল না যায় তবু অর্দ্ধার্দ্ধি ফলে ॥ যদি ভাব আমাতে কি হইবে আবেস। তবু ভাল অন্ধ হইতে কানের বিশেষ ॥ যদি ভাব ইহাতে অধিক কিবা ফল। গঙ্গাজলাভাবে যেন বুড়ি গঙ্গাজল ॥ যদি ভাব ইহাতে

কি আছয়ে বিধান। মধুর অভাবে যথা গুড়ের প্রমাণ।। ধূমার বক্তৃতা শুনি হাসিয়া সত্বর। ধূমা ধরে ধীরে আনে খাটের উপর।। না নড়ে না চড়ে ধূমা গলে পড়ে গায়। ধূমা ধরে ধীর কাম আগুন নিভায়।। গাঁঠা দিয়া সখীরা সকলে দেখে যায়। উষার সাক্ষাতে গিয়া মিথ্যা কথা কয়।। ঠাকুঝি শুনহ দেখি যথার্থ যে কই। কেবল তামাসা ফষ্টি বিনা কিছু নাই।। উষা সে হইলা তুষ্টা সখীর কথায়। হেনকালে ধূমাবতী আইল তথায়।। কাকা ধূর্ত্ত বলিয়া সকল লোকে কয়। কোকিলী পাড়িল ডিম্ব কাকের বাসায়।। রায় বলে এ কর্ম্মের এই বটে রায়। ছায়ের আহার আনি আহারে খেলে ছায়।।

উষাবিরহ।

দ্বিতীয় প্রহর রাতে, ধূমা গেল ঘরে শুতে, অনিরুদ্ধ একা থাকে ঘরে। হেতা যে উষার ঘরে, প্রবেশে মদন চোরে, অনঙ্গ বসন্ত সঙ্গে করে।। একেত নবীনা বালা, তাহাতে বিচ্ছেদ জ্বালা, দুরন্ত বসন্ত কাল তায়। তাহাতে স্বামীর পাশ, সদ্য শিক্ষা রতিরস, সন্ধ্যার বাঘিনী হেন প্রায়।। প্রাতের মহিষী হেন,

নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন, ঘন ঘন চারিদিগে চায়। উত্তমে পিরিতি রাগে, বিরহ মূর্চ্ছনা লাগে, অনুতাপি মনস্তাপ পায় ॥ যাহার স্বামীর তাত, তাহারে কি দিবে ভাত, শ্বশুরে স্নুষারে দয়া করে। এমনি আছিল প্রথা, উষাপক্ষে হৈল বৃথা, সময়ের গুণে গেল ফিরে ॥ মেঘারম্ভ হৈল পুনঃ, ঘন ঘন ডাকে ঘন, সৌদামিনী খেলিছে আকাশে। ডাহুক ডাহুকী শিখী, নাচে গায় পীক পিকী, চাতক চাতকী ডাকে আশে ॥ ঝিল্লী ঝঙ্কার রব, ভেকে করে কলরব, নিদ্রাদশাপন্ন পূরবাসী। নলিনী কেবল দুঃখী, এতদ্ভিন্ন সবে সুখী, কুমুদিনী মানস প্রকাশী ॥ গুণ গুণ গুঞ্জরিয়ে, অলিকুল যায় ধায়ে, কুমুদিনী কুলে মধুপানে। সকলে আনন্দময়, নাচে হাসে গীতগায়, উষার না সহে আর প্রাণে ॥ স্বসজ্জ বসন্ত রাতি, সময় পাইয়া পতি, কামিনীগণেরে করে সুখী। এমনি বসন্ত রব, মুঞ্জরিল তরু সব, উষা যেন বদরীর সখী ॥ উষা কহে মঙ্গলারে, বাঁচিব কেমন করে, কর দেখি আমার উপায়। তুমিত পার সকলি, তুমি মোর কলি হলি, তোমার দয়াতে দুঃখ যায় ॥ মদনের মধ্য বর্ণ, আগে দিয়া কর পুর্ণ, করে দেহ মদনে দমন। বসন্তের অন্ত লবে, আপনি সে বশ হবে, মোর শঙ্কা ঘুচিবে তখন ॥ শিবকে ডাকিয়া আন, শ্বশুরে দেখাও পুনঃ, উপযুক্ত

কর কাল মত। ভ্রমরের অন্ত লও, ভ্রমে ভুলাইয়া দেও, তবে স্থির হবে মধুব্রত।। ডাহুক ডাহুকী ধর, মধ্যবর্ণ লোপ কর, ডাকাডাকি নাহি করে যেন। পীকের অন্ত আদি দিলে, ও রব যাইবে ভুলে, কুরব করিবে বুঝি হেন।। বারীদ অন্তের অক্ষর, ত্বরা করি আগে হর, কে করিবে বারী বরিষণ। না হইলে বরিষণ, অমনি তেজিবে প্রাণ, চাতক চাতকী দল-গণ।। কেমনি কামের তাপ, উর্ব্বসী দিলেন শাপ, এমনি দুর্জ্জয় কামজ্বালা। একে যদি আর হয়, পূর্ব্ব রীতি ভুলে যায়, তার সাক্ষী দেখ বৃহন্নলা।। আগে থাকে গুটীপোকা, গুটী কাটি দেয় দেখা, উড়ে যায় হয়ে প্রজাপতি। তেলাপোকা থাকে আগে, ধরে কুম্ভীরিকা বাঘে, কুম্ভীরিকার হয়ত স্বজাতি।। পিপিলিকার উঠে পাখ, উড়িলে খাইবে কাক, দেখি য়াছ আপন নয়নে। একথা অন্যথা নয়, ইহাত প্রত্যয় হয়, তবে কেন না বুঝ আপনে।। মন্ত্রণা হয়েছে ভাল, সুমঙ্গলা চল চল, ত্বরা কর বিলম্ব না সয়। উষার শুনিয়া কথা, মঙ্গলা ঢুলায় মাথা, দন্তে জিহ্বা কাটি কিছু কয়।। শ্রীবৃন্দাবনেতে হরি, রাধা ছাড়ি মধুপুরী, অক্রূর লইয়া গেল হরে। হরির শোকেতে কত, ব্রজাঙ্গনা শত শত, ক্রন্দন করয়ে হরি তরে।। শ্রীমধুসূদন পুনঃ না আইলা বৃন্দাবন, রাধার

হইল হেন দশা। শ্রী মতীর বন্দেনল, না পাইল বুদ্ধি বল, পদাঙ্কেরে করয়ে জিজ্ঞাসা॥ ইহাতে পদাঙ্ক দূত, গ্রন্থ হইল অদ্ভুত, অপ্রশুদ্ধ কথা সত্য হয়। হংস দূত এই মত, অধিকান্ত মেঘ দূত, নাথের বিচ্ছেদ শোকে কয়॥ ইহাতে প্রত্যয় হয়, পতিশোকে সতী কয়, সাবিত্রী করিলা হেন পণ। মরাপতি বাঁচাইলা, ভ্রষ্ট রাজ্যপদ পাল্যা, জন্মান্ধে করিলা চক্ষুশান॥ তুমি ঊষা পতিব্রতা, পূর্ব্বাপর এই প্রথা, সতী বাক্য না হয় লঙ্ঘনে। এখনি করিও কার্য্য, আপনি হওগো ধৈর্য্য, ত্বরা করি করিব এক্ষণে॥ ঊষা শাপে তদবধি, বীর্য্যহীন কৈল বিধি, বসন্তের সেনা সেনা-পতি। এই হেতু বিরহিনী, ঘরে থাকি একাকিনী, পতিব্রতা ধর্ম্ম রাখে সতী॥ একথা অন্যথা নয়, প্রতি ঘরে দেখা যায়, কদাচিত ব্যভিচার ঘটে। বৃদ্ধ পর-ম্পরাপ্রথা, ছাগীর মুখে দাড়ি যথা, যথার্থ একথা সত্য বটে॥ মঙ্গলার মিষ্ট কথা, শুনে তুষ্টা পতিব্রতা, হৃষ্টচিত্ত হইয়া তখন। অল্প অবশিষ্ট নিশি, উঠিয়া দেখিল শশী, অস্তাচল করয়ে গমন॥ দর্শন করিয়া ঊষা, আনন্দিত হইল ঊষা, ঊষার শ্বশুর গেলা দেশে। ছাড়িল কামের জ্বালা, বাঁচে গেল বাণবালা, সখী সঙ্গে চলে পতিপাশে॥ একথা একান্ত মনে, যুবতি যদ্যপি শুনে, নাহি পায় বিচ্ছেদ যন্ত্রণা।

ঘুচিবে বিচ্ছেদ দুঃখ, স্বামী হৈতে পাবে সুখ, রায় বলে যথার্থ মন্ত্রণা ॥

দম্পতির রূপ বর্ণনা।

উষা সঙ্গে উষাপতি বৈসে সিংহাসনে। সখীরা সকলে হয়ে আনন্দিত মনে ॥ পরিচর্য্যা করে নব নব সখীগণ। মঙ্গলা মঙ্গল কর্ম্ম করে আচরণ ॥ হাস্য গীত নৃত্য করে বেড়িয়া দম্পতি। হেনকালে তথায় আইলা ধূমাবতী ॥ দেখিল আশ্চর্য্য রূপ না দেখে এমন। সুচিত্রলেখারে কহে করহ বর্ণন ॥ ধূমার আজ্ঞায় সখী চিত্রলেখা কয়। এরূপে তুলনা দিতে মোর সাধ্য নয় ॥ ধূমা বলে তুমি কর রূপের বর্ণনা। চিরকাল থাকে যেন রূপের ঘোষণা ॥ ধূমারে প্রণাম করি চিত্রলেখা কয়। করিগো বর্ণনা মম সাধ্য যত হয় ॥ অকলঙ্ক শশী ভাসে, মুখ বর্ণাইতে। অকলঙ্ক শশী মসি মুখের সাক্ষাতে ॥ আশ্চর্য্য উষার রূপ অতুলা জগতে। আছিল তুলনা দিতে কিঞ্চিৎ তড়িতে ॥ স্থির যদি হৈত সে বিদ্যুত হে গগণে। তারার উজ্জ্বলা হেন চন্দ্র সন্নিধানে ॥ ষট্‌পদ্ম শরীর মধ্যে থাকে থাকে সাজে। গুহ্যে লিঙ্গে নাভি হৃদে কণ্ঠ ভুরু মাঝে ॥ এতদ্ভিন্ন অন্য পদ্ম বর্ণনা কে করে।

বিধি কৈল পদ্মবন উষার শরীরে॥ হস্ত পদ্মদ্বয় রক্ত পদ্মের প্রমাণ। পাদপদ্মদ্বয় হস্ত পদ্মের সমান॥ নাভি সরোবর পরে পদ্মের আভাস। কুচ পদ্মদ্বয় পদ্মকলিকা প্রকাশ॥ মুখপদ্ম যতেক পদ্মের মধ্যে সার। চক্ষুপদ্মদ্বয় যার সুপদ্ম আকার॥ একেত পদ্মিনী তাহে পদ্মগন্ধ গায়। ষোড়শী ষোড়শ পদ্মে পদ্মারণ্যময়॥ সমূহ পদ্মের বন অপরূপ কিবা। জগন্মোহিনীরূপা পদ্মালয়া নিভা॥ পদ্মবনে কামের নন্দন হয়ে অলি। কখন কুমার হয় কলিতোলা মালি॥ সর্ব্ব অবয়ব যে দেখেছে একবার। অথবা শ্রবণে কথা শুনেছে তাহার॥ পটে কি শ্রবণে শুনে মনে ভেবে দেখে। চক্ষু কর্ণ মনরূপ কুপে ডুবে থাকে॥ কিঞ্চিৎ ভাষায় করি রূপের বর্ণনা। বিবেচনা করিবেন গুণীগণ জনা॥ আকর্ণ পূর্ণিত যুত যুগ ইন্দিবর। নয়ন সিঞ্জিনি ভুরুচাপ তারা শর। অন্য অন্য ধানুকি ধরিয়া ধনুঃ শরে। বাণাঘাত করে পরে বিপক্ষ শরীরে॥ কিমাশ্চর্য্য উষার যুদ্ধের সুসন্ধান। তারা শরে বধ করে সপক্ষের প্রাণ॥ অব্যর্থ সন্ধান বাণ হানে যার মনে। চর্ম্ম বর্ম্ম মর্ম্ম ভেদ করয়ে তৎক্ষণে॥ তিল ফুল জিনি কি বিপুল দীর্ঘ নাশা। যেন শ্রীমতীর সতিন-পুত্রের হাতে আসা॥ আসার আশ্বাসে আছে যত আশাধারী। পৈতৃক ধনেতে

অনিরুদ্ধ অধিকারী ॥ গৃধিনী গঞ্জিত সুরঞ্জিত কর্ণ-ভার। নূতন তরণী অনিরুদ্ধ কর্ণধার। কলানিধি কৈল বিধি উষার অধর। অনিরুদ্ধ চন্দ্রের উপরেতে চকোর ॥ মুক্তাপাতি জিনি কথি দন্তপাতি হার। গাঁথিয়া ব্যাঁভার করে কামের কুমার ॥ চাঁচর চিকুর চয় চমৎকৃত শোভা। পূর্ণশশী অর্দ্ধ গ্রাসী লাগি রাহু আভা ॥ সুকণ্ঠে কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত উষার। কামের কুমার বর কণ্ঠ মণি তার ॥ করি কুম্ভ জিনি কুচ কুম্ভের আকার ॥ করাঙ্কুশাঘাত করে কামের কুমার ॥ করি গণ্ড ভিন্ন হরি সন্তানে না খায়। যে যা চায় সে তা পায় হরিতা ঘটায় ॥ নাভি সরোবর পরে জলক্রীড়া করে। মনমত মথন করে কুমার সুন্দরে ॥ জতুগৃহ দাহে পঞ্চ পাণ্ডব যেমন। হরনেত্রানলে কাম ভস্মত তেমন ॥ হরের মর্য্যাদা রাখি উষার মাজায়। অনঙ্গ ধরিয়া নাম লুকাইয়া রয় ॥ এ মর্ম্ম যে না জানে সে অরসিক জন। সে বলে অনঙ্গ অঙ্গনা দেখি কখন ॥ সুপুত্রের অধিকার স্থাবরাদি ধনে। এই হেতু উষা পতি রতির নন্দনে ॥ নিতম্ব নিগূঢ় ভুমি কামের বসতি। এ হেতু কুমার সে ভুমের অধিপতি ॥ রাজার কুমারী পেলে উপযুক্ত বর। উপযুক্ত কন্যা পেলে কামের কুমার ॥ যাহার যেমন মন তার তেমি ধন। যে যেমন তন্ত্ব করে সে পায় তেমন ॥ সুন্দরী সুন্দর

দোঁহে ভুঞ্জে রতি রস। রসিক রসিকা রসে না হয় বিরস ॥ যে জন রসিক হয় বুঝে রস কথা। অরসিকে রস নিবেদন করা বৃথা ॥ এ রসে বঞ্চিত যেবা থাকয়ে সদাই। ধুমা বলে তাহার মুখেতে দেই ছাই ॥ রায় কয় উচিত কথাটি ধুমা বলে। এ সুখে অসুখী যে তার শোক যায় মলে ॥

দুর্জ্জয় মান।

এই রূপে বার মাস, উষা ভুঞ্জে রতি রস, ছয় ঋতু বিশেষে বিশেষে। উভয়ের হাব ভাব, লাবণ্য কটাক্ষ লাভ, কিছু কিছু বর্ণাইয়া ভাষে ॥ এক দিন দিবা ভাগে, উষাপতি রতিরাগে, কামাতুর হইয়া চতুর। অকালে শৃঙ্গার আশে, উত্তরে উষার বাসে, উনমত্ত কামে চুরচুর ॥ আপন মন্দিরে উষা, আলু-থালু বেশ ভুষা, অতিশয় কাতরা নিদ্রায়। গত নিশি রতিরঙ্গে, রসিক পতির সঙ্গে, রসবতী রতিশ্রান্তা তায় ॥ হয়েছে কামের শান্তি, গিয়াছে মনের ভ্রান্তি, রতি অন্তে শ্মশানান্ত প্রায়। ক্ষুধা ভিন্ন কেবা খায়, অনিদ্রায় কে নিদ্রা যায়, প্রয়োজন হীনে কে কি চায় ॥ অনিরুদ্ধ হেনকালে, এক হাতে তালি দিলে, আপনার গরজ বুঝিয়া। গর্জ্জিয়া উঠিল ধনী, অগ্নি

হারা যেন ফণী, উঠে বৈসে পাশমোড়া দিয়া ॥ অস-
মুখ্যে দিবাভাগে, অপমানি হয়ে রাগে, মনে মনে
রাগের প্রকাশ। ফুটে কিছু নাহি কয়, চক্ষে চক্ষে
নাহি চায়, বহে ঘন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ॥ অকালে
উত্তরা মেঘে, দক্ষিণা পবন বেগে, গর্জ্জে গর্জ্জে নাহি
গরজয়। আরক্ত লোচনদ্বয়, সজল জলদ প্রায়, বর্ষে
বর্ষে নাহি বরষয় ॥ পূর্ব্বার্দ্ধ খেদের ভাগ, পুর্ব্বার্দ্ধ
মিশায়ে রাগ, সুদুর্জ্জয় মানের সৃজন। বসিল ফিরায়ে
মুখ, সুমুখী হইল মূক, নখে ভূমি করে বিলেখন ॥
তেজি মণি হেমহার, অঙ্গে ধূলী অলঙ্কার, স্বম্পা স্বরে
হুহুঙ্কার দিয়া। এক দৃষ্টে অনিমিকে, নিস্পন্দা হইয়া
থাকে, থাকে থাকে উঠে চমকিয়া ॥ উষা কুলজা
মানিনী, মানিনীর শিরোমণি, দুর্জ্জয় মানিনী হয়ে
বসে। ভাব দেখি অনিরুদ্ধ, অতিশয় অপরুদ্ধ,
দাঁড়াইল মানিনীর পাশে ॥ গলে বস্ত্র বদ্ধ করে,
ঝর ঝর আঁখি ঝরে, থর থর শরীর কাঁপয়।
উরু উরু করে প্রাণ, দুরু দুরু হইল মন, গুরু গুরু
করয়ে হৃদয় ॥ ধরে ধরে যেন পায়, সরে সরে
সরে যায়, করে করে বিনয় না করে। পুনঃ পুনঃ
এইমত, মনে মনে করে কত, কি করিলে কিবা
হবে পরে ॥ হরিণ বণ্যায় যথা, অনিরুদ্ধ হেন প্রথা,
কুলজার মান সরোবরে। না জানে সাঁতার ধীর,

সরোবর সুগভীর, ভেবে স্থির না করিতে পারে ॥ ঊষার মানের ঊর্ম্মী, নিশ্বাস প্রশ্বাস ভ্রমি, সরোবর জলধির প্রায়। মানের তরঙ্গ নীর, দেখিয়া চিন্তিত ধীর, তরণী সম্ভব নাহি তায় ॥ আছিল কপাট পাশে, মঙ্গলা তরণী বসে, হাসিয়া উঠিল কাব্য দেখি। রায় কয় হেনকালে, দৈবে ঘটাইয়া দিলে, সুতরণী সুমঙ্গলা সখী ॥

দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ।

ধীরে ধীরে ধীরের নিকটে সুমঙ্গলা। আসিয়া ভৎসিয়া কহে নানা জাতি ছলা ॥ তুমিত কুমার নানা বিদ্যাতে পণ্ডিত। নানা কাব্য জান নানা সুরসে মণ্ডিত ॥ রাজনীতি ধর্ম্ম শাস্ত্র না পড় আপনে। ধর্ম্মা ধর্ম্ম কর্ম্মা কর্ম্ম না দেখ কখনে ॥ সভাসদ নহ নাহি জান কামাচার। আচারে বিচারে মুখ ব্যাভারে গোয়ার ॥ একেত দক্ষিণ দেশী বিবেচনা হীন। বড়র সন্তান বট নিজে অপ্রবীণ ॥ অধৈর্য্য আপনি অনিবার্য্য কামাচারে। অনীতজ্ঞ তাহাতে অপ্রজ্ঞ ব্যবহারে ॥ অবিধয়ে কর্ম্ম করে অবিজ্ঞ যেমন। কাঙ্গালেরে যেমত শাকের ক্ষেত দেখান ॥ কামী পুরোহিত যদি হোতৃ কর্ম্মে থাকে। কার্য্য কালে ধার্য্য হীন

আজ্ঞা পড়ে ফাঁকে।। কর্ম্ম নষ্ট করে ধর্ম্ম নষ্ট হয় তার। পণ্ডিত হইয়া কৈলা মূর্খের আচার।। উষা কুলে পূর্ব্বে দিতী কশ্যপ সংহতি। একবার দিবা-ভাগে ভুঞ্জেছিলা রতি।। অসুর প্রসব হইলা নামে হিরণ্যাক্ষ। মহা বলবান বীর যুদ্ধশাস্ত্রে দক্ষ।। ভূমিষ্ট হইবা মাত্র যুদ্ধ করিবারে। প্রতি যোদ্ধা তত্ত্ব করি তিনলোক ফিরে।। দেব কি গন্ধর্ব্ব কিবা রাক্ষস কিন্নর। হিরণ্যাক্ষ দেখি সবে পলায় সত্বর।। প্রতি যোদ্ধা ত্রিলোকী মধ্যেতে নাহি পায়। বাম হস্তে পৃথিবী তুলিয়া লয়ে যায়।। কারণ বারির মধ্যে রাখে লুকাইয়া। শোকাকুল ব্রহ্মা ফিরে কান্দিয়া কান্দিয়া।। ব্রহ্মার ক্রন্দনে ব্যস্ত ভাবিয়া অসার। শূকর হইলা পিতামহ সে তোমার।। পুনঃ যদি হেন হয় উষার উদরে। পিতামহ তোমার শূকর হবে ফিরে। তুমি জান এ কর্ম্ম কেবল তৎপরা। আগে দুঃখ পিছে সুখ যেন শাঁখা পরা।। তাহা নহে বিপ-রীত কর্ম্ম আঁটা আঁটি। উত্তোলন ভাতে কাঠি তবে জালে ভাটী।। সঙ্গোপন সাহসী সহিষ্ণু হতে হয়। সুধীর সুবুদ্ধি বীর স্বচ্ছনীর প্রায়।। গুণ জ্ঞান মহা মন্ত্র মহৌষধী চাই। মহানিশি সুদীম সুভক্ষ যদি পাই।। যেমত চণ্ডাল শবে বৈসে সাধুজন। সিদ্ধ মন্ত্র জপ করে সিদ্ধির কারণ।। এইরূপ হৈলে এ সাধন করা

হয়। বিনা মন্ত্রে গোঁয়ারের সাপ ধরা নয়॥ তুমি নব্য সাপুড়িয়া মন্ত্র নাহি জান। বিনা মন্ত্রে সাপ ধর কসের কারণ॥ ঘুমান্ত বাঘিনী গর্ত্তে কেন দিলে কাঠি। বর মনে ভাবে এ কথাটী পরিপাটি॥ জানত পণ্ডিতা বাণরাজার দুহিতা। রূপে গুণে রীতে নীতে ব্রহ্মাণ্ডে পূজিতা॥ পুরুষাদি ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র ছাড়া কর্ম্ম। না করে কখন এ ঘরের এই মর্ম্ম॥ বাণের জনক বলি মহা বলি রাজা। সুধর্ম্ম শাসন সুপালন করে প্রজা॥ ব্রহ্মাণ্ড করিয়া দান পাতালে প্রবেশ পিতামহ তোমার জানেন সবিশেষ॥ কিছু কহি তোমার গোষ্ঠির পরিচয়। অকর্ম্মেতে তোমার গোষ্ঠির নাহি ভয়॥ চুরি করে বিভা করা আদ্যো-পান্ত রীত। তোমার বংশেতে আছে প্রসিদ্ধ বিদিত॥ পিতামহ তোমার জানেন এ বিশেষ। জিজ্ঞাসিলে জানিতে পারিবে সবিশেষ॥ গো হত্যা হয়েছে বৎসা-সুরেরে মারিয়া। স্ত্রীহত্যা হয়েছে দেখ পুতনা বধিয়া॥ অর্জ্জুনে মন্ত্রণা দিয়ে দ্রোণাচার্য্য বধ। ব্রহ্ম হত্যা হৈল দেখ পাকত প্রমাদ॥ মাতুল কংসেরে হত্যা করিয়া আপনি। বিনা অপরাধে ছাড়ি যশোদা জননী॥ কুবুজারে পাটরাণী করি মথুরায়। ভুলে গেলা রাজ ভোলে শ্রীমতী রাধায়॥ গোপ অন্ন চিরকাল করিয়া ভোজন। নবনীত চুরি করি করিয়া ভক্ষণ॥ ব্রজাঙ্গনা

গণের করিয়া চুরি প্রাণ। ব্রজবালকেরে হানি বিচ্ছেদের বাণ॥ তোমার গোষ্ঠির যত আছে জানি দয়া। রাক্ষসের অধিক করিতে পার মায়া॥ কি জানি ঠাকুরঝির কি আছে কপালে। সেই রূপ দশা বুঝি তোমা দিয়া ফলে॥ এ কথা না আমি কহি বুঝিবা আপনি। কহিতে হইল ঠাকুর্ঝিয়ের জবানি॥ দেবতার আদ্য কৈলে দেব হন তুষ্ট॥ মনুষ্যের স্বরূপ কহিলে হয় রুষ্ট॥ সুমঙ্গলা ভাবে বর দেবতা সন্তান। অপ্রিয় স্বরূপে না ভাবিবে অপমান॥ যথার্থ প্রত্যয় আজি হইল নিশ্চয়॥ সুমঙ্গলা বুঝালে উষারে ইশারায়॥ উত্তরদেশীয় নারী ঠারের ভাষায়। মঙ্গলা উষার স্নানানলে জল দেয়॥ অতি শব্দ নিষিদ্ধ হয়েছে বারেবার। অতি দানে বদ্ধ পিতামহ সে তোমার॥ অতি মানে কুরুবংশ সবংশে নিপাত। অতি রূপবতী সীতায় হইল বজ্রাঘাত॥ সকল জানিবা মাত্র অত্যন্ত গর্হিত। দেখিও না হয় যেন হিতে বিপরীত॥ সুমঙ্গলা সখী ভাষে নারীর ভাষায়। কস্তমালাই কি মযেতে যেন কয়॥ উভয়েতে বলা কওয়া ঠারে যত করে। অনিরুদ্ধ ভাবে গালি দিতেছে আমারে॥ চোরের মতন বর ফ্যাল ফ্যাল চায়। দেখিয়া উষার হৃদে দয়া উপজায় উষার দেখিল দয়া অনিরুদ্ধ প্রতি। সখী ঠারে নিবেদয়ে মঙ্গলা

যুবতী ॥ বুদ্ধিমতি তুমি মহারাজার নন্দিনী ॥ বড়র ঘরণী ধনী ধরণী বন্দিনী ॥ কত পুণ্যে হেন কন্যা পেটে ধরে রাণী। রমণীর শিরোমণি ভুবন মোহিনী ॥ তোমার উচিত নহে বিপরীত মান। সতী হয়ে স্বামীকে কে করে অপমান ॥ এ শাস্ত্র সম্মত নহে অশাস্ত্র প্রমাণ। অপ্রশস্থ প্রশস্থ করিতে অপ্রমাণ ॥ দুরস্থ তটস্থ জনে মান অবিধান। গৃহস্থে গৃহিণী মানী এ কোন বিধান ॥ লঘু অপরাধে কর গুরু অভিমান ॥ উলটিয়া খায় যদি ভুজঙ্গ সমান ॥ এমনি মানিনী হয়ে শ্রীরাধা সুন্দরী। বসিয়া আ-ছিল সে দুর্জ্জয় মান করি ॥ কত দুঃখ পেলে কৃষ্ণ মান ভাঙ্গিবারে। এ হেতু মথুরা হৈতে না আইল ফিরে ॥ কালিয়ার বংশের অংশত এ কুমার। বড় সাপ হৈতে ছোট সাপে চমৎকার ॥ ডেঁপোরু রিযের কেহ না পায় উদ্দিশ। মন্ত্র মহৌষধিতে না মানে সেই বিষ ॥ অতএব আমি এই নিবেদন করি। পতি প্রতি অভিমান ত্যজহ সুন্দরী ॥ উষা কর মান ভাঙ্গা অতি বড় দারুণ মান কি কখন ভাঙ্গে অন্যের কথায় ॥ যে সর্পের বিষ সেই সর্পে যদি তুলে। তবে যদি রোগী বাঁচে ভাগ্য পুণ্য ফলে ॥ সখী ঠারে সখীরে কহিলা উষা বাণী। অনিরুদ্ধ ঠার কথা না বুঝে আপনি ॥ শব্দ শুনে বুঝে মাত্র উষার

আশ্বাস। মৃত্যু শরীরেতে যেন পেলে জীবন্যাস ॥ ভাবে বুঝি নিজ পক্ষে হইল ভাল কথা। হেন কি আমার ভাগ্যে করিবে বিধাতা ॥ কথা নাহি ছিল যদি দিয়া থাকে গালি। আজি যদি নাহি হয় হবে তবে কালি ॥ মনে মনে তোলা পাড়া উষাপতি করে। মঙ্গলা ইসারা করি উঠায় কুমারে ॥ বাহিরে লইয়া বলে শুন মহাশয়। বিপরীত মান এ কদাচ ভঙ্গ হয় ॥ আমার অসাধ্য মান ভাঙ্গিবারে নারি। আপনি ভাঙ্গহ মান উপদেশ করি ॥ দন্তে তৃণ কর গলে বস্ত্র দিয়া যাও। পিতামহ মত সতী পদানত হও ॥ সুরস কথায় সে রসের কথা কয়ে। মান ভঙ্গ কর গিয়া কান্দিয়ে কান্দিয়ে ॥ রায় কয় উপযুক্ত কৈল ভাল সখী। কি করে ভাঙ্গয়ে মান বৈসে কাব্য দেখি ॥

মানভঙ্গ।

মঙ্গলার স্থানে, উপদেশ জানে, নাগর চলিয়া যায়।
দন্তে তৃণ লয়ে, গলে বস্ত্র দিয়ে, উষার নিকটে রয় ॥
কহে দয়া কর, মান পরিহর, গলে তুলে পর হার।
বান্ধ কেশ পাশ, পর বরবাস, বাসে বৈসে দেহ বার ॥
শরীর মার্জ্জন, মানের বর্জ্জন, করিয়া করহ দয়া।
আমি তব দাস, আছি তব পাশ, মোরে দেহ পদছায়া ॥

শুন অবধান, মানে কর মান, এবে এ বিধান কর।
ভিক্ষা দিয়া মান, রাখহ সম্মান, মানিনী মান সম্বর॥
আমি অনুগত, আছি ভৃত্য মত, প্রেম পথ নিরখিয়া।
প্রেমের বাজার, পুনঃ ফিরে কর, কেনা বেচা করিগিয়া॥
প্রেমের বাণিজ্য, যথার্থ সুন্যায্য, যুবতীজনার পেষা।
এতে নাহি লজ্জা, পুনঃ প্রেমসজ্জা, পাত শতরঞ্চ পাশা॥
বাজি রাখি প্রাণ, তুমি ফেল দান, হারায়ে এ প্রাণ লও। যদি নাহি হারি, জিতে পেতে পারি, মোরে ফিরে কিবা দেও॥ নাগরের দশা, দেখিয়া যে উষা, কাতরা হইয়া অতি। বিপরীত মান, গেল হৈল জ্ঞান, সম্মান করয়ে সতী॥ কথা না কহিয়া, ঈষদ হাসিয়া, মুখ ফিরাইয়া বৈসে। মনে করে হেন, তেজেছি যে মান, এ ভাব বুঝিবে কিসে॥ ফিরে মনে করে, কি দিব নাগরে, প্রাণ হৈতে কিবা আছে। প্রাণ দিলে শোধ, না হইবে বোধ, প্রাণ কি প্রাণের কাছে॥ সহিত পরাণ, পূর্ব্বদিগ দান, করিয়া ফিরালে মুখ। এ ভাব নাগরে, বুঝিতে না পারে, পেয়ে মনে মর্ম্ম দুঃখ॥ কর্ণাট যেমন, দিগ করে দান, স্বযশ বর্ণন শুনে। সুস্পষ্ট প্রকাশে, ফিরে ফিরে বসে, কালিদাস অনুমানে॥ বুঝি সুবর্ণনা, আমার রচনা, রাজার মনে না ধরে। পুনঃ কবিবর, ভাব করি তার, ফিরায়ে রচনা করে॥ পুনঃ পুনঃ পুনঃ, উষা মানে

যেন, উষাপতি পায়ে ভয়। উষার আভাষ, না পেয়ে প্রকাশ, অনিরুদ্ধ ফিরে কয়॥ চিন্তা করে মনে, এ মান কেমনে, ভাঙ্গিতে পারি না পারি। দেখি চেষ্টা করে, যদি পারি ফিরে, হরি হরি হরি স্মরি॥ শ্রীরাধার হেন, সুদুর্জ্জয় মান, পিতামহ ভেঙ্গে ছিলে। আমি বংশে তাঁর, অতি কুলাঙ্গার, অকৃতি কুশল ছেলে॥ মোরে দয়া করে, যদ্যপি উষারে, পিতা হানে পঞ্চবাণ। তাতে ভয় হয়, উষা শিব প্রায়, মোরে করে পিতৃ হীন॥ যে দেখি অভদ্র, মানের সমুদ্র, দুর্জ্জয় তরঙ্গময়। না দেখি তরণী, যে করে তারিণী, আমি কাতর তনয়॥ কৃপা করি যদি, লোপামুদ্রা পতি, শ্রীঅগস্ত্য মুনিবর। মান জল-নিধি, গণ্ডূষেতে যদি, পান করে পুনর্ব্বার॥ মান নীর ধীর, শুষ্ক হবে নীর, মানে হবে অপমান। তবে যে সম্প্রতি, মোর হবে গতি, যাবে মানিনীর মান॥ শুনিয়া বক্তৃতা, উষা উৎকণ্ঠিতা, আনচান করে মন। মনের সহিতে, হৈল উত্তর দিতে, উষার হৈল বিধান॥ তখনি যুবতী, পাশে রাখে পতি, বৈসে পশ্চিমাস্য হয়ে। দেখিয়া নাগর, গুণের সাগর, কহিছে মস্ত ফিরায়ে॥ এতে যদি মান, না হৈল ভঞ্জন, অন্য চেষ্টা করে দেখি। শরীর পতন, কি মন্ত্র সাধন, যাবত বাঁচিয়া থাকি॥ পুনঃ গেল ধীর, নস্ত করি শির, গলে

বস্ত্র করপুটে। উষার গোচরে, দাঁড়াইল ফিরে, দৃষ্টি পাত করে হেটে॥ সুন্দরীর প্রাণ, হয়েছে যেমন, সুন্দর তা না বুঝয়। উষা অভিপ্রায়, না বুঝিয়া তায়, আপগর্জ্জি সম কয়॥ শুনহ রূপসী, প্রেমের প্রিয়সী, সুপ্রেম সুপ্রকাশিলা। প্রেমবিলাসিনী, হইয়া প্রেমিনী, প্রেম পথে কাঁটা দিলা॥ নিজ হস্ত দিয়া, বিষ বৃক্ষ রুয়া, আপনি কাটিতে মানা। কৃতঘ্ন সে হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়, করে দেখ বিবেচনা॥ পদানত জন, যে করে বর্জ্জন, তার কিবা হবে ফল। তুমিত পণ্ডিতা, আছহ বিদিতা, তোমার মত প্রবল॥ এতেক বিনয়, কথা নাহি কয়, নাগর পাইয়া ভয়। মান জলধির, মথি-বারে নীর, কৃষ্ণের স্মরণ লয়॥ তুমি পিতামহ, মোরে করে স্নেহ, পূর্ব্বমত কর ফিরে। দেবাসুরে আন, করহ মন্থন, মান জলনিধি নীরে॥ মন্থনের শেষে, রাগ রূপ বিষে, উঠায়ে দেও হে হরে। পুনঃ হে শ্রীহরি, শ্রীশ্রীসুন্দরী, উঠিবে তোমার তরে॥ সুধা রস চয়, পাবে অতিশয়, অমরগণকে দিয়ে। কল্প বৃক্ষ লয়ে, মোরে যাও দিয়ে, আমি মান লই চেয়ে॥ লৈলে উষা মান, পাবহে সম্মান, যাবে অপমান দূরে। যাবে মান মায়া, হইয়া সদয়া, দয়া করিবেন ফিরে॥ উষা মনে ভাবে, আর বা কি হবে, নাগর রসের চূড়া। সত্য সেই বটে, ইতিহাসে রটে, নাড়া দিলে পড়ে

চূড়া ॥ অহঙ্কার যত, দুর্বুদ্ধি সহিত, পশ্চিম দিগে মিশিয়া। ধীরে ভিক্ষা দান, দিয়া ধীরা মান, ত্যজি উঠিল হাসিয়া ॥ পুনঃ ভাবে মনে, দান দিলা মেনে, দানের দক্ষিণা চাই। দক্ষিণাস্থ হয়ে, রহিল বসিয়ে, দক্ষিণাস্ত করে যাই ॥ শুনি কাব্য রস, উষা হৈল বশ, সুন্দর ভাবয়ে মনে। সুস্পষ্ট এ কাব্য, করিলে অভব্য, বলিবে সুভব্য জনে ॥ শ্রীচণ্ডী চরণ, করিতে রচন, অভিপ্রায় স্পষ্ট রসে। কিছু স্পষ্ট রস, করিয়া বিশেষ, এই হেতু রায় ভাষে ॥

ছিছি নাগর বুঝিনু তোমায়।
তুমি যত প্রেমে পটু হইল নিশ্চয়।
না বুঝে যে নারীর ভাব তার প্রেম কি হয় ॥

উষা সে ঠেকেছে লাজে, অনিরুদ্ধ কাজে কাজে, বুঝিয়া বক্তৃতা করে কয়। বুঝেছি হয়েছে ঘাটি, সাজা দেহ আঁটা আঁটি, কহি যাহা বুঝ অভিপ্রায় ॥ রাজকন্যা কর দণ্ড, যথোচিত লণ্ড ভণ্ড, উপযুক্ত সাজা দেহ ত্বরা। তব কাম কারাগারে, আমারে কীলক মারে, বন্দি করি রাখ বন্দি পারা ॥ সুবাহু মৃণাল পাশে, বন্ধন করিয়া কসে, পদ্ম হস্তে ধরিয়া চিকুরে। আপনি ধরিয়া বলে, অমনি অবনীতলে, পাড়িয়া

করহ শাস্তি ফিরে।। সুমেরু পর্ব্বতোপম, তব হৃদি যম সম, মোর হৃদে চাপাইয়া দিয়া। দেখিবা তখন রঙ্গ, সুমেরু পর্ব্বত শৃঙ্গ, হৃদে মোর বসিবে বিঁধিয়া। আপন দর্শন দিয়ে, আমার রসনা লয়ে, স্বর স্বর করহ কাটিয়া। আগেতে করেছি জোর, পাছে শাস্তি দিবা মোর, আমি যাব আপনি ঘাটিয়া।। কর্ম্ম গুণে ফলাফল, তাহাতে কি সাজে ছল, শাস্তি দিতে স্বস্তি দিলাম আমি। আমারে করিয়া শাস্তি, তোমার হইবে খ্যাতি, রথের উপরে তত্রী তুমি।। যে করে অহিত কর্ম্ম, তারে বিপরীত ধর্ম্ম, করিলে রাগীর মর্ম্ম রয়।। আমি হয়ে থাকি হাদ, দাদের তোলহ দাদ, দাদির পরাণে সব সয়।। কে আছে আমার হেথা, মোর হয়ে কহ কথা, সকলে তোমার আজ্ঞাকারী। কপালেতে থাকে যেই, অবশ্য ঘটালে সেই, পরের কি দোষ দিতে পারি।। ষষ্ঠী বাসরেতে বিধি, লিখে-ছিল সাজা যদি, কুষ্ঠীগণকেতে গেল ভুলি। ভবিতব্য বটে মূল, গণকের স্থূল ভুল, সাজা হৈল অকলঙ্ক কুলে। কান্দিয়া নাগর কয়, সাজা দিতে বড় ভয়, নাহি জানি কি আছে কপালে।। সকলি কপালে করে, কি করিব ভয় করে, তাহা হবে যাহা থাকে ভালে।। শুনিয়া মধুর ভাষ, উষার না রহে হাস্য, হাসিয়া কহিছে মঙ্গলারে। যাহার স্বভাব দোষ,

তাহাতে না হয় দোষ, বুঝেছি তা বুঝাও বরেরে ॥ মঙ্গলা হাসিয়া কয়, শুন বর মহাশয়, তুমিত ি ের চূড়ামণি। কে আছে এমন নেকা, না করিয়া লেখা জোখা, এ কার্য্য করিবে কোন ধনী ॥ রসিক রসের গুড়া, তুমি রসিকের চূড়া, রসিকা আপনি রসবতী। তুমি জান তাঁর মর্ম্ম, সে জানে তোমার কর্ম্ম, হয় হউক বিপরীত রতি ॥ নিষেধ না বিধি দেই, আজ বোজ হয়ে রই, যার কর্ম্ম তারে ভাল সাজে। আপন বুঝিয়া কার্য্য, আপনি করিবে ধার্য্য, এ কর্ম্ম কি বুঝে আজ বোজে ॥ তবে এক কথা কই, উভয়েতে দেও সউ, সুমধ্যস্থ হইয়া আপনি। আমি দেই চুকাইয়া, বর বামে বসাইয়া, বসিবে আপনি উষা ধনী ॥ সবিতরি প্রকাশিলে, কুমুদি মানিনী হলে, আদ্যোপান্ত দেখি বরাবরি। অস্ত গেলে দিনমণি, অমানিনী কুমুদিনী, হাসে উঠে মান পরিহরি ॥ এই সে প্রকৃত প্রথা, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা, বুঝে দেখ রসিকা রসিক। রায় কয় হায় হায়, এ কথা যে না বুঝয়, সে প্রেমীকে ধিক ধিক ধিক ॥

নিভাইল রসরাজ মানের আগুন। মান ভঙ্গ হৈল রঙ্গ বাড়িল দ্বিগুণ ॥ সুন্দরীর করে ধরি মঙ্গলা সুন্দরী। সুন্দরের নিকটে সুন্দরের সুন্দরী ॥ বসা-

হইল হেন যেন সুস্থির তড়িত। মরকত মণি যেন হেমেতে জড়িত॥ হইল আশ্চর্য্য বড় অপরূপ রূপ। অনুপমা বামা বামে বর রূপ কূপ॥ ডাকিয়া সকল সখী মঙ্গলা দেখায়। কালে কোক কুলবধূ শোক সে নিভায়॥ উষার হইল চক্ষু লজ্জা অতিশয়। নাথের সম্মুখে মুখ তুলিয়া না চায়॥ বিধুমুখ অধোমুখ মুখের সমান। গুমরে গুমরে মরে আকুল পরাণ॥ মনে করে কিছু স্তব করিব নাথেরে। করি করি করে কথা কহিতে না পারে॥ ঠেকিল বিষম দায় লজ্জা হৈল কাল। মিলন হইতে আগে মান ছিল ভাল॥ অধোমুখে কদম্ব মুকুলে দৃষ্টিপাত। করিয়া করিছে ধনী হৃদে করাঘাত॥ এ আভায় বুঝিয়া উষার প্রাণপতি। সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করি কহে উষা প্রতি॥ না ভাবিয়া কর্ম্ম করে তিলে কর তাল। উচিত আছিল না করিয়া ভারা ভাল॥ আমিত নির্লজ্জ মোরে লজ্জা দেহ দান। আমার শরীরে বিঠ চন্দনে সমান॥ পুরুষের পরাণে সহেত বহু দুঃখ। সুখের রূপতী নারী তত্ত্ব করে সুখ॥ নিমের সময় হাক থুথু করে ফেলে। গুড়ের সময় ঢক্ ঢক্ করে গেলে॥ নাগরের বাক্য শুনি কহিছে নাগরী। ইহার উত্তর দিতে এখন না পারি। উত্তর যে দিবে সে গিয়াছে মোরে ছেড়ে। পূর্ব্বমতানুত্তরা দাসী আছে পড়ে॥ পুনঃ পুনঃ

কাটা ঘায়ে লবণ প্রদান। ঠাকুরে দাসীর প্রতি করা অবিধান ।। এই রূপ বচা বচি করে দুই জন। মঙ্গলা পাতায় সে পাশার আয়োজন। নব সখী মিলিয়া বসিল চারিভিতে। হরষিত সুন্দর সুন্দরী হরষিতে ।। উভয়ের মনস্তাপ ঘুচিল তখন। এই মান এই হাসি এ আর কেমন ।। সখী সুলক্ষণা কহে হেন নাহি শুনি। পিরিতের হেন দশা আগে নাহি জানি ।। রাগ দেখি বিরাগী না হইল সুন্দরে। বিবেকে বিবেক দিয়া অনুরাগ ফিরে। পিরিতের কি রীতি এ বিপরীত মায়া। কিছু নাহি থাকে মনে কেমনি বেহায়া ।। সেই যেন নহে এই কাছে থাকে বৈসে। ঢুলিয়া পড়িয়া গায় কথা কহে হেসে। যার পেটে না পড়েছে পিরিতের জল। রায় কয় সে জানে কি পিরিতের ফল ।।

পাশাখেলা।

বর সঙ্গে রঙ্গে রঙ্গ খেলিছে রঙ্গিণী। রঙ্গ ভঙ্গ করে রঙ্গিণী সঙ্গিনী ।। অনিরুদ্ধ ফেলে পাশা পড়ে পোয়াবার। সঙ্গিনী সকলে কয় এগার দুই তের ।। ছয় দুই আট যদি ফেলয়ে সুন্দরী। আটেতে আঠার বলে হাঁকে সহচরী ।। একেত সে ষবা পাশা চিনে

তারা ঢাল। সখীরা গণতা করে বলে ভাল ভাল ॥ নাগর যদ্যপি মারে আড়ি দিয়া পাশা। সখী বলে পড়ে পাশা তবে জিতে চাসা ॥ এইরূপ খেলে পাশা নাগর নাগরী। প্রধানা মধ্যস্থা সুমঙ্গলা সহচরী ॥ বরের হইয়া কথা কহে সুমঙ্গলা। ভয় কি নাগর এত আপসের খেলা ॥ হারিলে জিতিলে হয় উভয়ে সমান। এখন কি বলা যায় ফেল দিকি দান ॥ সতের উত্তম দান ফেলে উষানাথ। সখীরা সকলে হাকে পাচ ছুই সাত ॥ বিপত্তি ঘটিল দান একে ডাকে আর। অনিরুদ্ধ ভাবে পাশা জিতা হৈল ভার ॥ অন্যায় দেখিয়া ভাবে অনঙ্গের সুত। দশচক্রে হৈল যেন ভগবান ভূত ॥ যে দিগে তাকায় দেখে সখীগণ হাসে। পাশায় হারিলা প্রভু সুমঙ্গলা ভাষে ॥ অনিরুদ্ধ অপরুদ্ধ সখীর সভায়। সখীরা সকলে মেলি করতালি দেয় ॥ অনিরুদ্ধ কহে শুন সুমঙ্গলা সখি। আপনার সুমঙ্গল আপনি ভাল দেখি ॥ আপনি খেলেছি পাশা সখীর সভায়। আমি হারি হারিলাম তার নাহি দায় ॥ নারীর সহিত পাশা খেলিবার রীতি। জিতিলে হারিতে হয় হারিলে সে জিতি ॥ ঠাকুর্ঝি তোমারত আপন বোলে বোল। সর্ব্বদা টানিয়া লয় আপন কোলে ঝোল ॥ আত্ম সুখ পরের বৈরাগ্য তুষ্টা বড়। পর কার্য্য হয় না স্ব

নিজ কার্য্যে দড় ॥ ধুবীর কাটুক কি ফুটুক নাহি দায়। স্বকার্য্য উদ্ধার আপনার হৈলে হয় ॥ তিন কড়ায় গণ্ডা হয় পরের সময়। আপনার গণ্ডা পাচ কড়ায় গণয় ॥ তার সাক্ষী দেখিলেত সুদুর্জ্জয় মান। হইয়া সুখের ভাগী পরে অপমান ॥ যদি কহ অস্বেচ্ছার কর্ম্মে হয় দুঃখ। কাণে কাঠি দিলে কি কাঠির হয় সুখ ॥ যে খাবে না তারে যদি ধরিয়া খাওয়ায়। চিনি কি বদনে দিলে তিক্ত রস পায় ॥ আনিলা আমারে হেথা দেখিয়া স্বপনে। স্বপ্ন না দেখাই আমি উষা বিদ্যমানে ॥ সাধিলা আপন কর্ম্ম আপনার মতে। পূর্ব্বে কি আমার হেন মতি ছিল তাতে ॥ সুমঙ্গলা কর দুই পক্ষে বিবেচনা। অস্বেচ্ছায় কর্ম্ম আগে করে কোন জনা ॥ যে হউক সে হউক আমি রুষ্ট নহি তাতে। কোন মতে বজায় থাকু ক পাতে পাতে ॥ না করে ঈশ্বর যেন হারায়ে হারাই। আপনি হারিলে সে হারান ধন পাই ॥ এই বলে এই বাঘ বুঝিনু এখন। বুঝিয়া করিব কার্য্য যখন যেমন ॥ রায় বলে পিরিতের এই বটে রীতি। ইহার অন্যথা কৈলে হিতে বিপরীত ॥

সঙ্গীত।

হাস্য পরিহাস্য করি, সবিতরি পরিহরি, বিভাবরী প্রদোষ সময়ে। সন্ধ্যা করি জলপান, করিয়া করয়ে গান, সখীরা সকলে মুগ্ধ হয়ে॥ ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে, ছয় রাগ মিলি রঙ্গে, সারিগম পদাদি সাধিয়া। লয় তাল তান মান, যথার্থ মিলায়ে গান, গান করে যন্ত্র মিলাইয়া॥ স্বর ব্রহ্ম যার কাণে, প্রবেশ মিলায়ে গানে, নাহি থাকে তার বাহ্য জ্ঞান। ব্রহ্মা আদি দেবে মুগ্ধ, শ্রীহরি হইয়া স্তব্ধ, সদাশিব মুখে শুনি গান॥ দ্রব হৈলা ভগবান, সেই দ্রব গঙ্গা হন, গঙ্গাধর ধরিলেন শিরে। গানের এমনি শক্তি, গান হৈতে হয় মুক্তি, মুক্তিমতি রাক্ষসীর নীরে॥ শ্রীবাল্মীকি আদি করি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী হরি, রচে গঙ্গা স্তব মুক্তি বাণী। স্বরে করে স্তব পাঠ, স্বর ব্রহ্ম ব্রহ্ম নাট, স্বর ব্রহ্ম তরিতে তরণী॥ গান শাস্ত্রে আর শুনি, আপন মুখেতে বাণী, প্রতিজ্ঞা করিলা দুটি কথা। শাস্ত্র মধ্যে সারাৎসার, মোর দুটি পয়োধর, কাব্য সঙ্গীত শাস্ত্র প্রথা॥ কাব্য রসে রুচি গীত, যুবকের মনোনীত, বাল বৃদ্ধ যুবতী সম্মত। নাগরের শুনি গান, উষা হৈল হতজ্ঞান, সখীরা সকলে বুদ্ধি হত॥ হেনকালে ধূমাবতী, এসে দেখা দিল তথি, যথায় নাগর করে গান। গান ভঙ্গ করি ধীর, আপনি

হইয়া স্থির, ঠাকুঝিরে করয়ে সম্মান ॥ আইস আইস বৈস সখী, বহুকাল পরে দেখি, আমারে কি ভুলেছ আপনি। কেবা মোর আর আছে, আমি থাকি কার কাছে, মনে বুঝে দেখহ সজনী ॥ সোণা ফেলে কে আঁচলে, কবে গিরা দেয় ভুলে, ধূমা বলে নাগরের তরে। নাগর কহিলা নঠ, ইক্ষু হৈতে সুন্দর মিঠ, হেন কি কখন হতে পারে ॥ কেন কৈলা হেন কথা, খাইয়া আমার মাথা, উষা শুনে কি বলিবে মোরে। আমার শরল মন, আমি পিরিতের ধন, না বুঝিলে নবীন কিশোর ॥ সুপারি নহে যে কেটে, দেখাইব বুক ফেটে, তবে সে বুঝিতে মোর ভাব। তা এখন নাহি পারি, তাহাতে যদ্যপি মরি, তোমা ধনে কারে দিয়া যাব ॥ মরিলে কি আর হেন, তোমা হেন পাব ধন, বৃথা কেন জীবন ত্যজিব। তুমিত হারাণ নিধি, দৈবে যদি দিলা বিধি, পাওয়া নিধি কেন হারাইব ॥ ধূমাতে ধীরেতে কথা, কথায় বেরয় লতা, লতা পাতা পুষ্প ফলে গাঁথা। লতে পাতে ছায়া দান, পুষ্পে দেয় মধু ঘ্রাণ, যেবা পায় সেই সত্য শ্রোতা ॥ কলত ফলের রস, যেবা খায় হয় বশ, বশীভূত সে হয় তৎক্ষণ। অরসিকে রস কথা, নিবেদন করা বৃথা, বধিরান্ধে শুনান দেখান ॥ ধূমা কয় এই বটে, রস নাহি যেই ঘটে, সেই কি করিবে বিবেচনা। সংস্কৃত

চ্যুত ফল, ভাষায় করয়ে ছল, আছে যাঁর বলে কত জনা ॥

গর্ব্ভধারণ।

ধুমা গেলা ঘরে ধীরেরে ভুষিয়া। সখীরা চৈতন্য পাইয়া হাসিয়া ॥ কহে সুলক্ষণা মৃগাঙ্ক যে মতি। রাহু ছেড়ে গেলে পায় অব্যাহতি ॥ আপনার মত দেখিত তেমনি। কর মুক্তি স্নান নাগর আপনি ॥ ঊষা বলে ধুমা হৈল বড় পাপ। সুখ কালে দিলে হৃদেতে তাপ ॥ বুড়চেঙ্গে থোপা নাহি দিলে নয়। ইহাতে দিদিকে সন্দেহ যে হয় ॥ সুমঙ্গলা বলে মনের বিকার। যত বাড়াইবা বাড়িবে অপার ॥ মন স্থির করি করহ স্বকাম। কামের কামনায় করহ বিশ্রাম ॥ নাগর সগর বগর করয়। দেখিয়া মঙ্গলা বুঝিতে পারয় ॥ নাগরীর মন উচাটন হয়। জগ্জন স্বেচ্ছুক উভয়ে উভয় ॥ দেখিয়া সখীরা বুঝে অভি-প্রায়। সবে নিজ নিজ নিকেতনে যায় ॥ শুভ দিন শুভক্ষণ সুসংযোগ। ঋতু স্নান দিনে করে রতি ভোগ ॥ কেমন ধর্ম্মের কর্ম্মের রীতি। বিধি লিপি অপি গর্ব্ভের প্রতি। দম্পতির হৈল রাষ্ট জ্ঞানাভাব ॥ কোন দিন হেন নাহি রতি লাভ ॥ গর্ব্ভ মুল পক্ষে

মহা বিন্দু পাত। হইবা মাত্রত মিশে রজ সাত॥ সূর্য্য মণি যথা সূর্য্যের কিরণ। সংযোগ মাত্রত হয়ত আগুন॥ হইল রেত সে রজেতে সংযোগ। ততক্ষণে হয়ত জীবের সম্ভোগ॥ রতি শ্রান্তা অতি হইয়া নাগরী। রহিল অমনি নাগরেরে ধরি॥ খীল ধরিয়াছে কুক্ষি কটী পৃষ্ঠে। রস শূন্য তালু গল জিহ্বা ওষ্ঠে॥ হেন শ্রান্তা কভু রতিতে না হয়। সুন্দরীর মনে হৈল বড় ভয়॥ মনে মনে কত করে বিবেচনা। বন্ধ্যা কি জানিবে প্রসব বেদনা॥ অন্য দিন হৈতে কিছু অতিশয়। তল পেট ভার কিঞ্চিত বুঝয়॥ স্থির কৈল ভেবে হইয়া নিগুণ। বিধি দিলো বুঝি কপালে আগুন॥ কর্কটীর হেন ঘটে বুঝি যেন। বাচা হৈতে মরা ভাল বুঝি হেন। উদরে প্রবেশ কি জানি কে চাঁদ। মাতৃ গণ্ডে হয়ে মার গলে ফাঁদ॥ চোরের বাসনা না পুরে সদায়। ঢাক কাঁধে করে বিধাতা বেড়ায়॥ পাঁচ দিন চোরের সাধুর এক দিন। এই কথা কহে যতেক প্রবীণ॥ হেন যেন বিধি মোরে না ঘটায়। যদি হয় তবু লোকে না রটায়॥ ঊষা মনে মনে করয়ে বিধান। প্রকাশ হবে না হব সাবধান॥ কেহ বলে বালা বালিকা স্বভাব। বাল কি বালিকা না বুঝে এ ভাব॥ মৃগ মদ গন্ধ ঢাকিবে আঁচলে। আকাশের চাঁদ পড়িবে ভূতলে॥ নীর

মধ্যে মীন মরিবে হাঁপিয়া। রাখিবে অবলা চপলা চাপিয়া॥ বিধির লিখন না হবে মোচন। রায় বলে হেল গর্ব্বের রচন।

ঋতুরক্ষা।

সাঙ্গ হৈল রতিকর্ম্ম, রক্ষা হৈল ঋতুধর্ম্ম, এ মর্ম্ম, বুঝিল রসবতী। বিশেষজ্ঞ বর নয়, কিবা কিসে দিলে হয়, কেমনে জানিবে উষাপতি॥ যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যে যেন বজ্র বাজে, পর সুখ দুঃখ কেবা সুজে। সুন্দর হইলা সুখী, সুখী হৈয়া হৈল দুঃখি, সুন্দরী আপন মনে বুঝে॥ ধীর কহে প্রিয়তমা, কেন ম্রিয়মানোপমা, কহ বামা আমা বিদ্যমানে। মলিন দেখিয়া মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, সুখে দুঃখ না সহে পরাণে॥ শিরে করি করাঘাত, সুন্দরী কহিছে নাথ, আমি কি বাঁচিব আর ফিরে। অঙ্গগ্রহ শিরঃ পীড়া, উদরে হয়েছে কীড়া, থাকে থাকে বেদনা উদরে॥ বঙ্ক যে আঁটিয়া ধরে, তলপেট ব্যথা করে, আমাশিলা হৈল বুঝি পেটে। কিবা হৈল গুল্ম শূল, পেট লয়ে হুলুস্থুল, চাহিতে না পারি হেন হেটে॥ মোর নিবেদন রাখ, মঙ্গলা সখীরে ডাক, বিবেচনা করুক আসিয়া। অনিরুদ্ধ ডেকে কয়, মঙ্গলা আসিয়া

তায়, কহে কথা পাশেতে বসিয়া ॥ অনিদৃষ্ট রোগ দেখি, বিবেচনা করে সখী, কিবা হৈল ঠাকুঝির উদরে। ধুমারে জানাতে হয়, উষা মানা করে তায়, কথা কহে মৃদু মৃদু স্বরে ॥ বুদ্ধিমতী সুমঙ্গলা, বুঝিল উষার ছলা, বিবেচনা করে মনে মনে। আকার ইঙ্গিতে কয়, আর কিছু নাহি ভয়, বাড়ে বায়ু রাত্রি জাগরণে ॥ শুশ্রূষা করিলে সারে, বিবিধ শুশ্রূষা করে, স্নেহ বাক্যে করিছে সান্ত্বনা। মঙ্গলার স্নেহ বাক্যে, ঔষধ উষার পক্ষে, হইয়া ঘুচাইলেক যন্ত্রণা ॥ উষার মানস মনে, রাখিল অতি গোপনে, প্রকাশ না পায় সখীগণে। রায় কয় নাহি ভয়, বিধাতা ঘটায় যায়, তায় সায় দেয় ত্রিভুবনে ॥

গর্ভলক্ষণ।

বিধি লিপি হেতু যে উষার হৈল গর্ভ। যৌবনের দর্প চূর্ণ গর্ব্ব হৈল খর্ব্ব। আম্রের মুকুল ফুল ফলের সমান ॥ ত্বক শস্ত অস্থি মজ্জা একত্রে প্রমাণ। সূক্ষ্ম হেতু চক্ষুর গোচর নাহি হয়। মতান্তরে মতান্তরে অন্য মত কয় ॥ শারদীয় শুক্লপক্ষ প্রতিপদি শশী। ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া হইবে পৌর্ণমাসী। অব্যক্ত প্রথমে মাসি দ্বিতীয়ে কলল। তৃতীয়েতে বুদ্বুদাকার চতুর্থে প্রবল ॥ পঞ্চমেতে

কোন মতে জীবের সঞ্চার। মধ্যে রোম শিরা স্নায়ু প্রভৃতি আকার॥ ক্রমে ক্রমে গর্ব্ব বৃদ্ধি হইল উষার। দিন দিন তনু ক্ষীণ ভাবিছে অসার॥ একেত গর্ব্বের হৈল অধিক যন্ত্রণা। কি রূপে ছাপাবে গর্ব্ব মিলেনা মন্ত্রণা॥ অধিকান্ত চোরা গর্ব্বে বিশেষ ভাবনা। ভাবিয়া চিন্তিয়া গেল আহারে বাসনা॥ আহারের সম্বলে অম্লেতে মাত্র রুচি। নাহি খায় ক্ষীর খণ্ড খাজা গজা লুচি॥ ঘৈচূর চুস্ত চ্যুত চিনি নাহি খায়। হব্য গব্য চব্য ছাড়ি ভব্য ফল চায়॥ খাইতে বাসনা মাত্র আছয়ে কিঞ্চিত। দিলে খেতে পারি যদি পূতি পর্য্যুসিত॥ সুমধুর মুখে দেয় করিয়া বাসনা। সুরসে বিরস সে না পরশে রসনা॥ আহারীয় দ্রব্য যদি কিছু গর্ব্বে পড়ে। এক গুণ খাইলে দ্বিগুণ ছর্দ্দি বাড়ে॥ উৎক্লেশ অলস হাঁই শরীর বিকল। অনিবার উদ্গার বদনে উঠে জল॥ মাটি মাটি করে অঙ্গ মাটিতে শয়ন। পোড়ামাটি পরিপাটি করয়ে ভক্ষণ॥ নীল শিরাজালে ব্যাপ্ত দুর্ব্বল আকারা। পাণ্ডুবর্ণ গাত্র মাত্র নেত্রশ্বিত্রপারা॥ উদরে উদয় হৈল জলোদরি প্রায়। কলঙ্ক রটিল কৃশোদরীর মাজায়॥ নিতম্ব গৌরবী ক্ষীণ কটির কল্যাণে। নিতম্বের মরণ যে হইল গর্ব্বাধানে॥ পীনোন্নত স্তন জুটি কামের মন্দির। শর ধনু হস্তে যেন ভীমার্জ্জুন

বীর। ভীষ্মের যুদ্ধেতে ভীমার্জ্জুন মূর্চ্ছা পড়ে। গর্ব্বাধানে হেনকালায়মুখা স্তন গড়ে॥ যুবতীর যৌবনের বৃথা অহঙ্কার। ক্ষণমাত্রে যুবক করয়ে ছারখার॥ এ যৌবন ধন দান না করে যে ধনী। রায় বলে বৃথা রাখে সর্প মাথে মণি॥

সখীগণের মন্ত্রণা।

কাণাকাণি সখীগণে, সকলে সঙ্কিত মনে, সর্ব্বনাশ হৈল ইতঃপর। আমাদের যাবে প্রাণ, উষা হবে অপমান, কত দুঃখ পাবে উষাবর॥ ধূমা বলে সর্ব্ব নাশ, রাজা পেলে এ আভাষ, খণ্ড খণ্ড করিবে কাটিয়া। কার লবে খাল খুলে, কারু কারু ফাঁসে শূলে, শিল তলে ফেলিবে বাটিয়া॥ কারে হস্তী পদতলে, কাহারে পর্ব্বতমূলে, ফেলিবে পর্ব্বত চূড়া হৈতে। উদুখলে কার মুণ্ড, বাটিয়া করিবে গুণ্ড, কারে দিবে কুক্কুরে খাওয়াতে॥ কারে দিবে তপ্তৈতেলে, কার কাণে শিশে ঢালে, কারে দিবে জলে ডুবাইয়া। কার হবে পেট চাক, কাহার কাটিবে নাক, কার দিবে চক্ষু কাড়াইয়া॥ ধূমাবতী রাগে কয়, ইহাতে আমার ভয়, কিবা আছে আমি নাহি জানি। তোমরা ঘটকালি করে, উষারে সঁপিলে চোরে, এখন

কি কর কাণাকাণি ॥ ঘরে চুরি হলে পরে, আমি দেই চোর ধরে, সকলেতে জানে সে কাহিনী। চোরকে করিতে হানা, তোমরা করিলে মানা, না বুঝিল সে উষা ডাকিনী ॥ আগে না বুঝিতে পারে, আপনি পড়িল ফেরে, সখীগণের কাটাইল মাথা। অধর্ম্মেতে কুলক্ষয়, যতোধর্ম্ম স্ততোজয়, সদ্য ফলে আমাতে এ প্রথা ॥ আমি বটি ধর্ম্মভিতু, ধর্ম্মের বান্ধিব সেতু, ধর্ম্মে রক্ষা করিবে আমারে। রাজ বিদ্যমানে যাব, যথার্থ প্রমাণ কব, সাক্ষী দিব সখী মঙ্গলারে ॥ সখী বলে সাক্ষী দিব, যথার্থ যা জানি কব, মৃত্যুকালে পদ গঙ্গাজলে। কালরাত্রে যে যে রঙ্গ, যে করিলে যার সঙ্গ, তাহাও কহিব কোন ছলে ॥ তুমি ধূমা পুত্রবতী, আপনি বটহ সতী, অসতী আমরা সখীগণ। তুমি বড় মেয়ে কাঁচা, এ কর্ম্মের আগা পাছা, জাননা তা বুঝিবে রাজন ॥ আমার সাক্ষীতে হেন, তোমার বাঁচিবে প্রাণ, সখীরা যাইবে যমঘরে। আপনি রাজার পাশে, প্রতিপন্ন অনায়াসে, হইবে তা করিব সত্বরে ॥ সাক্ষী দিবে সুমঙ্গলা, ধূমার বাড়িল জ্বালা, কালরাত্রি কথা পড়ে মনে। এ মেয়ে সামান্যা নয়, বাসর বৃত্তান্ত কয়, মঙ্গলা তা জানিল কেমনে ॥ ধূবাবতী মনে ভাবে, পাপ কেন ছাপা রবে, বুঝিনু সখীর দোষ নাই।

লোভেতে ঘটায় পাপ, পাপে মৃত্যুমনস্তাপ, নিজ কর্ম্ম গুণে ফল পাই ।। ধুমাবতী পেয়ে ভয়, আপন মনেতে কয়, সখী সঙ্গে মিলে থাকা ভাল। ও মোর প্রাণের বুন, কে শিক্ষালে এত গুণ, তোর গুণে সম্বরি সকল ।। কেঁচুয়া খুঁড়িতে সাপ, উঠে দেখি আরে বাপ, কালরাত্রি মোরে হৈল কাল। তোর যদি যায় মান, আপনি তেজিব প্রাণ, দশের মরণে মরা ভাল ।। গুড়ুবুড়ু করে ধুমা, সখীর গালেতে চুমা, খাইয়া কহিছে মরি মরি। রায় কয় ধর্ম্মে সবে, সত্য যদি কেতে তবে, ধর্ম্মপথ দিতে আল করি ।।

সখীগণের নিগূঢ় মন্ত্রণা।

চিত্রলেখা ধূয়াবতী সখী সুমঙ্গলা। সুলক্ষণা সুশীলা সুনেত্রা সুচঞ্চলা ।। কাদম্বিনী সৌদামিনী কদম্ব মঞ্জরী। সোহাগী সুরূপী যশী মসী সবী শূরী ।। পারি তারী নব নারী নব সখীর দাসী। অষ্টাদশ জনেতে গোপন স্থানে বসি ।। নিগূঢ় মন্ত্রণা করে বসিয়া সকলে। রাণীরে বলিতে হয় সুমঙ্গলা বলে ।। সকলের মাথায় পড়িবে এই দায়। মঙ্গলার কথায় সকলে দিলে সায় ।। কেবা কেবা যাইবা রাণীর অন্তঃপুরে। উষার গর্ব্বের কথা কে কবে রাণীরে ।।

অনৈক্য না হয় যেন দেখিও কথার। পূর্ব্বাপর কথার না হয় ফেরফার॥ সাবধান সাবধান সাবধান থাক। গর্ভের বিশেষ কথা গোপনেতে রাখ॥ যায় যাবে আমাদের জাতি কুল মান। কোন রূপে রাখিব ঠাকুরঝির মান॥ সখীরা কবুল করে আপনার শির। কোন মতে কোন পথে বাঁচাইব ধীর॥ সকলে শপথ করে শিব সাক্ষী রাখি। মন্ত্রণা করিল স্থির মিলি সব সখী॥ সুশীলা কহিছে শুন সব সখীগণ। কেবা কেবা যাবে সাজ রাণী বিদ্যমান॥ যাবেত সকলে কথা কবে কোন জন। রাণীর নিকট নহে শমন ভবন॥ সাজিছ সকলে বটে রাণী অগ্রে যাবে। ঠাকুর্ঝির গর্ভের সন্দর্ভ কেবা কবে॥ মূষিক মন্ত্রয়ে মার্জ্জার বটে কানা। সকলে ধরিলে ম্যাও ধরে কোন জনা॥ সুচঞ্চলা বলে সত্য বটে সপ্রমাণ। রাণীর নিকটে কওয়া ধূমার বিধান॥ চমকিয়া উঠে ধূমা সখির কথায়। অশ্বের আপদ হেল কপীর মাথায়॥ ধূমা বলে চোর বরে ঘটায়ে উষারে। সখীরা সকলে যাবে নেয়ে ধুয়ে ঘরে॥ সকলে আমার মাথে চাপাইয়া চাপ। বানাইলা যেমত আশ্বিন মাসে কাপ॥ ঘটকী পাঠকী যত ঠাটকী মিলিয়ে। নাটকী নাচালে নটী চটকী দেখায়ে॥ সখিরা সকলে মিলি করে বেশ ভূষা। চোরে জোরে

চুরি করে চন্দ্রমুখী উষা ॥ তোরাত মন্ত্রণা করে মজালি উষারে। না লাগ এখন কেহ উষার সুসারে ॥ আমারে ছাপায়ে বিয়া দিলি চোর বরে। আমিত তখনি চোর দিয়াছিনু ধরে ॥ লক্ষ্মণ নিকটে গেল রতি দিতে দান। সূর্পনখা রাক্ষসী কাটালে নাক কাণ ॥ হেন যেন করিলি উষার সর্ব্বনাশ। চোরে মেটাইয়া আঁটে গলে দিলি ফাঁস ॥ চোর ধরে জোর করে সাজা দিয়া তারে। তৎক্ষণাৎ আপনি দিতাম দূর করে ॥ সকলে মিলিয়া মোর হাতে পায়ে ধরে। মন্ত্রণা করিয়া চোর পুষে থুলি ঘরে ॥ জানত সকলে চোর কার দোষে ঘটে। যথার্থ কহিবা রাজা রাণীর নিকটে ॥ ধার্ম্মিকে করিবে রক্ষা ধর্ম্মেতে আপনি। ধর্ম্ম না থাকিলে হয় কি দিবা রজনী ॥ সখী বলে কোন ছলে বাঁচে ধুমাবতী। এরা এরা বলিয়া বাঁধালে উষাপতি ॥ চিত্রলেখা বলে মিথ্যা বাড়াও জঞ্জাল। যথার্থ কার্য্যের কালে এ মিছা কচাল ॥ প্রকৃত কহিতে কথা কাহারে ডরাই। পশ্চাৎ আমার ভাগ্যে যা করে গোসাঞি ॥ শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা দুর্গা করিয়া স্মরণ। রাণীর নিকটে যাত্রা করে সখীগণ ॥ অগ্রসর ধুমার বাম পার্শ্বে সুমঙ্গলা। চিত্রলেখা দক্ষিণে পশ্চাতে সুচঞ্চলা ॥ সুচারু চতুরা চারি সখীর প্রধানা। কদম্ব মুঞ্জরী আদি দাসী

চারি জন।॥ কাদম্বিনী প্রভৃতি সখীরা পঞ্চজন। তাহারা উষারে করে রক্ষণাবেক্ষণ॥ ধীরে ধীরে সখীরা রাণীর কাছে যায়। এক পা আগুতে গেলে তিন পা পিছায়॥ কেহ কয় ত্বরা চল রাণীর ভবন। কেহ কহে যাব কি সে শমন সদন॥ চিত্রলেখা কয় ভয় না কর এখন। রাণী অগ্রে আমি কব কথোপ-কথন॥ সায় দিয়া তোমরা কথায় যাবে সবে। যা থাকে কালীর মনে মোর ভাগ্যে হবে॥ ধূমা বলে এই বটে ভাল মোর দিদি। আগু আয় আগু আয় আঁচলের নিধি॥ মঙ্গলা তরাসে সে দেখায় মোরে ভয়। চিত্রলেখা দিদি সে উচিত কথা কয়॥ চিত্র-লেখার গুণের বালাই লয়ে মরি। চিত্রলেখা দিদি মোর বিপদের তরী॥ উত্তরিল সখীগণ রাণীর মন্দিরে। হেট মুণ্ডে সবে গেলা রাণীর গোচরে॥ গলবস্ত্র করপুটে পুটিত শঙ্কায়। প্রদক্ষিণ দণ্ডবত প্রণাম করয়॥ বাম পার্শ্বে সারি দিয়া সখীরা দাঁড়ায়। প্রাণ আনচান করে কম্পিত হৃদয়॥ স্বর বদ্ধ হৈল মুখে নাহি সরে বাণী। উষার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে রাণী॥ ধূমা ভাবে সর্ব্বনাশ হৈল ইতঃপর। কুশল কি কব মহারাজ্ঞীর গোচর॥ মুখ চাওা চাই করে যত সখীগণে। মৃতকল্পা সকলে সঙ্কিত মনে মনে॥ রাণী ভাবে একি দেখি সখীরা বিরূপ। উষার

কুশল বার্ত্তা না কহে স্বরূপ ।। জয়দ্রত বধে দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়। প্রায় মৃত ছিল হেন উভয় উভয় ।। প্রৌঢ় বালা বধূ হেন স্বামীর সভায়। কিবা দিবা বিভাবরী হৈতে করে ভয় ।। উষার কুশলে প্রৌঢ়া সম হেন রাণী। কুশল কহিতে বালা সখীরা আপনি ।। রায় কয় কিবা ভয় বিধির লিখনে। সুস্পষ্ট হইল রাষ্ট কি করে গোপনে ।।

রাণীর করুণা।

সজল নয়নে রাণী, কহে সকরুণ বাণী, আবিস্কার করিয়া আপনি। আজি হৈতে ছয় মাস, না যাই উষার পাশ, সর্ব্বনাশ কি হবে কখনি ।। এ পোড়া সংসার ছার, ভূতের বেগার আর, খাটা ভার খাটিতে না পারি। প্রাণের অধিক উষা, না দেই বসন ভূষা, বাছার শুশ্রূষা নাহি করি ।। কিবা খায় কিবা পরে, থাকে বা কেমন করে, আমি থাকি সর্ব্বদা পাসরি। মেনকার সতী কন্যা, উষা সে তদ্রূপ ধন্যা, মোর কন্যা মান্যা সর্ব্বোপরি ।। সোণার প্রতিমা বাছা, বালিকা বয়েসে কাঁচা, প্রবীণা সমান থাকে ঘরে। আমার

কপাল পোড়া, গৃহ কর্ম্মে থাকি যোড়া, না জিজ্ঞাসি সোণার বাছারে ॥ সুন্দর না পাই বর, তত্ত্ব করি ঘর ঘর, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভিতরে। সীতার বিবাহে হেন, ধনুর্ভঙ্গ হৈল পণ, নৃপ বাণ হেন পণ করে ॥ এ ঘর সমান ঘর, সুশীল সুন্দর বর, শ্বশুর শাশুড়ী সবে থাকে। আর থাকে রাজ্য পদ, ধন জন সুসম্পদ, সৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য ধরা ডাকে ॥ এমনি পাইলে বর, বিভা দিবে নৃপবর, গৌণ বড় নাহি ত তাহায়। কহিছে নারদ মুনি, সম্বন্ধ করেছে শুনি, কালি কয়ে গিয়াছে রাজায় ॥ কহিবা উষার তরে, বৃথা চিন্তা নাহি করে, বিধি অনুকূল হৈল তার। ভবিতব্য বটে মূল, ফুটিলে বিয়ার ফুল, হৃদি শূল ঘুচিবে আমার ॥ উষারে বিশেষ করে, বুঝাইবে কাণে ধরে, ধূমাবতী কহিনু তোমারে। উষার মঙ্গল সত্য, যথার্থ করিয়া তথ্য, বিশেষিয়া কহগো আমারে ॥ শুনিয়া রাণীর কথা, ধূমার হৃদয়ে ব্যথা, অকস্মাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হয়। দন্ত-কপাটী ধরে, ভূমে পড়ি গোঁ গোঁ করে, রাণী বলে বাছারে কি দায় ॥ সুচিত্রলেখার তরে, রাণী কহে ফিরে ফিরে, কিবা হৈল দিদির বাছারে। চিত্রলেখা বলে স্থূল, আছে স্মম দ্রব্য শূল, মধ্যে মধ্যে চাগায় ধূমারে ॥ এতে কিছু নাহি ভয়, ক্বচিত কখন হয়, শুশ্রূষা করিলে ফিরে সারে। করিল শুশ্রূষা তারে,

ধূমাবতী উঠে সারে, দাণ্ডাইল রাণীর গোচরে ।। কুকর্ম্মের হেন দায়, ধূমাবতী মূর্চ্ছা যায়, অন্যে পরে কা কথা বুঝিবে। রায় বলে পাপ কথা, ধর্ম্মে ছাপা রাখে কোথা, সখীগণে কিরূপে ছাপিবে ।।

গর্ব্ভ সংবাদ।

চিত্রলেখা সভয়ে অভয়া ভাবি মনে। ভবানী ভাঙ্গিবে ভয় ভবের বন্ধনে।। ভূপতি ভাবিনী কি দেখাবে মোরে ভয়। কাটাইব ভয় ভগবতীর দয়ায় ।। মনে মনে মানস করিয়া মহেশ্বরী। মানস প্রচার করে কুষ্মাণ্ড কুমারী।। মহারাণী আপনি অভয় দেও দান। তবে নিবেদন করি যথার্থ প্রমাণ ।। রাণী বলে ঘরের বাছার কিবা ভয়। চিত্রলেখা প্রকৃত প্রস্তাব কথা কয়।। সখী বলে মাথা কাটা কহিতে ডরাই। পদ্মবনে এক্ষণে চম্পক গন্ধ পাই ।। উষাতে তখন হৈত পদ্মিনী প্রকাশ। প্রভাতে এ-ক্ষণে কেন প্রকাশে নৈরাশ।। প্রস্ফুটিত কমল প্রবল ছিল হেন।। দিবাভাগে কমল মুদ্রিত হৈল কেন ।। মুদ্রিত পদ্মের মধ্যে কীট হৈলে ভয়। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অসম্ভব হয় ।। সুবর্ণ কমল কেন বিবর্ণ হইল। কমল কলির মুখে কেবা কালি দিল ।। নাভি পদ্ম

মূল স্থূল দেখি দিনে দিনে। মুখ পদ্ম কেন মধু না করে বদনে ॥ হস্ত পদ চারি পদ্ম স্থবর্ণ স্থন্দর। এবে হীন বল দল ব্যাষিত মন্দর ॥ আমরা অবিজ্ঞা কিছু বুঝিবারে নারি। এ রোগ কি রোগ কি হইল গাত্র ভারি ॥ আপনি দেখিলে শুদ্ধ বিবেচনা হবে। সখীরা বাঁচিবে কি মরিবে বুঝা যাবে ॥ এই কথা কৈল যদি কুষ্মাণ্ডের মেয়ে। মনসা মাতিল সে ধূনার গন্ধ পেয়ে ॥ থর থর কাঁপে অঙ্গ রাগাপন্ন রাণী। হরিণী শিকারী হেন সন্ধ্যার বাঘিনী ॥ সকলে শুনিল চিত্র-লেখার জবানী। রাণীরে সখীরা দেখে রাগাপন্ন রাণী। রায় বলে কর্ম্মফলে ধরেছে যে ফল। মানুষে ধর্ম্মের কল না করে বিকল ॥

উষার নিকটে রাণীর গমন।

সখী মুখে শুনি, ক্রোধে জ্বলে রাণী, যেন দাবানল প্রায়। পুনঃ যেন হেন, রাণীর ভবন, খাণ্ডব দাহন হয় ॥ কাঁপে কলেবর, করে থর থর, অঙ্গ জ্বর জ্বর রাগে। উঠে ছুটে রাণী, যেন ইন্দ্রাশনি, উত্তরিল উষা আগে। করিয়া তর্জ্জনা, বাঘিনী গর্জ্জনা, চারি দিগে ঘন চায়। ঘুরে দেয় পাক, যেন কুম্ভ চাক, চোরে দেখা নাহি পায় ॥ রাণীরে দেখিয়া, সম্ভ্রমে

উঠিয়া, প্রণমে রাজ কুমারী। বিনয় ভাষায়, বৈস বৈস মায়, বলিছে চোরের নারী॥ একে সুখী মেয়ে, রয়েছে দাঁড়ায়ে, গর্ব্ভের যন্ত্রণা তায়। তাতে মনে ভয়, কি হৈতে কি হয়, দাঁড়ায়ে রয়েছে মায়॥ উষার যন্ত্রণা, দেখিয়া মন্ত্রণা, করিয়া সখীরা যায়। মঙ্গলা সুশীলা, দুই জন মিলা, উষারে ধরে দাঁড়ায়॥ এক দৃষ্টে রাণী, উষার নিছনী, বাছনী করিয়া দেখে। সত্য বটে পেট, কে দিলে এ ভেট, কমলের মধু ভেকে॥ মরি প্রাণ যায়, একি প্রাণে সয়, কুক্কুরে খেলে হরিণী। ভেকে খেয়ে ফণি, শিরে ধরে মণি, শৃগালে খেলে করিণী॥ ইহার নিশ্চিত, বুঝেছি বিহিত, সখীরা হইয়া কাল। সকলে মিলিয়া, এনেছে কালিয়া, উষারে খাওয়াতে ভাল॥ বুঝেছি এ সাপ, কালিয়ার ডেঁপ, এ পাপ পসেছে ঘরে। আমার আলয়, যমালয় প্রায়, শঙ্কা করে দেবাসুরে॥ বিনা ঘর ভেদী, এ ঘরে এ বিধি, করিতে পারে কি আনে। ধূমা সুমঙ্গলা, মজাইল বালা, ঘরের বৃত্তান্ত জানে॥ প্রাণের উষারে, সঁপিয়া ধূমারে, বুনঝি বলিয়া জানি। বলে ছিনু বাড়া, শত শিক্ষা পড়া, শিখায়ে করিবা জ্ঞানী॥ মোর প্রাণোপমা, কুমারী এ বামা, কুকর্ম্ম না করে যেন। উষা মেয়ে কাঁচা, দেখো মোর বাছা, নিজ কন্যা সমা যেন॥ ওথাই বিড়িলী, বাছারে

খাইলি, খাইলিত পরকাল। রক্ষক ভক্ষক, যেমত তক্ষক, পক্ষতা করিলি ভাল॥ করিয়া ছুতনা, যেমত পুতনা গিয়াছিল হরি পাশে। ভাণ্ডাইয়া মতি, বলাইয়া সতী, ধূমা ছিলি উষা বাসে॥ ওলো ধূমাবতী, তুই বড় সতী, সতীত্ব জানালি ঘরে। শত্রু হাসাইলি, মিত্র নাশাইলি চিত্র মজাইলি চোরে। ধিক ধিক তোরে, ধিক সে দিদিরে, হেন মেয়ে ধরে পেটে। থাকিয়া সংসারে, মোর খেয়ে পরে, মোর মেয়ে চোরে ভেটে॥ অনুভব হয়, মন্ত্রী কন্যা সায়, দিয়াছিল মনে ধরে। সুনেত্রা মঙ্গলা, সুশীলা চঞ্চলা, সবে জানে থেকে ঘরে॥ নতুবা এ কাজ, মিলাইয়া সাজ, কেমনে উঠিবে বালা। রস জ্ঞান হীনা, নহেত প্রবীণা, না জানে কামের জ্বালা॥ সব সখী মিলে, অবলা বলালে, মুকুলে দলিলে মাছি। উষারে রাখিয়া, ধূমারে দেখিয়া, অবাক হইয়া আছি॥ সখীরাত আছে, সাজা দিব পাছে, উষা দেখি কিবা বলে। রায় বলে দিবে, উষা কি বলিবে, ফল ধরেছে সে ফুলে॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

রাগিণী দেখিয়া রাণী, উষা কহে স্তববাণী, অবধান করহ জননী। রাগে কর অনুযোগ, কেন মিছা কর

শোক, রাগ খাট করহ আপনি ৷৷ কাণ লয়ে গেল কাকে, কে বলিলে কারে ডাকে, কাণে হাত দিয়া নাহি দেখে। যথার্থ না দেখে কর্ম্ম, রাষ্ট করা কোন ধর্ম্ম, পর যাত্রা ভঙ্গ কেটে নাকে ৷৷ সখিরা পরের ঝি, অপমান কর কি, আমারে জিজ্ঞাসা আগে কর। আমার শুনিয়া কথা, দোষ থাকে কাট মাথা, ক্ষমা কর রাগ পরিহর ৷৷ তুমিত আমার মাতা, সাক্ষাৎ ইষ্ট দেবতা, নিষ্ঠা কথা বলি যাহা জানি। এ ধর্ম্ম প্রমাণ কই, আমি কভু ভ্রষ্টা নই, তব পেটে জন্মেছি জননী ৷৷ তুমি সতী লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার উদরে হয়ে, আমি না হইব দুশ্চারিণী। তাহাতে আমার পাশে, ধুমা দিদি থাকে বসে, যম সম সেবায় বাঘিনী। আটদিগে থাকে সখী, চন্দ্র সূর্য্য নাহি দেখি, বায়ুর সঞ্চার নাহি ঘরে। কি দেব কিন্নর নর, গন্ধর্ব্ব কি নগবর, যক্ষ কি রাক্ষসে কিবা করে ৷৷ এই মাত্র জানি সবে, পূজা করি সদাশিবে, অনিরুদ্ধ থাকে মাত্র ঘর। পরে রুদ্ধ ঘর দ্বার, করে রাখি গেলে হর, কপাট না খুলি পুনর্ব্বার ৷৷ তবে যে অখ্যাতি রটে, আমার কপাল কাটে, অন্যের কি দোষ দিতে পারি। তা নহিলে আইবড়, হয়ে থাকি এত বড়, এত বড় রাজার কুমারী ৷৷ আমার কপাল মন্দ, কারাগারে থাকি বন্দ, দৈবকীর সমান হইয়া।

ইহা হৈতে সেও ভাল, তার বসুদেব ছিল, মোর ভাগ্যে নাহি হৈল বিয়া॥ জিজ্ঞাসা না করে মায়, বাপে মা ডেকে সুধায়, হায় হায় কি করি উপায়॥ কি রোগ ঘটিল ভালে, ভাগ্যে পুণ্যে ফলে ফলে, রোগ প্রতিকার হৈলে হয়॥ দুঃখিনী কিছু না জানি, ভরষা ভবে ভবানী, ভবানী ভাঙ্গিবে ভব ভয়। যথার্থ যা জানি কই, নাহি জানি ইহা বই, সত্য কথা কহিনু নিশ্চয়॥ মিথ্যা কৈলে কুষ্ঠ হয়, মরিলে না গঙ্গা পায়, তিন কুল অধগতি হয়। আমিত অবিজ্ঞা নহি, যথার্থ এ কথা কহি, আপনি যা বুঝ অভিপ্রায়॥ ইহাতে যদি প্রত্যয়, তোমার নাহিক হয়, তবে ঘৃত কাঞ্চন করাও। একথা অন্যথা করে, নাহি জানি চোরে বরে, এ কথায় পরীক্ষা দেওয়াও॥ তা নহিলে কেটি ফেল, ঘুচে যাবে এ জঞ্জাল, এড়াইবে কলঙ্কের দায়। আমার মরিলে হয়, বাঁচিয়া কি ফলোদয়, বিফল বাঁচিয়া অতিশয়॥ শুনি রাণী কহে বাণী, প্রত্যক্ষ করি করিণী, চিৎকার করিলে সে প্রত্যয়। তর্কশাস্ত্র পড়েছিলি, তর্কে ফাকি এঁটে দিলি, কে করিবে ফাকির নিশ্চয়॥ যদি কিছু নাহি জান, তবে পেট উচ্চ কেন, কিসে হৈল গর্ব্ভের লক্ষণ। হাতে দৈ পাতে দৈ, তবু বলে কৈ কৈ, পেটে দৈ মনে নাহি গণ॥

আবালে বাঁধিলি গুটি, বারি হলি গুটি কাটি, ছিলি পোকা হৈলি প্রজাপতি। কুলজা আছিলি হেন, কুলটা হইলি পুনঃ সতী যুচে হইলি অসতী ॥ আমার পেটেতে রয়ে, মোরে মিথ্যা বুঝাইয়ে, হলি যেন মায়ের জননী। নাহি তোর ধর্ম্ম জ্ঞান, খেলি আপনার মান, কলঙ্কিনী হইলি আপনি ॥ এ অল্প বয়েসে বটে, পরিপক্ক নানা নাটে, ঠারে ঠোরে কর উনিশ বিশ। পুরি নিকুম্ভিলা প্রায়, তত্ত্ব করে কেবা পায়, চোরকে করিলি অনুদ্দিশ ॥ এখন চাতুরী ছাড়, সত্য কথা কহ দড়, এ গর্ভ করিলে কোন জন। মেলে হবে সর্ব্বনাশ, রাজা পাইলে আভাস, চোরের তোমার যাবে প্রাণ ॥ উষা কহে জননীরে, ঐ কথা ফিরে ফিরে, কাটা ঘায়ে লবণ প্রদান। পুনঃ পুনঃ কেন কর, পার যদি চোর ধর, কহি তবে যথার্থ প্রমাণ ॥ তোমার সাক্ষাতে মাতা, লজ্জা খেয়ে কহি কথা, অনুমান যে যে করি মনে। আপনি শুনিলে তায়, অবশ্য হবে উপায়, রোগ কিবা গর্ভ অনুমানে ॥ এক দিন নিশাভাগে, শয়নেতে স্বপ্ন যোগে, কুস্বপ্ন দেখিয়া আচম্বিতে। জাগিয়া হইল ভয়, সুমঙ্গলা দেখে তায়, শয়ন করিল মোর সাতে ॥ কেমনি কালের ধর্ম্ম মঙ্গলায় রতিকর্ম্ম, করিনু উভয়ে মনোমত। যথার্থ রতির ন্যায়, রতিকর্ম্ম সাঙ্গ হয়, সত্য

যেন হইল প্রকৃত ।। কিবা বুঝি সেই রতি, কাল হৈল আমা প্রতি, ভগীরথ হেন হৈল পেটে। বড়ই হয়েছে ভয়, ইহা যদি সত্য হয়, সত্য তবে মোর ভাগ্য ফাটে।। পশ্চাতে বুঝিব তায়, মাংসপিণ্ড যদি হয়, তবে হবে সিদ্ধ বিবেচনা। নতুবা হইবে শেষ, রক্ত-গুল্মা সবিশেষ, হৈল বুঝি কপালে ঘটনা।। এই করি অনুমান, আমার যেমত জ্ঞান, দেখেছিনু নিদান খুলিয়া। অহিত ভোজন হৈলে, ঋতুবদ্ধ ঋতুকালে, লিখে রক্ত গুল্মা বলিয়া।। বার মাস উত্তরিলে, বুঝা যাবে ফলে ফলে, নতুবা বুঝিব দ্রব্যগুণে। মুনি বীর্য্য যে পাতায়, সে পাতা হরিণে খায়, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রসবে হরিণে।। এই মতে কোন ছলে, ফলে মূলে জলে ভুলে, কিছু যদি খেয়ে থাকি কবে। হইলে গর্ব্ভের শেষ, বুঝা যাবে এ বিশেষ, বুঝিব বীর্য্যের গুণ তবে।। ইহা ভিন্ন অনুমান, মনে করি কত খান, শুন বলি তোমা বিদ্যমানে। আপনি শুনিলে তায়, যে বুঝিবে অভিপ্রায়, বিবেচনা করিবে আপনে।। যেমত দৈবকী পেটে, বলরাম ছিলা বটে, রোহিণী গর্ব্ভেতে রাখে হরে। আমার উদরে হেন, অন্য গর্ব্ভ সংস্থান, চক্রী কৈলে শাত্রবতা করে।। এই কথা সুনিশ্চয়, ভাগ্যগুণে ফলোদয়, বিদ্যায় পৌরুষে কিবা করে।। মিথ্যা চিন্তা কর বসি, কর্ম্মোণাগতিরী-

দৃশী, কর্ম্ম গুণে কালে ফল ধরে ॥ তুষ্য ধাতুইব প্রায়, গুণ করে দোষ হয়, গুণে দোষ হইল মোর তরে। আর জ্বালা নাহি সয়, কর যে কর্ত্তব্য হয়, বৃথা বৃদ্ধ কর বাক্য স্বরে ॥ হেন মনে অনুমানি, ইহা ভিন্ন নাহি জানি, প্রকৃত কহিনু মা তোমারে। ইহাতে যদি প্রত্যয়, তোমার নাহিক হয়, যে ইচ্ছা তা করহ সত্বরে ॥ শুনিয়া উষার কথা, রাণী হৃদে পেয়ে ব্যথা, বিস্ময় হইল মনে মনে। কিবা জানি উষা কয়, কথা শুনে লাগে ভয়, কৈতে হৈল রাজ সন্নিধানে ॥ শ্রোতা বিবেচনা করে, প্রসংশা করে উষারে, না দেখি এমন ধনী আর। ধন্য ধন্য উষা ধনী, রমণীর শিরোমণি, বিদ্যা দাসী হইল উষার ॥ হইয়া বিদ্যার গুরু, বিদ্যার অধিক সরু, ভাব দিয়া মায়ে ভুলাইলে। রায় কয় এ যুবতী, মায়েরে ছাপায়ে পতি, বিনা রতি গর্ভ বুঝাইলে ॥

উষার কৌশলে বাণরাজার মহিষী। উঠিয়া ছুটিল বৎস হারায়ে মহিষী ॥ ক্রোধে কম্পবান রাণী বাণের নিকটে। বাণ আগুয়ানে সে বিদ্যুত হেন ছুটে ॥ নকুল ফিরায় অশ্ব অতি অপরূপ। একা রাণী রাণী শ্রেণী গমনে তদ্রূপ ॥ পবন গমনে হেন ইতঃস্তত চায়। একটী বদনে হইল পঞ্চাননী প্রায় ॥ প্রদক্ষিণ

করে বাণে করিয়া কুণ্ডলী। রাজ সভাসদ দেখে রাণীর মণ্ডলী॥ রাজার মহিষীত মহিষ হেন ফিরে। অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥ সার সার পড়ে রাণী দেখিয়া বিরূপ। সভাসদ মূর্চ্ছিত অবাক হৈল ভূপ॥ রাণীর দেখিল রাজা বাহ্যজ্ঞানাভাব। বিবিধ বিনয়ে স্তবে বাড়ায় প্রভাব॥ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করয়ে মহা ভূপ। করিবা কি হে মহা প্রলয় পূর্ব্ব রূপ॥ কে দিলে অনলে পাণি হরে ফণী মণি। কার বা পঞ্চমে কুজ নবমেতে শনি॥ ত্রিপাপে বৎসর কার সপ্ত শূন্য হয়। অস্ত শরবহে কার লিখনে প্রলয়॥ কারে দিবে শূলে কার কাটা যাবে শির। ত্বরা কহ যম ঘর যাবে কোন বীর॥ কার সর্ব্বনাশ হবে কার বনবাস। কার যাবে জাতি কুল কার রাজ্য নাশ॥ কেবা বা করিবে অস্থ প্রবেশ পাতালে। দ্বীপান্তরে যাবে কে কে যাবে রসাতলে॥ প্রাণের অধিকা ধীরা অধীরা না হও। বিশেষিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত তত্ত্ব কও॥ আমার অধীন দীন দেবতা কিন্নর। গন্ধর্ব্ব রাক্ষস কিবা যক্ষ নাগ নর॥ শিবের সেবক আমি ত্রিলোকের রাজা। জননীর জোরেতে ত্রিলোক মোর প্রজা॥ সদাশিব শিয়রে বসিয়া কারে ভয়। আমারে সকলে জানে অভয়া তনয়॥ সেনাপতি কার্ত্তিক গণেশ দুই ভাই। ত্রিলোক করিব নষ্ট কিছু

চিন্তা নাই ॥ এক ব্রহ্ম পাঁচ অংশে বিদিত জগতে। তিন ব্রহ্ম মোর ঘরে দেখহ সাক্ষাতে॥ আমার অসাধ্য কিবা আছে ত্রিভুবনে। যা বল করিব স্থির হইলে আপনে॥ রায় কয় শিবের কি শাপ মনে নাই। কাটা যাবে হস্ত নব শত ছিয়ানই ॥

ক্রোধ ভরে রাণী কয়, ইহা কি পরাণে সয়, কুক্কুরে খাইলে যজ্ঞ ঘৃত। ভেকে খায় পদ্ম মধু, লজ্জিতা নলিনীবধূ, কোথায় থাকিল মধুব্রত॥ কোথা সীতা হবে রাণী, করিল বনচারিণী, পরে সে স্পর্শয়ে অগজ্জল। তুমি হৈয়া অন্য মন, অলসে পরশ ধন, পর পুরুষেতে সমর্পণ ॥ রাজকর্ম্মে হয়ে মত্ত, অন্দরে না কর তত্ত্ব, পাপবর্ত্ম অনর্থ অন্দরে। সকলি হইল ব্যর্থ, চোরে পুরাইল স্বার্থ, অপত্য অন্তরাপত্যা ঘরে॥ যেমত আছিল গর্ব্ব, ক্ষুদ্র হৈতে হৈল খর্ব্ব, দর্প চূর্ণ হইল তোমার। নির্ম্মল বলীর কুল, তোমা হৈতে বিনির্ম্মূল, স্থুলস্থুল হইল সংসার॥ মিথ্যা কর অহঙ্কার, তিন-লোকে ছার ছার, বিপক্ষে হাস্যাস্পদ হবে। বাঘে খায় নাহি দায়, কাঁটা ঘনে টেনে লয়, শত্রু পক্ষে নানা কথা কবে॥ কি দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ, রাক্ষস কি প্রতিপক্ষ, লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ তোমার। অলক্ষ কক্ষতা করে, তিলে তাল ঘরে ঘরে, ফিরে ফিরে করিবে

প্রচার ॥ পাতালে শুনিলে বলি, দুর্ব্বল হইবে বলী, কলি শুনে বলিবে বলিরে। রাজ ঘরে এ অকার্য্য, কলির হইল রাজ্য, রাজা ছেড়ে দিবে সে কলিরে ॥ হিরণ্যকশিপু সুত, প্রহ্লাদ সুগুণযুত, আপনি বৈষ্ণব শিরোমণি। তাহার কারণ হরি, নরসিংহ রূপধরি, কশিপুকে উদ্ধারে আপনি ॥ প্রহ্লাদের ভক্তি কীর্ত্তি, রহিল নৃসিংহ মূর্ত্তি, প্রহ্লাদ নন্দন বিরোচন। মহা-শৈব মহোদয়, প্রকাশিলা পুণ্যচয়, সেই পুণ্যে বলির সৃজন ॥ বলি ত্রিলোকের পতি, যুদ্ধ শাস্ত্রে অতিরথী, দানে কলি হলি কল্পতরু। শুনিয়া বলির দান, কর্ণা-দির হত মান, স্বর্গে শুনি মান্ধাতাদি ভীরু ॥ বলির দানের গর্ব্ব, বিশ্বরূপে কৈলা খর্ব্ব, স্বর্গ মর্ত্ত্য মস্তক প্রদান। করিয়া করিলা কীর্ত্তি, মহা রাজা চক্রবর্ত্তী, পাতালের রাজ্যপদ পান। বলিরে ছলিয়া হরি, রহিলা পাতাল পূরী, দ্বারী হয়ে বামন আপনি। বলির নন্দন তুমি, তোমার ঘরণী আমি, হতভাগী উষার জননী ॥ তুমি দিলা পাপে মন, অনায়াসে উষা ধন, হাতে ধরি অপাত্রে প্রদান। তোমার পাপের কর্ম্মে, দোষ শ্রুতি কুল ধর্ম্মে, রুষ্ট দেব কুবুদ্ধি ঘটান ॥ কড়া কড়ি নাহি ব্যয়, অনায়াসে সুখোদয়, মাতামহ হৈলা মহারাজ। পাপে গেল কন্যা দায়, আর কিছু নাহি ভয়, বিবাহেতে আর কিবা কাজ ॥

কয়ে শ্রুত কটু বাণী, রাজারে ভৎসিয়া রাণী, ক্রোধ ভরে চলিল অন্দরে। রাগ শোক লজ্জা ভয়ে, বিষাদ প্রবাদচয়ে, কেশ পাশ বাস অসম্বরে॥ রাণীর শুনিয়া কথা, নৃপতির কাঁপে মাথা, হৃদে ব্যথা ক্রোধে বান। ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, ক্রোধেতে করায় রায় কয় রাজারে বিধান॥

হেথা যে ঊষার বাড়ি, কোতোয়াল ঘোড়া চড়ি, ঘোড় বেড়ি দিয়া ঘুরে ফিরে। বাঁচে কে ধর্ম্মের হাতে ঊষা উঠেছিলা ছাতে, দেখে কোতোয়াল মহাবীরে॥ নিরীক্ষণ করে দেখে, ভাবের বাজায় ঠেকে, চৌকী বসাইল চারি ভিতে। রাক্ষসের পারা যেন, ঘিরিল অশোক বন, বন্দি করে রাখে যেন সীতে॥ বীরদর্প করে কত, লোকে শুনে মূর্চ্ছাগত, চক্র দিয়া ফিরে কোতোয়াল। সঙ্গে যেন যমদূত, শত শত রজপুত, অগ্র ভূত যুথযুথ মাল॥ কাঁধে তলয়ার ঢাল, প্রলয় কালের কাল, লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপে। হাজার হাজার বাজী, ইরাকি তুরকি তাজি, চৌকড়ি ঝাঁপায় লাফেলাফে॥ চারিদিগে চবুতারা, ফিরে কোতোয়ালি পারা, থাকে থাকে ডাকে লোক হাঁকে। মারে মারে মালশাট, ঢালি করে সার সাট, পাকে পাকে ফিরে লাখে লাখে॥ বন্ধ করে বাট ঘাট, মারিল

রাজার বাট, হাট ঘাট পাট সাট নাই। নাগর নাগরী গণি, গরিব গুরুবা গুণি, গায়কে গণকে হৈল দাই ॥ নগরের ঘর ঘর, কাঁপে ডরে থর থর, কলেবর জ্বর জ্বর করে। কেহ কহে সর সর, আমরা পলাই ঘর, যম চর যদি করে ঘরে ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত, যতী ব্রহ্মচারি কত, বাণপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমী। নিমাত রামাত নাগা, বৈরাগী তিলক দাগা, ফকির ফুকুরা ভাবে ভ্রমী ॥ ভাবে গাঁটকাটা ভাট, দৈবজ্ঞ বাদক নাট, যুয়াচোর ভীত হৈল সোরে। দশদিগ বন্ধ করে, কেবা কোথা যাবে সরে, দিগভ্রম হৈল কত চোরে ॥ ভাল কোতোয়াল কাল, পুরী ঘেরে বেড়া জাল, পাখী উড়ে যাইতে না পারে। গৃহস্থ সমস্ত ব্যস্ত, পদস্থেরে অপদস্থ, করে ধরে দেখা পায় যারে ॥ অসুস্থ নগর বাসী, যার আছে কফ কাশী, নাহি কাশে প্রাণের শঙ্কায়। বড় করে কেহ কথা, কহিলে কাটিবে মাথা, একি হৈল সর্ব্বনেশে দায় ॥ আসাড়ে পাশাড়ে যত, বাসাড়ে ভাঁওড়ে কত, পাহাড়ে নাহাড়ে ঘাড়ে হাত। হাতে দড়ি পায়ে কড়ি, পায়েতে দোহারা বেড়ি, তাড়া তাড়ি কয়েদ খানাতে ॥ কেহ কয় রাজ ঘরে, কি জানি কেমন করে, কোন চোরে কিবা চুরি করে। কেহ কহে চুপ চুপ, একপ শুনিলে ভূপ, কেটে কূপে গাড়িবে সত্বরে ॥ শাসিত করিল ভাল, বেড়ে

সর্ব্বনেশে জাল, মৎস্য যেন জলের ভিতরে ।। বন্ধ করে হেন ধারা, চৌদিগে বসায় পারা, বাঁন্দিন্দা বন্ধন বন্দি ঘরে ।। কোতোয়াল উগ্রমূর্ত্তি, হৃদে ভয় মুখে স্ফূর্ত্তি চৌকীবৃত্তি বিপত্তি সদাই। শির দিয়া চৌকী-দারি, সর্ব্বদা বিধবা নারী, রাত্রি দিবা নিদ্রা নাহি যাই ।। ভিক্ষে বাজাই ভাই, কুত্তা গেলে রক্ষা পাই, ভাগ্যপুণ্যে পরাণ বাঁচাই। জনম কাটাই দুঃখে, সুখ পাই পর সুখে, মোর দুঃখ কে বুঝিবে ভাই ।। চাকুরি ছাড়িব বলি, মাগি পাড়ে গালা-গালি, চাকুরির কপালে আগুন। ব্যাধের মন্দিরে যেন, বসতি করিছে এন, তদোধিক যাতনা দ্বিগুণ ।। কহে কোতোয়াল দুঃখে, সকলে থাকিবে সুখে, আমি দাই খাইবা না খাই। যাই রাজা সন্নিধানে, হাতে করি নিজ প্রাণে, মোর ভাগ্যে যা করে গোসাঞি ।। রাণী গেলা অন্তঃপুর, আইল শুকুল শূর, রাজার সহর কোতোয়াল। পৃষ্ঠে তূণ ধনু কাঁধে, কোমরে কাটার বাঁধে, যমধার তলয়ার ঢাল ।। বরসীবল্লম হাতে, হাজার সওয়ার সাতে, যম সম প্রতাপে প্রলয়। দেখিয়া কোটাল বীরে, নকীব ফুকারে ফিরে, মহা-রাজ সেলামৎ কয় ।। কোটাল প্রণাম করে, রাজা নাহি দেখে ফিরে, মন ভ্রম হয়েছে রাজার। কোটাল কহিছে জোরে, আমিতো ধরেছি চোরে, ঠাকুঝির

দেখিয়া আন্ধার ॥ কোটালের কথা শুনি, রুষ্ট হয়ে নৃপমণি, চোর ধরিবারে উঠে ধায়। রায় কয় হায় হায়, গুপ্ত প্রেম লুপ্ত হয়, ব্যক্ত প্রেম ভক্তে নাহি চায় ॥

রাজার চোর ধরা।

বাণরাজ পেয়ে লাজ যেন বাজ ছুটে। কোতোয়াল ঠোকে তাল মারে গালসাটে ॥ সেনাগণ ঘনে ঘন হান হান হাঁকে। মার মার সার সার বার বার ডাকে ॥ ভারি ভারি ধনুধরি সারি সারি সাজে। মারে বাণ খরশান খান খান বাজে। গোলন্দাজ তিরান্দাজ বে আন্দাজ ধায়। কেবা কারে গুলি মারে লাগে কার গায় ॥ ভিড় ভাড়ে কার ঘাড়ে কেবা চড়ে লাফে। কেবা কারে তীর মারে জানে কার বাপে ॥ জয়ঢাক লাখে লাখ বাজে ঝাঁক ভেরী। সুমোচঙ্গ রণভঙ্গ কি মৃদঙ্গ তুরী ॥ জগঝম্প রণদক্ষ রণশিঙ্গা বাজে। ঘোড়া হাতী রথরথী কতিকতি সাজে ॥ বীর লম্ফে ভুমিকম্পে দম্ফে দম্ফে যায়। ঝম্পে ঝম্পে লম্ফে লম্ফে বক্ষে বক্ষে ধায় ॥ কেহ কয় কোথা যায় মহোদয় রাজা। কার ঘাটি করে খাটি কারে দিবা সাজা ॥ কেহ বলে কার

ভাঁগে খেলে কালফণি। কেবা সেবা তারে কেবা দেখেছ কখনি।। এইৰূপে চুপে চুপে দাপে দাপে চলে। হলে রাষ্ট হবে কষ্ট স্পষ্ট নাহি বলে।। ইতি মধ্যে সদ্য বিদ্যে পুরী মধ্যে বাণ। প্রবেশিল তুষ্ট শিল রুষ্ট ভগবান।। তত্ব করে ঘরে ঘরে উষার অন্দরে। তন্ন তন্ন ভিন্ন ভিন্ন প্রতি ঘরে ফিরে।। হেনকালে বর বলে চৌপাড় খেলিব। মৃত্যুকালে ডাক বলে জলে ডুব দিব।। উঠে পাখা খায় কাকা পিপিড়া যেমন। করে কুঠী বাঁধেগুটি আপনি বন্ধন।। পেলে কাল প্যাকে ফল নারিকেলে জল। ধরা পড়ে বাতে লড়ে কুধর্ম্মের ফল।। সারি সারি নব নারী পাশা শারি খেলে। ভাঙ্গে ভাল রাজা কাল আসি দেখা দিলে।। রায় কয় মহোদয় ঠেকে যায় বরে। করি জোর ধরি চোর পড়ে সোর ঘরে।।

অনিরুদ্ধ সহিত রাজার যুদ্ধ।

পাশা খেলে থাকে ভুলে সকলে সখিরা। মত্ত ধীর নহে স্থির নতশিরা ধীরা।। কেবা কারে দেখে ফিরে ক্রীড়া করে ছলে। ভ্রমে অলি যেন ভুলি কেলি করে ফুলে।। খেলে দ্বন্দ মন বন্ধ অনিরুদ্ধ বীর। অন্য মন সখীগণ যেমন বধির।। হেনকালে দেখা দিলে বাণ

মহাবলে। পক্ষরাজ পড়ে বাজ হংসের মণ্ডলে॥ দুশ্বাসন দেখে যেন দ্রৌপদীর ভয়। বস্ত্র ধরি শিরে ঘেরি ঊষা নারী রয়॥ সখী যত মৃত্যুবত শিরনত করে। এ গজ কচ্ছপ করে ঊষার অন্দরে॥ কেহ কারে নাহি পারে কেহ ধরে চুলে। দৃঢ় পুষ্টি করে মুষ্টি মারে কর্ণমূলে। হাতাহাতি লাথালাথি মাথা মাথি করে। শুঁড়চাপা বাঁধে কাঁপা বুকে দাপা ধরে॥ ছুড়াছুড়ি জড়াজড়ি গড়াগড়ি পাড়ে। পাড়া পাড়ি জড়াজড়ি ঘাড়মোড়া ঘাড়ে॥ কেশা-কেশী কসাকসি কেহ ধরে কাণ। নাহি পারে কেহ কারে উভয়ে সমান॥ অনিরুদ্ধ হারে যুদ্ধ বলি বদ্ধবান। গাঢ় চোর করে জোর খাটে দিল টান। জোর করে খুরা ধরে ভাঙ্গি লয় হাথে॥ দুহাতে মারিল বাড়ি নৃপতির মাথে॥ খেয়ে বাড়ি চোর ছাড়ি পলায় ভুপাল। ভালে ভালে ভাগ্য বলে চোর বেটা কাল॥ মল্লযুদ্ধ অপ্রসিদ্ধ চোরের সহিত। বলে বাণ ধনুর্ব্বাণ আনরে ত্বরিত॥ আনি ভুগে ধনুর্ব্বাণে বাণ হাথে দেয়। ক্রোধে কম্পবান বাণ ছিলা দিল তায়॥ চোক চোক বাণ বাণে মারে যত চোরে। খাটের খুরায় চোর নিবারণ করে॥ না পলায় চোর তায় বীর দর্প করে। যুদ্ধে অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ নাম ধরে॥ সহস্র সহস্র বাণ মারে মহী-

পাল। বাণ ব্যর্থ করে মত্ত কামের ছাওয়াল॥ ক্রোধে মহীপাল ভাল ভাল বলে চোরে। বাণ ব্যর্থ করে সদ্য আপনার জোরে॥ কি জানি কি জানে বেটা মন্ত্র মহৌষধি। অথবা অমর বর দিয়াছে বা বিধি॥ না জানি কেমন কাল প্রবেশিল ঘরে। শত শত তীক্ষ্ণ বাণে প্রাণে নাহি মরে॥ সিদ্ধ কি গন্ধর্ব্ব কিবা দেবতা সন্তান। নাহিলে কি হেন জানে যুদ্ধের সন্ধান॥ বেটা বীর বড় ধীর ধরে তীর হাতে। নাহি ডরে দম্ভ মারে তুচ্ছ করে তাতে॥ ভাগ্য পুণ্য অস্ত্র শূন্য ছিল শূন্য ঘরে। নৈলে এরে কেবা পারে কার সাধ্য ধরে॥ আমি মারি একবারে পাঁচ শত বাণ। খুরাখান দিয়া বাণ করে খান খান॥ রাজা ভাবে বুঝি হবে এ বেটা অমর। নাকে থেকে উষা দেখে আইল মোর ঘর॥ না মরে সমরে জ্বরে অমর নন্দন। না মরে যদ্যপি তবু করিব বন্ধন॥ এই বলে ধনু তুলে মন্ত্রপূত করি। নাগপাশ কালফাঁস ছাড়িল সত্বরি॥ চলে নাগপাশ কাল কালের সমান। সহস্র সহস্র মিশ্র অজস্র প্রমাণ॥ অনিরুদ্ধ নিরুদ্ধ দেখিল যুদ্ধকালে। বামবাহু চক্ষু নাচে ডাকিছে শৃগালে। কোথা গেলে পিতামহ অনাথের নাথ। হাহাকার করি করে শিরে করাঘাত॥ তোমার বংশেতে আমি অকৃতি সন্তান। বিদেশে বিপাকে পড়ে হারাই

পরাণ॥ আর না দেখিব পিতামহের চরণ। মনে মনে শ্রীচরণ করিছে স্মরণ॥ পিতামহী চরণে প্রণাম করি শত। বিদায় হইল দাস জনমের মত॥ করিয়া প্রণাম কাম পিতার চরণে। কুপুত্র তোমার চলে শমন সদনে॥ এক পুত্রবতী রতি আমার জননী। কত দুঃখ পাবে চিরকালের দুঃখিনী॥ রুক্মিনীর হইল হেথা প্রাণ আনচান। দৈববাণী জননী কহিলা বিদ্যমান॥ ওরে পুত্র অনিরুদ্ধ না করিহ ভয়। আমার নফর তুই তোর কিবা ভয়। শিবের ঘরণী হয়ে যাব কারাগারে। সর্পের বন্ধনে মুক্ত করিব তোমারে॥ ইতি মধ্যে নাগপাশ ফাঁস লাগে গলে। অচৈতন্য অনিরুদ্ধ বদ্ধ নাগ জালে॥ জ্ঞানশূন্য মহাবীর নৃপতির বাণে। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন পড়িল ভুবনে॥ নৃপতির চরে ধরে আনিল সভায়। রূপ দেখি ভুলে আঁখি করে হায় হায়॥

ঊষার বিলাপ।

অনিরুদ্ধে নাগপাশে, গলায় আঁটিয়া ফাঁসে, কসে কসে করিল বন্ধন। ঘরের ভিতরে থেকে, আপন চক্ষেতে দেখে, রাজকন্যা করিয়া ক্রন্দন॥ অমনি ধরণী তলে, রমণী পড়িল ঢুলে কমনীয়া সুবর্ণ

কমল। করুণা করিয়া কান্দে, বিনায়ে নানান্ ছান্দে, চক্ষে শ্রবে শ্রাবণের জল॥ সর্প কাঁদে চাঁদে বাধে, দেখিয়া কুমুদি কাঁদে, হৃদি হৃদে করে করাঘাত।* বলে মরি উহু উহু, কাল সর্প হৈল কুহু, কলানিধি কোথা প্রাণনাথ॥ বন্ধনে চাঁদের শোভা, যুবতীর মনোলোভা, যে দেখেছে সে চাঁদ বদন। বালক বালিকা যত, নবোঢ়া যুবতী কত, শত শত করিছে ক্রন্দন॥ কেবা কারে করে শান্ত, সকলেতে শোকে শ্রান্ত, ক্লান্ত ভ্রান্ত আপনা আপনি। সবে কহে হায় হায়, সখিরা কান্দিয়া কয়, সর্পিণী হারালে শিরো-মণি॥ চাতক চাতকী পাখী, ডাহুক ডাহুকী শিখী, পীক পীকি মূক মূকী হয়। যত নব বৎসগণে, গা-ভীর না খায় স্তনে, গাভিগণ ঊর্দ্ধমুখে রয়॥ তৃণ নাহি করে মুখে, শ্রাবণের ধারা চক্ষে, ক্রন্দনে কর্দ্দম বাণালয়। পুরিবর্গে সবে শীর্ণ, চোরের শোকেতে জীর্ণ, বলে তুর্ণ প্রাণ গেলে হয়॥ আর কি বাঁচিয়া সাধ, উষা বলে যে প্রমাদ, সমূলে নৈরাশ করে বিধি। রমণী নয়ন জলে, পরিপূর্ণ কূলে কূলে, বৃদ্ধি হৈল পুনর্ভবা নদী॥ দ্রুত পূর্ণ করে নদী, রমণী বধিয়া বিধি, বাড়াইল নদীর ঘোষণা। উষারে সাধিয়া বাদ, নদীর পুরালে সাধ, বিধাতার কিবা বিবেচনা॥ সখীরা হয়েছে ভ্রান্ত, না দেখে উষার

কান্ত, মন শান্ত বিধিরে বাঁচাবে। সখীরা কাঁদাবে, কিবে, হরি হরে কাঁদাইবে, এই চোরে রাজারে বাঁধাবে॥ অসুখী এখন দেখি, অশোকী হইবি সখী, শোক যাবে রজনী প্রভাতে। রায় কয় নাহি ভয়, রজনী পোহালে হয়, উষা পাবে নিজ প্রাণ নাথে॥

রাণীর বিলাপ।

চোর ধরে লয়ে যায়, রাণী শুনে দেখে তায়, গগণে রূপের ছটা উঠে। শোক তম পরিহরি, অশোকের সবিতরি, উদয়ে হৃদয় পদ্মকুটে॥ ভুবনমোহন রূপ, সুমধুর সুধাকূপ, দেখে রূপ নাহি ভূপ ভুলে। কো-থায়ে রাখিয়া প্রাণ, চোরে কৈল অপমান, বেঁধে চোরে প্রাণ কোথা থুলে॥ চকিতে দেখিয়া পথে, দোলায় দূতের হাতে, মন প্রাণ ধরিতে না পারি। চির পরিচিতা মেয়ে, কেমনে ধরিবে হিয়ে, শুনিয়া মরিবে উষা নারী॥ এ বাছা যাহার বাছা, সে বাছার বৃথা বাঁচা, বাঁচিয়া কি কলেবর হবে। বাছার দেখিয়া মুখ, বিদরে আমার বুক, উষা বাছা কেমনে বাঁচিবে॥ না বুঝিয়া করি রোষ, এখন বুঝিনু দোষ, উষার নাহিক কিছু পাই। মদনমোহন শ্যাম,

জাগায় কুমারী কাম, উষার কিছুই দোষ নাই।। এ রূপেতে মন স্থির, হৈতে পারে কি নারীর, ঘটে যদি নিজ মনোমত। আপন সময় বুঝে, কোথায় কমল বুজে, উপরে বসিলে মধুব্রত।। অবলা বালিকা মেয়ে, অরসজ্ঞা ছিল চেয়ে, ফুটিল কমল কাল পেয়ে। কি জানি দিগের ভ্রমে, আসেছিল কোন ক্রমে, সুবর্ণ ভ্রমর গেল রয়ে।। চলে এই কথা কয়ে, উষার মন্দিরে ধেয়ে, ভাবে উষা আছে কি না আছে। আইল উষার কাছে, দেখে উষা শুয়ে আছে, সখীরা সকলে বৈসে কাছে।। সোণার কমল উষা, ধূলায় ধূষর ধূষা, মৃত্যুচিহ্ন কণ্ঠ প্রায় রোধ। কাষ্ঠীভূত মৃতোপম, প্রায় মৃত্যু তুল্য সম, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হীন বোধ।। দেখিয়া উষার ধ্যান, রাণী হৈল হত জ্ঞান, কোলে লয়ে করিছে রোদন। বদনে বদন দিয়ে, লক্ষ লক্ষ চুম্ব খেয়ে, মা বলিয়া করে সম্বোধন।। আমি অভাগিনী নারী, অভাগী উদরে ধরি, হত ভাগ্য অভাগী নন্দনে। চুরি করি করে বিয়া, আমারে না জিজ্ঞাসিয়া, মোর দোষে হইল বন্ধনে।। আমারি কর্ম্মের ফলে, কালে কুহু চাঁদ গেলে, দোষ ভাগি আমিত্ত সম্প্রতি। চোর পঞ্চদশি শশি, কুমুদি প্রকাশে আসি, মোরে কৈল প্রতিপদি তিথী।। হায় কেন মাটি খেয়ে, রাজার সাক্ষাতে কয়ে, মজাইলাম

পরের বাছায়। আবিষ্কার করে রাণী, স্বশিরে কঙ্কণ হানি, মূর্চ্ছা হয়ে পড়িল ধূলায়॥ চোরের বদন চাঁদ, মন ভুলাবার ফাঁদ, সে ফাঁদে পড়িয়া কে ছাড়ায়। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, দহন করে হৃদয়, রাণীর হইল ঘোরদায়॥ মনে বিবেচনা করে, রাজার চরণ ধরে, পড়িব সভার মাঝে যেয়ে। বলিব রাজার তরে, এ কুকর্ম্ম ঘরে ঘরে, আদ্যোপান্ত আসিতেছে হয়ে॥ আমরা অসুর কুল, জাতির কি আছে মূল, এই স্থূল কহিয়া রাজারে। দেখিয়া আমার মায়া, আমারে করিয়া দয়া, দয়া করে বাঁচাবে বাছারে॥ দেখাব দৃষ্টান্ত তার, দেব কুলে ব্যবহার, তারাগর্ব্ভে চন্দ্রের ঔরষে। বুধের জনম হয়, গ্রহ মধ্যে পরিচয়, দেয় দেখ উদয় আকাশে॥ মনেতে পাইয়া তাপ, বৃহস্পতি দেয় শাপ, কলঙ্ক ভাজন হইল শশি। কি হৈল কলঙ্কে তার, সেহত জগতের সার, ত্রিলোক উপরে থাকে বসি॥ স্বচক্ষে দেখ আপনি, হর চূড়ার্চ্চন মণি, হয় শশীশেখরের শিরে। শশী কি না নাশে তমে, কলঙ্ক যাইবে ক্রমে, মিছা ভ্রমে ভাবি নীর ক্ষীরে॥ এই নীতি দেখ নাথ, মিথ্যা কর আত্মনাদ, মনেরে প্রবোধ মনে মনে। নতুবা সগর্ব্ভা কন্যা, রূপগুণময়ি ধন্যা, সীতা সমা কিবা দিবা বনে॥ মা বলিছে নাহি মেয়ে, রব কার মুখ চেয়ে, বল মহারাজা হে

আমারে। আমিহে তোমার ঘরে, থাকিব কেমন করে, ছাড়িয়া প্রাণের উষা মারে॥

পুনশ্চ রাণীর বিলাপ।

ভারি ভেবে তুচ্ছ কথা, তুমি পাবে মর্ম্ম ব্যথা, সে ব্যথায় ব্যথিত হবে প্রাণ। অতএব অনুগ্রহ, করিয়া করহ স্নেহ, দেও হে চোরের প্রাণদান॥ এই চিন্তা করি মনে, রাখি উষা ভূম্যাসনে, চলে শীঘ্র রাজা সন্নিধানে। ঝর ঝর আঁখি ঝরে, যেমত বর্ষার নীরে, কেশপাশ বাস ভাসে বানে॥ তাহাতে ধুলির সঙ্গে, কর্দ্দম হয়েছে অঙ্গে, অমার্জ্জন বর্জ্জন ভুষণ॥ রাণী শোকাকুলি হয়ে, রাজার নিকটে গিয়ে, বিস্তারে মনের বিবরণ॥ হিতোপদেশেতে বাণী, কহিল সকলি রাণী, রাজা বলে আমি সব জানি। প্রাণের প্রিয়সী তুমি, তব আজ্ঞাকারী আমি, তোমার বচন বড় মানি॥ দিলাম তোমারে বর, না পাঠাব যম ঘর, চোর বর করিব উষার। লোক কুচ্ছা তুচ্ছ করি, তব বাক্য শিরে ধরি, করে দিব উষার স্বসার॥ কিন্তু এক কথা রাখ, বিবেচনা করে দেখ, সহসা কহিতে নাহি পারি। হটাতে ছাড়িয়া দিবে, লোকে শুনে কি কহিবে, এ হেতু সহজে করি ভারি॥

আপনি হইয়া ধীরা, উষারে করগে স্থিরা, তোমারে দিলাম এই বর। আর এক কথা কই, হেন যদি ছাড়ে দেই, মিথ্যাবাদী করিব শঙ্কর॥ আমারে তাঁহার শাপ, আছে পাব মনস্তাপ, পাপজোরে করেছিলাম হরে। যুদ্ধ দেহ দিগম্বর, তাহে ক্রোধী হয়ে হর, যে কহিলা আমারে সত্বরে॥ তাহার বৃত্তান্ত সার, তোমারে না কব আর, স্বচক্ষে দেখিবে হে প্রভাতে। মনোমত পেয়ে বর, চলিল উষার ঘর, রাণী যায় কান্দিতে কান্দিতে॥ রাণী গেল অন্তঃ-পুরে, রাজা বার দিলা ফিরে, মন্ত্রী লয়ে করয়ে মন্ত্রণা। রায় বলে হায় হায়, শিবের শাপের দায়, ফলে যদি কিসের যন্ত্রণা॥

নারদ কর্ত্তৃক সংবাদ।

দেবঋষি নারদ বিরোধ তত্ত্ব করে। বীণা যন্ত্রে দোকাঠি বাজাবে ঘরে ঘরে॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে প্রহরে ঘাটীপাক। মিথ্যা কওয়া চিঠী বওয়া অমরের ডাক॥ বৈসে উঠে তিলেক না থাকে এক ঠাঁই। এমনি সত্বর যেন ঘরে খেতে নাই॥ স্বজন পোষণ জন্য দরিদ্র যেমন। ততোধিক ব্যস্ত ঠিক ঋষি তপোধন॥ তম্বুরজ্জু নিজে কোন কর্ম্ম নাহি তার॥

ভাবে হেন শিরে যেন পৃথিবীর দায়॥ গৃহছিদ্র তত্ত্ব করে ফিরে ঘরে ঘরে। সর্ষপপ্রমাণ ছিদ্রে তাল তুল্য করে॥ ধ্যানস্থে দেখিয়া ব্যস্ত হইলা নারদ। বলে আমি হেতা তথা বাণের বিপদ॥ সর্ব্বনাশ হৈলে যেন গৃহস্থে চিন্তিত। গৃহ শূন্য নারদ চিন্তিত ততো-ধিক॥ বিরোধের প্রশক্তি বুঝিয়া মুনিবর। উদর হইল স্ফীতু উঠিছে উদ্গার॥ বাণের অধিক চিন্তা হৈল মুনিবরে। ভাবে পাছে বিরোধ মিটায় ঘরে ঘরে॥ পড়েত উঠেন। ছুটে ছুটছুটী ধায়। তাড়া-তাড়ি গেলা বাণরাজার সভায়॥ দেখিয়া ঋষিরে রাজা উঠিয়া সত্বরে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্ব প্রদক্ষিণ করে॥ স্বর্ণ সিংহাসনোপরি বসায়ে ঋষিরে। বিবিধ পাদ্যাদি দিয়া পুজিল মুনিরে॥ সুস্বাগত স্বাগত কহিছে নৃপবর। মুনি বলে সুখ দুঃখ শূন্যত আমার॥ আমি দগ্ধ রজ্জুসম দেখিতে সুন্দর। কোন কর্ম্মে নাহি লাগি মিথ্যা কলেবর॥ যে হোক সে হোক সে আমার ভাগ্যে আছে। ভাবিত হইয়া বাছা আসি তোর কাছে॥ দ্বারিকা হইতে আইসে শ্রীকৃষ্ণের দূত। লিপি পড়ে দেখিলাম বিপদ অদ্ভুত॥ আশয়ে বুঝেছি অমঙ্গল তাঁর ঘরে। আমার লেখনে লিখে যাইতে সত্বরে॥ আর শুনি যানাযুনা করে ঘরে ঘরে। হাটে ঘাটে বাটে মাঠে কাণাকাণি

করে ॥ একেত হয়েছি বুড়া কাণে শুনি কম। অণ্প অণ্প বাণ শব্দ শুনে হৈল ভ্রম ॥ আরতো যাইতে নারি কৃষ্ণের নিকটে। অমনি বাপার কাছে আই-লাম ছুটে ॥ তোমার মঙ্গল আগে শুনিয়া শ্রবণে। প্রাণস্থির করে তবে বসি সিংহাসনে ॥ আপন সমান বাপা কে আছে আমার। আর কি এমন পাব ভিক্ষার আধার ॥ নৃপতি বুঝিলা যে মুনির ব্যব-হার। মহাঋষি বৈস বলি করিয়া বিস্তার ॥ ঋষির সাক্ষাতে মিথ্যা কথা নাহি কব। হাটের দুয়ারে কি কপাট দিয়া রব ॥ তুমিতো সকলি দিব্য চক্ষে দেখা পাও। তবে কেন প্রবঞ্চনা করিয়া সুধাও ॥ মহাঋষি বলে বাপা এ তথ্য প্রমাণ। বন্দেনল প্রবেশে আমার কোথা জ্ঞান ॥ শুনিয়া হইনু ব্যস্ত মনে হইল ভ্রম। জাননা চিন্তায় বাপা ভুলে পূর্ব্বক্রম ॥ অন্যেরে ইষারা করে কর্ণকূপ কয়। মা মরুক্ মাসি মোর বাঁচিলে সে হয় ॥ নৃপতি কহিছে কহি শুন তপোধন। অন্দরে প্রবেশ করে চোর একজন ॥ তাহারে বান্ধিয়া আনি নাগপাশ বাণে। বন্দি ঘরে বাঁধা আছে সর্পের বন্ধনে ॥ রেখেছি দুর্জ্জয় শীল হৃদয়ে চাপায়ে। এতক্ষণ আছে কিবা মরেছে হাঁপায়ে ॥ নষ্ট বেটা দুষ্ট রীতি কষ্ট কথা কয়। অদ্য না মরিয়া থাকে মরিবে নিশ্চয় ॥ ঋষি বলে আর ভাল বুঝিনু

এখন। যারো পাপ যাক্ তাপ কলঙ্ক ভাজন॥ তোমার বচনে ধড়ে আইল মোর প্রাণ। শুনিনু বিশেষ বার্ত্তা করিছে প্রস্থান॥ রায় বলে এমত আত্মীয় থাকে যার। ইঙ্গিতে জানিলে সর্ব্বনাশ হয় তার॥ বিদায় হইয়া ঋষি রাজার নিকটে। তদন্তরে বন্দি ঘরে তাড়াতাড়ি ছুটে॥ দেখে বন্দি ঘরতো দ্বিতীয় যমালয়। হাঁক ডাক শুনিয়া ঋষির হৈল ভয়॥ মনে মনে ভাবে ঋষি ঘরের ভিতরে। কিরূপে প্রবেশ হবে বিবেচনা করে॥ এমনে আইলে না ছাড়িয়া দিবে মোরে। যাইব ঘরেতে কোন ছদ্ম বেশ ধরে॥ ঢেঁকি বীণা রাখিয়া হইল বড় বুড়া। ধীরে ধীরে চলে যেন মার্কণ্ডের খুড়া॥ দন্ত হীন দাড়ি সে ঠেকেছে ঠিক নাকে। কোটরস্থ চক্ষু স্বমুদ্রিত সদা থাকে॥ ঝরঝর আঁখি ঝরে ক্লেদ ভরা কোণে। সহজে বধির কথা নাহি শুনে কাণে॥ শিরে জটা গোটা গোটা তুকাটা উকুন। পোঁটা নাকা নস্যমাখা কাসে চতুর্গুণ॥ তলপেটে আছে মেরু দণ্ডেতে মিশায়ে। বকের চলনে চলে কাসিয়ে কাসিয়ে॥ হাতে আশাবাড়ি দড়ি বসের গলায়। খড়ি উড়ে গায় কান্দে কথায় কথায়॥ উত্তরিল গিয়া বন্দি ঘরের নিকটে। কান্দি বলে নাতি না দেখিয়া বুক ফাটে॥ বন্দি জমাদ্দারে আশীর্ব্বাদ করি বসে।

বিরূপ দেখিয়া বিপ্র জমাদ্দার হাসে।। কহে ওহে ঠাকুর কোথায় তব ঘর। এ বয়েসে পরবাসে তত্ত্ব কর কার।। কি আছে তোমার মনে কহ সত্য বাণী। কথা না কহিয়া কর এ মিথ্যা কাঁদুনি। জমাদ্দার যত কহে শুনে নাহি শুনে।। বলে বাছা কি বলরে না শুনি শ্রবণে।। বিধাতা করেছে অন্ধ কর্ণেতে বধির। ছয়মাস সংবাদ না পাইহে নাতির।। শুনেছি করেছে বন্দি সে অন্ধের লড়ি। মরে মরে লড়ি ধরে আসি গুড়ি গুড়ি। জমাদার বলে দেখি বৃদ্ধ কলেবর। দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা রাক্ষসের চর।। কেবা কোন ছলে আইল কিবা করে যায়। না জানি ছাড়িলে কিবা কপালে কি হয়।। ব্রাহ্মণ শরীর এটা দুরন্ত আকার। ছাড়িয়া না দিলে যদি একে করে আর।। কড়াকড় চৌকী মোরা দিব বেড়ি ঘর। যাকু বুড়া মরুক গিয়া ঘরের ভিতর।। এক বেটা চৌকিদার ছুটি কর ধরে। ঠেকুয়া দিয়া বুড়ারে ফেলায়ে দিল ঘরে।। দ্বার বন্ধ করিয়া আঁটিয়া দিল চাবি। ঘরে চিত হয়ে পড়ে মুনি খায় খাবি।। নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া চোরের কাছে যায়। শিরে করাঘাত করি করে হায় হায়।। মুনি বলে যা ভেবেছি এসে দেখি তাই। তোমার গোষ্ঠীর কি ইন্দ্রিয় বশ নাই।। বুড়া কিবা চেংড়া সকলে এক রীত। গোষ্ঠী বর্গে ভালবাস

গোপনে পিরিত ॥ প্রতিবাসি সবে তোমা সবাকার ডরে। বহুড়ি ঝিউড়ি লয়ে ঘর নাহি করে ॥ তোমার গোষ্ঠীর ভাই থাকিতে সঞ্চার। ভাল মেয়ে ভুবনে রহিবে নাহি আর ॥ স্পষ্ট কহি রুষ্ট না হইও মোর ভেয়ে। ইন্দ্রিয় দোষেতে হে সকলে গেলা বয়ে ॥ ছাই ফেলাইতে আছি আমি ভাঙ্গা কুলা। চিরকাল পোড়াইলি হতভাগা গুলা ॥ আহা মরি মরিরে প্রাণের সোণা ভাই। সত্য কহ সুপথ্য মন্ত্রণা দিয়া যাই ॥ অনিরুদ্ধ বলে শিরে চাপাও চরণ। বিষের জ্বালায় যেন না হয় মরণ ॥ বুক ফাটে প্রাণ যায় পিপাসায় মরি। মুনিবর দেহ বর এ শঙ্কটে তরি ॥ আরত সহেনা প্রাণে শরীর বিকল। ক্রমে ক্রমে উঠিল হে নাক জিনি জল ॥ কর্ণে নাহি শুনি চক্ষে দেখিতে না পাই। সশ্বত হইনু হেন প্রায় যাই যাই ॥ অজ্ঞান ক্ষণেক হয় মুর্চ্ছাপন্ন দেখে। কখন কখন জ্ঞান হয় থেকে থেকে ॥ দেখিয়া চিন্তিত মুনি উপদেশ কয়। জগত জননী বিনা না দেখি উপায় ॥ শ্রীদুর্গা করিবে মহা দুর্গমে নিস্তার। আমি মন্ত্র দেই তুমি মন্ত্র যপ তাঁর ॥ মুনি বলে আমি যাই শ্রীকৃষ্ণ নিকটে। শ্রীকৃষ্ণ করিবে রক্ষা তোমারে শঙ্কটে ॥ দিলা মহামন্ত্র বাণী কুমারের কাণে। অনিরুদ্ধ সেই

মন্ত্র জপে মনে মনে ॥ রায় বলে উপযুক্ত হইল অতঃপর। একত্রেতে নয়নে হেরিব হরি হর ॥

অনিরুদ্ধের তপস্যা।

মহা ঋষিদত্ত সিদ্ধ, মন্ত্র পেয়ে অনিরুদ্ধ, প্রসিদ্ধ হইয়া জপে ক্রমে এক চিত্ত হয়ে ভাবে, যেমত চণ্ডাল শবে, জপ করে নাহি ভুলে ভ্রমে ॥ হাসে নাচে গীত গায়, মনটী কলসে রয়, দড়া বাজি করে বাজিকরে। এমনি কামের সুত, জপ করে অদদ্ভুত, সর্পবিষ যন্ত্রণা নিবারে ॥ হেথায় কৈলাসপুরে, শ্রীদুর্গার শ্রীমন্দিরে, সিংহাসন টলমল করে ॥ ভক্তাধীনা ভগবতী চঞ্চলা হইলা অতি, ভক্ত দুঃখ জানিয়া অন্তরে ॥ বসিয়া শিবের যোগে, আছিলা কৌতুক রাগে, উচাটন হৈলা মহামায়া। হইল মনের ভ্রম, ঘুচিল কৌতুক ক্রম, জননীর উপজিল দয়া ॥ এক কথায় আর কন, খাইতে বিসম খান, মুখে হৈতে পান পড়ে খসে। কেন হৈল অন্যমন, মন্ত্র ভ্রম হৈল কেন, কহেন শিবের বামে বসে ॥ প্রভু কহ আজি কেন, অমঙ্গল দেখি হেন, উচাটন মন কেন করে। আনন্দ অম্বুধ তুমি, আনন্দ অম্বুধী আমি, মন কেন আনন্দে না ধরে ॥ আপনি আনন্দময়ী, নিরানন্দ কেন হই,

সদানন্দ কহ কি কারণ। হাসিয়া ঈশান বলে, হবে কে দুঃখির ছেলে, মহীতলে করিছে স্মরণ ॥ অনু-মানে বোধ হয়, নারদ ঠেকিয়া দায়, উপদেশ দিয়াছে কাহারে। সেই নর দুঃখ পায়, দুঃখে দুর্গা নাম গায়, দুর্গ হরা ডাকিছে তোমারে ॥ তোমার উচিত হয়, শরণাগতের ভয়, রক্ষা করে রাখ রক্ষা নাম। দয়াময়ী নাম ধর, দয়া দানে কেন ডর, দয়া কর তুমি দয়া ধাম ॥ শুনিয়া শিবের উক্তি, উঠিলা শিবের শক্তি, মুক্তিদাত্রী কর্ত্রী মহামায়া। গৃহস্থ ধর্ম্মের কর্ম্ম, বুঝিয়া লইল মর্ম্ম, করিবে বিজয়া আর জয়া ॥ দেখি দুর্গা স্বর ধরে, আছে বাণ কারাগারে, অনিরুদ্ধ বদ্ধ নাগপাশে। জর্জ্জর বিষের তাপে, শুয়ে মহামন্ত্র জপে, কিঞ্চিত নিশ্বাস বহে নাসে ॥ আছে তনতন্ন জ্ঞানে, মোহিত মায়ার ধ্যানে, সহস্রারে প্রবেশিয়া প্রাণ। হয়ে বাহ্য জ্ঞানাভাব, যুক্তি গুণে মুক্তি লাভ, ভক্ত জানে ভক্তির প্রমাণ ॥ দেখিয়া ভক্তের দুঃখ, মায়ের শুখায় মুখ, দয়াময়ী ভকত বৎসলা। পাইলে ভক্তির মূল, কালী হয়ে অনুকূল, ঘুচাইলে বন্ধনের জ্বালা ॥ উরিলা জগত মাতা, অনিরুদ্ধ বদ্ধ যথা, চলিল বাণের বন্দি ঘরে। হাম্বারবে গাভি যেন, বৎস অন্বেষণে হেন, পয়ো ভার হৈল পয়োধরে ॥ হেন ধায় দয়াময়ী, মা ভৈ মা ভৈ ভাষি, ঘন ঘন কহিছে শঙ্করে। কৃপা-

ময়ী কৃপা করে, আইলা বন্দির ঘরে, অভয়া অভয় বর করে ।। মহীষমর্দ্দিনী মাতা, অনিরুদ্ধ শুয়ে যথা, পাদপদ্ম শিরে তুলে দিলা। ব্রহ্মা আদি দেবগণে, যে চরণ ভাবে ধ্যানে, পাবে বলে আশা করেছিলা ।। হরের হৃদয় ধন, বিনি মূলে নিলে পণ, অনিরুদ্ধ কি পুণ্য করিলা। দেবগণ মুগ্ধ হয়, ইন্দ্র করে হায় হায়, ব্রহ্মময়ী কি দেখালে লীলা ।। ভক্তের অসাধ্য মেনে, কোন কর্ম্ম ত্রিভুবনে, না পারে করিতে ভক্ত জনে। নিগঢ় ভক্তির গুণে, দৃষ্ট দেখ দশাননে, দুর্দ্দশা করিল দেবগণে ।। ভকত বৎসলা মাতা, চতুর্বর্গ ফল দাতা, দয়াময়ী ভক্তের অধীনা। বাণ কারাগার তায়, বিশেষিয়া যমালয়, ঘোর অন্ধকার আছে দিনে ।। মাকসা মক্ষীকা মশা, তেলাপোকা ছুঁচা মূষা, কেচুয়া টিক টিকী ছারপোকা। অঞ্জনি বৃশ্চিকা ডাঁষ, কেন্নুই পোকার বাস, উচঙ্গু ঘুরঘুরা জোঁগ চোথা ।। নানা জাতি আছে সাপ, মল মূত্র কাশ কফ, কত কীট পুন্নাগ নরকে। মাটির ভিতরে ঘর, উত্তরে একটী দ্বার, অন্য অভিসন্ধি নাহি থাকে ।। তার মধ্যে মহেশ্বরী, দেবী দিব্য রূপধরি, অনিরুদ্ধ মূর্দ্ধে দিয়া পদ। অনিরুদ্ধ শিরে যেন, করিল কালিকা পুনঃ, দেবের দেবের হৃদি হ্রদ ।। ঠেকি তপস্তার দায়, কুম্ভাণ্ডে আসিয়া যায়, ডাকি ভক্তে চৈতন্য করায়। কুমার দেখিয়া

মায়, কাটায় বন্ধন দায়, থর্ব্ব যেন সুধাকর পায়।। স্বচক্ষে দেখিল তুর্য্য, মেঘ মুক্ত শত স্থর্য্য, উদয় হইল শ্রীচরণে। ঘুচিল বিষের জ্বালা, বন্ধন হইল শলা, মুক্ত হৈল ভবের বন্ধনে।। হইল উল্লাস মনে, দুন্দুভি বাজে গগণে, পুষ্পবৃষ্টি হইল বন্দি শিরে। সাধুরে কামের ছেলে, কামনা পুরায়ে নিলে, ধন্য ধন্য অনিরুদ্ধ বীরে।। শ্রীচরণ শিরে ধরে, অনিরুদ্ধ স্তব করে, স্মরে স্মর হরজায়া মনে। অধিক বলিব কিবা, বিপদে দর্শন দিবা, বিপদভঞ্জিনী নিজগুণে।। তুমিত জগতকর্ত্রী, জগতের মুক্তিদাত্রী, শক্তিরূপা শত্রু বিনাশিনী। যোগাদ্যা কালিকাম্বিকা, তুল্য গুণাত্মিকাত্মিকা, তত্ত্বময়ী ত্রিগুণ ধারিণী।। শাঙ্খ্য দরশনে সার, শক্তি বিনা মুক্তি কার, যুক্তি মতে নিরুক্তি বাখানী। তুমি মা সৃষ্টির আদ্যা, মহাকালী মহাবিদ্যা, নিত্যানন্দময়ী রূপা জানি।। মহাকালী রূপ ধরি, স্বযোনি রমনা করি, সৃজিলা ব্রহ্মাণ্ড যুথযুথ। তিন গুণ তিন জনে, প্রসবিলা নিজগুণে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন সুত।। তৃষ্ণা ক্ষুধা ক্ষমা দয়া, কাম ক্রোধ মোহ মায়া, অহঙ্কার লোভ লজ্জাবতী। তুমি ভয় রোগ শোক, কি মাশ্চর্য্য মদ যোগ, তুমি মৃত্যু জরা ধরা সতী।। তুমি দেহ দেহি জীব, তুমি গো পরম শিব, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময়ী। তুমি গো অজয় জয়, তুমি লয় ভয় ক্ষয়, তুমি

যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্রময়ী॥ প্রণব রূপিণী বেদ, তুমি ছেদ তুমি ভেদ, তুমি তুমি তুমি আমি তুমি। কি জানি মা আমি নর, আমারে কি দিবে বর, বন্দিমুক্তি হইব কি আমি॥ অভয়া বরদ করে, ধরিয়া বন্দির করে, দিয়া বরে ঘুচালে আপদ। আমি এই যাই বলে, রজনী প্রভাত হলে, বাড়াইব তোমার সম্পদ॥ এক্ষণে সম্প্রতি করি, কালসর্প বিষহরি, শ্লোথ করি সর্পের বন্ধন। আর কিছু নাহি ভয়, জননী বন্দিরে কয়, আর বৎস না কর ক্রন্দন॥ এই বর দিয়া উরে, অভয়া সত্বরে সরে, কৈলাসেতে করিলা গমন। খেদে হরানন্দ কয়, আমারে কালের ভয়, না জানি মা ঘুচাবে কখন॥

চোরের পরিচয়।

মনে মনে মহারাজা করে বিবেচনা। চোরে পরিচয় লৈতে হইল বাসনা॥ বিবেচনা করে কত আপন মনেতে। এমন সুন্দর চোরে না পারি বধিতে॥ উষা কন্যা সগর্ব্ভা হয়েছে মোর ঘরে। অনুভব হয় সে বরেছে এই বরে। যে হোক্ সে হোক্ কর্ম্ম ভেবে করা ভাল। কর্ম্ম করে ভাবিতে হইলে বাধে এলো॥ বিবেচনা স্থির করে ডাকে কর্ণকূপে। চোরে পরিচয়

লৈতে আজ্ঞা দিলা ভূপে ॥ চলে কর্ণকূপ যথা বন্দি আছে চোরে। চোরের নিকটে গিয়া দাঁড়ায় সত্বরে ॥ মন্ত্রী বলে শুন আমি মন্ত্রী কর্ণকূপ। মোরে পরিচয় লৈতে পাঠাইলা ভূপ ॥ আমার নিকটে সত্য পরিচয় কহ। মিথ্যা পরিচয় দিলে যমালয় যাবে ॥ চোর বলে কি মোরে দেখাও কাল ভয়। কালজিহ্বা মন্ত্র জানি কালির কৃপায়। কালিয়ার বংশের অংশেতে আমি চোর। মহাকালীসহায় কালের কিবা জোর তুমি কর্ণকূপ মন্ত্রী বুঝ বুদ্ধিমান। আকার সদৃশ প্রজ্ঞ প্রজ্ঞয়া বিধান। সুবুদ্ধি সর্ব্বজ্ঞ বটে একই সমান। তবে পরিচয় চাহ এত অপ্রমাণ ॥ কথায় অবাক হইয়া মন্ত্রী কর্ণকূপ। স্বস্থানে প্রস্থান করে যথা আছে ভূপ ॥ কর্ণকূপ ভূপের নিকটে বার্ত্তা কয়। শক্ত চোর করে জোর নাহি করে ভয় ॥ পরিচয় জিজ্ঞাসিলে ব্যঙ্গেতে উড়ায়। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যঙ্গে শ্রবণ জুড়ায় ॥ দুঃসাহস সঙ্গোপন সহিষ্ণু শরীর সুচর্ব্য লক্ষণাক্রান্ত প্রগাঢ় গভীর। দ্বিদলস্থ বস্তু চোর এ চোরে বুঝায়। কামের করিয়া বাম কামেরে জাগায় ॥ না দেখি কখন হেন অপরূপ রূপ। নহে নর নির্জ্জর কহিছে কর্ণকূপ ॥ হয় নহে নিজ চক্ষে দেখহ ভূপতি। মনুষ্য কখন নহে দেবতার ভ্রান্তি ॥ কর্ণকূপ মুখে ভূপ শুনিয়া সকল। ভূপাল হয়েছে ভীত

ভাবিয়া বিকল॥ চোরের নিকটে রাজা চলে শীঘ্রগতি। পরিচয় আপনি জিজ্ঞাসে মহীপতি॥ সত্য কহ চোর তোর কোথায় বসতি। কোন রাজা তোর সে রাজ্যের অধিপতি॥ কোন জাতি কিবা নাম কাহার তনয়। মাতামহ মাতা কেবা দেহ পরিচয়॥ আমার সাক্ষাতে সত্য কহিলে এখন। অবশ্য করিব তোর বন্ধন মোচন॥ চোর বলে মহারাজ চোরের কথায়। [illegible] কথা টকিলে কোথা কে করে প্রত্যয়॥ যে হয় কহিব নিজ তথ্য পরিচয়। তথ্য যদি মিথ্যা বুঝ তাতে কিবা ভয়॥ ভারতি জননী পিতামহের দুহিতা। না জান কি আপনি আমার মার পিতা॥ আপনি পঞ্চম নামে থাক যাঁর করে। তোমারে ধরিয়া মারে তোমার শরীরে॥ নীরাকার বীর ধীর তীর ধনু ধরে। রজস্তম সত্ত্ব জগত্তত্ত্ব তাঁর করে॥ যতেক হইল সৃষ্টি সৃষ্টি করিবারে। সৃষ্টির প্রধান তত্ত্ব নিজ কলেবরে॥ ব্রহ্মাণ্ডকে লণ্ড ভণ্ড করে এক তিলে। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কে ছাড়া তাঁর লীলে॥ তাঁহার তনয় নাম যুদ্ধে অনিরুদ্ধ। নিরস্ত্র ছিলাম তাই তুমি কর বদ্ধ॥ শঙ্কা মাত্র নাহি করি কালীর কৃপায়। কি করিতে পারে নাগ বিষের জ্বালায়॥ মরিয়া বাহিরে মরে কালী নাম যেবা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমারে

বধে কেবা ॥ কালীর মহিমা সীমা বেদান্তে না পায়। কিঞ্চিত বুঝেছে সে অমর মৃত্যুঞ্জয়। মহাকালী প্রসবিলা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে। হরিয়ে তরিতে হৈল যমুনায় শিবে ॥ শারদীয় পূজা সৃষ্টি সমুদ্রের কূলে। শ্রীরাম পূজিল বিল্বপত্র ফল ফুলে ॥ ধূম্রলোচনেরে ভস্মসাত হুহুঙ্কারে। চণ্ডমুণ্ড খণ্ডখণ্ড করি মুণ্ড করে ॥ রক্তবীর্য্যে নির্ব্বীর্য্য করিয়া মহামায়া। উদর পুরিয়া রক্ত খাইলা অভয়া ॥ শুম্ভ নিশুম্ভেরে সাঙ্গ করিয়া শঙ্করী। নিঃশঙ্ক করিল শক্রাসনে শাকম্ভরী ॥ মহিষাসুর চুরচুর করিয়া মহেশী। মহিষমর্দ্দিনী হৈলা মহেশরূপসী ॥ কারণার্ণবেতে কৈটভমধুবীরে। বধিয়া করিলা দ্বীপ কারণের নীরে ॥ হেন কীর্ত্তি মা মোর করেছে কতবার। ত্রিলোকে না করি শঙ্কা আমি দাস তাঁর ॥ কিঞ্চিত অপেক্ষা করি শুন মহোদয়। তুমি আমা হৈতে বড় মায়ের তনয় ॥ অভয়ার স্তন্যপান করেছ আপনি। তোমারে করেছে দয়া জগত জননী ॥ আরত পাকত এক নুসম্পর্ক মানি। সম্পর্কে গৌরবী কিছু হয়েছ ইদানী ॥ ব্যঙ্গতে সঙ্কেতে কহি শুন নৃপবর। আপনি বিদ্বান বুঝে বিবেচনা কর ॥ নতুবা এ কোন কর্ম্ম নাগপাশ কাটা। হস্তির গলায় এত মৃণালের ছোটা ॥ ভাঙ্গিবে ভবানী জব্দ দেখিবা কৌতুক। সদ্য বিদ্য অদ্য পাবে প্রতিপাদ্য সুখ ॥ ক্ষিতিপতিপ্রতি উষাপতি স্পর্দ্ধকয়।

নৃপতি বুঝিল এ সামান্য চোর নয় ॥ রায় বলে বাক্য ছলে বুঝিলে নৃপতি। রতিপতি পুত্র পতি বরে উষা সতী ॥

ক্রোধ ভরে রাজা কয়, নাহি দিলে পরিচয়, যমালয় পাঠাব সত্বরে ॥ হৃদে শোক বাহ্যে রোখ, প্রতাপ জানায়ে মোঘ, কহিছে বান্দির জমাদারে ॥ আজ্ঞা পেয়ে জমাদার, বলে চোরে মার মার, ধরধর সব সেনা হাঁকে। গর্জ্জন করিছে হেন, ঘন ঘন ঘন যেন অশনি পর্তান হেন ডাকে ॥ কুঁদে পড়ে জমাদার, করে নেঙ্গা তলয়ার, করে ঠাট কাট কাট করে। রাজাত ঠেকেছে দায়, হৃদয় বাঁধা মায়ায়, ইসারা করিয়া গেল ঘরে ॥ জমাদাব বুঝে তায়, নৃপতি ঠেকিয়া দায়, দয়া কৈলা দেখিয়া কুমারে। ডাকে ভাই ভায়েচারি, জমাদার সঙ্গে করি, বসিল পঞ্চত করিবারে ॥ কেহ কহে শুন ভাই, চোর পলাইলে দাই, ভেয়ের ভাই সকলে সমান। নিঃশঙ্ক চতুর চোর, সহস্র করিবে জোর, বামহস্তে দেখহ প্রমাণ ॥ শকটে পাতর খানে, সহস্র হস্তীতে টানে, সং পাতর চোরের হৃদয়ে। বামহাতে অনায়াসে, পাতর তুলি আকাশে, মহাবীর বুঝি এ বিষয়ে ॥ ভেয়ের ভাই সবে দাই, লজ্জা পেলে লজ্জা পাই, দ্বারখানে চৌকী দিবে সবে। এ চোর পলায়ে গেলে

রাজা লবে খাল খুলে, সমূলে নির্ম্মূল বংশ হবে।। চোর নহে এই কাল, আমার খাইতে ভাল, চুরি করে বাজার অন্দরে। চোরের বমাল ভাল, থাকিল অন্দরে কাল, বমালে হামাল পাছে করে।। সামাল সামাল মাল, হাঁকে কহে কোতোয়াল, মালসারা চৌকীর দোসাতে। কহে বন্দি জমাদার, খাড়া থাক বিশহাজার, বরশী বল্লম ধরে হাতে।। খবরদার খবরদার, মুহুর্মুহু জমাদার, হেঁকে চৌকীদার প্রতি বলে। চৌকীদারিতে ঠিক, এক বৃদ্ধ পদাতিক, ছিল চৌকীদারের মিশালে।। সে বুড়ো হাসিয়া কয়, এত কেন কর ভয়, তোমরা যে সকলে বালক। দেখহ চোরের কর্ম্ম, বুঝহ চুরির মর্ম্ম, এই চোর চোরের তিলক।। এ চোর পলায় যদি, লঙ্ঘায় পর্ব্বত নদী, চৌকীদার তোরা কোন ছার। লোভের দ্রব্যের গন্ধ, পাইয়া হয়েছে বন্ধ, নৈলে বাঁধে সাধ্য কি রাজার।। দৃষ্টান্ত দেখহ লাগে, বাঘিনী ছাড়িয়া বাঘে, পলাইতে নাহি পারে হেন। মহিষীছাড়িয়া কবে,মহিষ কোথায় যাবে, চাক ছেড়ে চকা যাবে কেন।। মধুপূর্ণ চাকঘরে মাছি কি পলাতে পারে, লোভা কি শোভার পথ ধরে। লোভের নিকটে ফাঁদ, পাতিলে পড়য়ে চাঁদ, দেখি গুরুবধূ বিধু হরে।। জমাদার করে ধার্য্য, বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য, ন্যাহ্য বটে ত্যাজ্য নহে ফলে। শুনি সব

চৌকীদার, পদাতিকে নমস্কার, করে করে প্রসংশা সকলে ॥ করিও পবিত্র সার, সুকঠিন মনোহর, বিচক্ষণে যদি ভাল বলে। খেদ করে রাম কয়, শ্রমের সার্থক হয়, ফুটে পদ্ম পর্ব্বত নির্ঝলে ॥

নারদের দ্বারকায় গমন ও রুক্মিণী সঙ্গে কথোপকথন।

হেথা পরিচয় চোরে লয় নৃপবর। মুনিবর সমাচার দিয়া ঘর ঘর ॥ অব্যাহত শক্তি ধরে ঋষি তপোধন। পবন গমনে গেলা দ্বারকা ভুবন ॥ যথায় বসিয়া কৃষ্ণ রুক্মিণী সহিত। তথায় নারদ ঋষি হৈলা উপনীত ॥ নারদ দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী উঠে দিলেন আপনি ॥ জিজ্ঞাসিলা রুক্মিণী কেন হে তপোধন। আজি কেন হেন দেখি মন উচাটন ॥ ঋষি বলে ইহার বৃত্তান্ত কব কি। গৃহিণী আপনি বড় মানুষের ঝি ॥ এ সংসারে কর্ত্তৃত্ব তোমার বটে বড়। গৃহস্থ কর্ম্মেতে সে আপনি বড় দড় ॥ কোথা থাকে কোন ছেলে নাহি তত্ত্ব কর। রাত্রি দিবা মিথ্যা পচাল পেড়ে মর ॥ গোঁসাইর প্রসাদে হৈল অধিক সন্তান। কেবা কোথা শুয়ে থাকে না কর সন্ধান ॥ বড় বড় গৃহস্থরা একটি সন্তান। ধুনা ধরে কামনা করিয়া

নাহি পান। হেলাফেলা ছেলেগুলা করেছ আপনি। তোমাহৈতে অলবড়ো বধুরা তেমনি॥ আলিসা শ্বাশুড়ী যদি দেখে বধুগণ। বসিতে বলিতে শুয়ে বধূরা তখন॥ ছোটলোকের মেয়ে বিয়ে দিয়া আন ঘরে। বেটারে আপন সুখ সদা তত্ত্ব করে॥ ছিটাভিটা বাপের না দেখে কোন কালে। বাড়ে মাটি ছেঁড়াপাটি খড় নাহি চালে॥ অহঙ্কারে মটমট করেন সদাই। গেদারির মেয়েরা ঠেকারে সীমা নাই॥ শ্বশুর ভাশুর দেখে ঘোমটা না দেয়। পাশফিরে বসে হাসে আড়চক্ষে চায়॥ আপন২ স্বামী দেখে যেন দাস। ছেলেরা কাটিয়া মরে মরা গরুর ঘাস॥ অল্প অপরাধে মুখ নাড়া দিয়া ঝাঁকে। ভেড়োরা ভেল্‌কিতে পড়ে ফেল২ তাকে॥ পোয়াতির ছেলে থাকে কোথা কোনজন। আপনি সুখেতে থাকে পোয়াতি কেমন॥ নমাসে ছ মাসে ছেলে তত্ত্ব নাহি করে। কোথা থাকে কিবা খায় শোয় কোন ঘরে॥ আপনি রুক্মিণী বট গৃহিণী সংসারে। নাহি দেখ কালে কোথা কোন ছেলে মরে॥ রুক্মিণী শুনিয়া কন একথা কেমন। তামাসা কি সত্য কথা কহ তপোধন॥ সকল সতীন পুত্রবধুকে ডাকিয়া। সবে দিলা নারদের কথা শুনাইয়া॥ সকলে কাঁদিয়া বাস্ত বাধাইল রোল। ক্রন্দনের রবেতে পড়িয়া গেল গোল॥ কেহ বলে হাটে কেন

পড়ে গণ্ডগোল। আপনা আপনি বুঝে আপনার বোল॥ আমার কপাল পোড়া কোন বধূ কয়। সবে ঘরে নীলমণি আমার তনয়॥ সাতটী পাঁচটী নাহি সবে ঘরে সেই। মুখ চাওয়া ছেলে মোর চক্ষেতে হারাই॥ দুরন্ত বংশের ছেলে শুনহ ঠাকুর। আমার অবাধ্য তার বাপের কুর্পর॥ রুক্মিণী বলেন শুন নারদ গোসাঞি। কথায় তোমার বড় আমিতো ডরাই॥ মুনি বলে তোমার গোষ্ঠীরে পরিহার। ভাল মেয়ে ভুবনে নাহিক রবে আর॥ একটী বিবাহ নাকি বিভার মত হয়। কাড়াকাড়ি জুড়া-ছড়ি হাড়াইয়া লয়॥ কি কহিব মুখে বাধে কৈতে লাজ পাই। আপন বিবাহ কথা মনে পড়ে নাই॥ বুঝিয়া রুক্মিণী অল্প অপাঙ্গ ভঙ্গিতে। শ্রীকৃষ্ণে কটাক্ষপাত করিলা ইঙ্গিতে॥ মন পড়ে উভয়ের রূপের প্রসঙ্গ। শোক শান্তি হৈল বাড়ে সুখের তরঙ্গ॥ এমনি প্রেমের রসে চিন্তা দূর হয়। দূরে যায় অন্য দুঃখ শোক নিবারয়॥ রায় বলে দুঃখ সুখ চিন্তা কার হয়। এ অচিন্ত্যলীলা চিন্তা চিন্তামণি ময়॥

রতির বিলাপ।

যত যদুবংশ, শ্রীকৃষ্ণের অংশ, নারদ মুখে শুনিয়া। করে হাহাকার, সর্ব্বনাশ কার, কিবা হইল কাহার দিয়া।। রতি সতী মাঝে, উঠিল কান্দিয়ে, ঋষির শুনিয়া বাণী। বলে অনিরুদ্ধ, দুরন্ত প্রসিদ্ধ, তারে কিবা হইল জানি।। হৈল মাস ছয়, ছেলে কোথা যায়, কেবা তত্ত্ব করে কার। ঘরের মানুষ, কি বল মানুষ, মনুষ্যত্ব নাহি তাঁর।। আমি মেয়ে হয়ে, কর্ত্তাদিগে খেয়ে, করিব পোড়া সংসার। যে দিকে চাই, দহ পড়ে তাই, পোড়া কপাল আমার।। ঠাকুরাণী ঘরে, কি বলিব তাঁরে, ঠাকুরের দয়া নাই। আমি অভাগিনী, জনম দুঃখিনী, বিধিমতে দুঃখ পাই।। যুবতী যে কালে, বিধবা করিলে, উমা-ধব বধে পতি। পেয়ে পতি শোক, গেল সুখভোগ, অভাগিনী হৈল রতি।। করে বহু শোক, শিবে ভক্তি যোগ, করিয়া কহিনু কত। ভোলানাথ তায়, হইয়া সদয়, বর দিলা মনোমত।। বলে শুন রতি, কাম তোর পতি, দ্বাপরের শেষে পাবে। মুষল সগরে, নৃপতির ঘরে, বাড়বৃদ্ধি করে রবে।। তখন না মরি, দাসবৃত্তি করি, থাকিনু সম্বর ঘরে। তথা পেয়ে পতি, [illegible] বিবাহ, ফিরে [illegible] পরে।। সত্য[illegible]

কালাবধি, শোকে শোকে বিধি, দিলা নিরবধি তাপ। দেখি কিছু কাল, না পেলে ছাওয়াল, সমুদ্রেতে দিব ঝাঁপ ॥ নিষ্ঠুর বিধাতা, দুঃখিনী বনিতা, দেখি করুণা না করে। ভগ্ন ভাল যার, দুনা তাপ তার, কপালের গুণে ধরে ॥ হতভাগ্যে নারী, দ্বারিকা ভিতরি, মোর সম কেবা আছে। মোর মনস্তাপ, বিশেষে বিলাপ, আর কব কার কাছে ॥ এক জন্ম যোগে, তিন জন্ম ভোগে, কর্ম্ম ভোগ করি আমি। সে দুঃখ আমার, অন্যে বুঝা ভার, না জানেন যিনি স্বামী ॥ ঠাকুর আমার, বিশেষ তাহার, জানিলে কি হতে পারে। মোর কর্ম্ম দোষে, বিধি মোরে মোষে, কি বলিব বিধাতারে। রতির করুণা, শুনিয়া করুণা, নিধান কহিছে বাণী। মোর কথা রাখ, বহু মাত্রা দেখ, নারদ কি বলে জানি ॥ অনিরুদ্ধ মাতা, ঠাকুরের কথা, শুনি শোক পাশরিলা। রায় তায় বলে, রতিরে ভুলালে, শ্রীকৃষ্ণ দেখায়ে লীলা ॥

শ্রীকৃষ্ণ সহিত নারদের কথোপ-কথন।

নারদ কহিছে হরি, অনিরুদ্ধ বাণ পুরী, নাগপাশে হইয়া বন্ধন। কারাগারে থাকে দুঃখে, দুর্জ্জয় পাতাল

বুকে, মোরে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥ কহিল আমার তরে, সমাচার দিতে ঘরে, এই হেতু কহি হরি পাশে। হরি কহে সাবধান, এ কথা না তিন কাণ, হয় যেন বুঝিবা আভাসে ॥ শুনিয়া নারদ মুখে, শ্রীহরি ভাষিল সুখে, মুখে শোক সকলে জানায়। অন্তরে জানিয়া হরি, বলে বাহ্যে মায়া করি, বড়মাতা কহিগো তোমায় ॥ তুমি কেন কর ভয়, আমার মাথায় দায়, আমি ভাবি তাহার উপায়। রতিরে বুঝান হরি, বিশ্বরূপে মায়া করি, ভুলে রতি শ্রীকৃষ্ণ মায়ায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে বার, দিয়া কহে মার মার, সাজ সাজ পড়ে গেল রোল। সেনাগণ হৈল মত্ত, না জানে বিশেষ তত্ত্ব, আপনা আপনি করে গোল ॥ কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ হলধর, ক্রোধে কম্প কলেবর, কৃষ্ণ মুখে শুনিয়া আপনি। শুনিয়া জন্মিল ভ্রম, অনন্ত কৃতান্ত সম, রাগে ক্রম ভুলিল তখনি ॥ বলভদ্রে ক্রোধাবিষ্ট, দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ, কেন রুষ্ট হও মহোদয়। বাণ কোন ক্ষুদ্র লোক, তারোপরে এত ক্রোধ, আপনার অনুচিত হয় ॥ কোন তুচ্ছ নর বাণ, চক্রে কাটি খান খান, ক্ষণে মাত্রে করিব সংহার। আপনি কুপিলে তায়, ত্রিলোকে পাইবে ভয়, রসাতল যাইবে সংসার ॥ অনন্তে বুঝালে হরি, রণ সজ্জা ত্বরা করি, করিতে কহিলে সেনাগণে। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে, সেনাগণ

চলে ধেয়ে, সসজ্জ হইল জনে জনে॥ কেহ ডেকে বলে কারে, অনেক দিনের পরে, পাই যুদ্ধ ভাই মনোমত। যুদ্ধ না পাইয়া ভাই, কেবল বসিয়া খাই, চল যাই যুদ্ধে হই রত॥ সাজে নারায়ণী সেনা, লইয়া টোপর পাশা, যুদ্ধ সজ্জা করে নানা মত। শত শত ভূন্দিপালি, অসী চর্ম্মী শেলী শূলী, মূষলি মুদ্গরী ধায় কত॥

রথসজ্জা।

শ্রীকৃষ্ণ দিলেন আজ্ঞা দারুকের তরে। যাইব যুদ্ধেতে রথ সাজাও সত্বরে॥ দারুক সারথি রথ সাজায় সুন্দর। হইল রথের শোভা অতি মনোহর॥ পুষ্পরথ সুবর্ণ কণকে শ্লিষ্ট করে। গজ মুক্তা পাঁতি যুক্ত ঝলকে ঝালরে॥ প্রবালের স্তম্ভ গুলা সুবর্ণে রচিত। পার্শ্বে স্বর্ণ চতুর্ব্বর্ণ হিরকে খচিত॥ পদ্মরাগ মণি সুবাঁধনি ঠাঁই ঠাঁই। মরকত শত শত শোভা সীমা নাই॥ চন্দ্রকান্ত মণিতে জড়িত তার বুকে। সূর্য্যকান্ত মণি জ্বলে অরগলের মুখে। অয়স্কান্ত স্যমন্তক মণিতে জড়িত। রথ সাজাইয়া দিল সুস্থির ত্বরিত॥ রথ রথি পদাতি সারথি শত শত। বিপরীত কুপিত সাজিল মনোমত॥ শাম্ব গদ সাত্যকী সাজিলা ক্রোধ

মনে। ছাপ্পান্ন কোটীয় বংশ সাজে জনে জনে।। হল হস্তে হলধর উঠিলা সত্বর। ভূমিকম্প হইল নড়িল মহীধর।। সারঙ্গ ধনুক ধরি উঠিলা শ্রীহরি। চলিল চতুর চক্রী চক্র হাতে করি।। নবীন নীরদ নব নীল-কান্ত মণি। সুমনোরঞ্জন সুমধুর মুর্ত্তি খানি।। পাদ-পদ্ম স্থল নল দল কেবা বলে। ত্রিকোটি তপন সুশো-ভন পদতলে।। শশধর মুখের তুলনা কেবা দেয়। নখর নিকর শশধর বর পায়।। চাঁচর চিকুর চয় চমৎ-কৃত শোভা। চূড়ায় শিখীর পুচ্ছ ভক্ত মনলোভা।। কুটিল কুন্তলাবৃত শ্রীমুখ মণ্ডলে। অম্বুজ অম্বুদ জ্যোতি অম্বু হীন স্থলে।। কুন্তির নন্দন মূলে করিশির কল। ঘন মধ্যে ঘন ঘন চপলা চঞ্চল।। মৃগ মদ তিলক গোলোকপতি ভালে। অমলক ধরবর ভুলোক ভুলালে।। নয়ন খঞ্জনে করি অঞ্জন প্রদান। ভক্ত ভয় ভঞ্জন রঞ্জন করে জ্ঞান।। বেণু রব ছলে বলে রাধা নাম মুখে। অপমানে মান ভৃগুপদ চিহ্ন বুকে।। সুরঙ্গিম ভঙ্গিম সুবঙ্কিম নয়নে। এ রস আভাস সুপ্র-কাশ গোপীগণে।। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম শ্যাম রূপে অনু-পম। দয়া করি সফল করহ মনস্কাম।। সরল হইয়া রূপগুণে প্রবেশিয়া। রায় ভাবে শ্যাম রবে বঙ্কিম হইয়া।।

সাজিলা আপনি হরি, যদুবংশ সঙ্গে করি, উঠিলা পুষ্পক রথোপরি। আপনি বসিল শ্যাম, বাম ভাগে বলরাম, রাম বামে কাম কামাচারি॥ পশ্চাতে সাত্যকী বীর, সম্মুখে বসিলা ধীর, শাম্ব গদ প্রভৃতি সকলে। অন্য অন্য যোদ্ধাপতি, শত শত মহারথি, অতি রথি কতি কতি চলে॥ যে খায় কচ্ছপ গঙ্গে, সে বৈসে রথের ধ্বজে, যথা যোগ্য ভূষণ বাহন। পাঞ্চ জন্য শঙ্খ রথে, তুলিলা চক্রের সাথে, নানা অস্ত্র তুলিল তখন॥ তুলে তলয়ার ঢাল, শেল শূল ভূন্দি-পাল, আঠা জাঠি মুষল মুদ্গার। ঝান্টী ঝকড়াইদা, তুলজা বল্লম গদা, তূণ বাণ তুলিল বিস্তর॥ উঠিল বাদ্যের রোল, কোলাহল পড়ে গোল, মোচঙ্গ মৃদঙ্গ জয় ঢাক। তবল মাদল ঢোল, দগড়া দামামা খোল, সুতুরি তিতুরি ভেরি বাঁক॥ রাম বীণা রুদ্র বীণা, রণ শিঙ্গা ক্ষুদ্র বীণা, দোতারা শেতারা তানপুরা। সারিঙ্গী বেহালা দারা, সুরবাব সপ্তস্বরা, স্বর্ণাচি টীকারা সুমধুরা॥ কাংস্য ঘুঙ্গুর বাজে, যন্ত্রে মিলাইয়া সাজে, থাকে থাকে বাজে করতাল। দেয় তালি তুড়ি সিটী, বাজে কত পারিপাটি, মধ্যে মধ্যে বাজে খর-তাল॥ মন্দিরা পিণাক বীন, বেণু বীণা সুরঙ্গিন, কত বাজে রথের উপরে। বাদক গায়ক কত, নাটিকা নাটক শত, বাদ্য তাণ্ড নৃত্য গীত করে॥ উঠিল বুক্কো

ঝাণ্ডা, চারিদিগে শঙ্খ ঘণ্টা, বাজে সাজে চতুরঙ্গ দল। উঠে সব যোদ্ধাগণে, আনন্দিত হয়ে মনে, ক্রমে ক্রমে চলিল সকল॥ সকলে কৃষ্ণের সাথে, উঠিল পুষ্পক রথে, ছুলা ছুলি করে সেনাগণ। উচ্চৈঃশ্রবার কুল, হয় চতুষ্টয় স্থূল, শ্বেতবর্ণ যথার্থ লক্ষণ॥ যুড়িল রথের আগে, প্রতোদক পৃষ্ঠভাগে, সাজাইল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। স্বর্ণ বীরপট্ট ভালে, নীলকান্ত মণি গলে, পৃষ্ঠে জিনপোশ নীলাম্বর॥ নূপুর ঘুঙ্গুর পায়, কায় ছুরি জাল গায়, পাশে শ্বেত চামর ঢুলায়। সাজিল রথের হয়, এমনি কি আর হয়, হয় হয় হয় নাহি হয়॥ দারুক সারথি আসে, রথের উপরে বৈসে, অশ্ব প্রতোদক হাতে লয়ে। দক্ষিণ হস্তেতে বেত্র, রাগেতে ঘূর্ণিত নেত্র, যুবার বিক্রম বৃদ্ধ হয়ে॥ শ্রীকৃষ্ণ দারুক প্রতি, আজ্ঞা দিল শীঘ্রগতি, লও রথ বাণের ভবন। উভয় সারথি রথ, শূন্যমার্গে করে পথ, রথ লয়ে করিল গমন॥ খগেন্দ্র যেমত ব্যোমে, নগেন্দ্র লঙ্ঘিয়া ক্রমে, নরেন্দ্র ধরিয়া শিরে ধায়। তুরঙ্গ উঠিল হেন, কুরঙ্গ আরূঢ় যেন, সুরঙ্গ তরঙ্গ মাঝে যায়॥ এমনি চালায় রথ, আল করে শূন্য পথ, উত্তরিল বাণের আলয়। দেখিয়া বাণের পুরী, দারুক কহিছে হরি, রাজপুরী দেখ মহোদয়॥ হরিকে প্রণাম করি, বীরগণ বস্ত্র ধরি, রণস্থলে নামিল সত্বরে।

রণ বাদ্য বাজে ঘন, হাঁক দেয় মল্লগণ, হুলস্থুল বাণের অন্দরে ॥ উঠিয়া আপনি হরি, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধরি, পুরিল জানিল বাণ রাজ। ভাঙ্গিল কেতুর চুড়া, পড়িয়া হইল গুঁড়া, নৃপতির মুণ্ডে পড়ে বাজ ॥ শিব আজ্ঞা সপ্রমাণে, বাণের পড়িল মনে, মঞ্চ ভাঙ্গে পড়িবে যখনে। তখনি আসিবে স্থির, শিবের সমান বীর, মোর যুদ্ধ হবে তার সনে ॥ নৃপতি আনন্দে বলে, অনেক তপস্যা ফলে, সমকক্ষ পেলেম যুদ্ধের। রায় বলে ভ্রান্ত বাণ, আপনি খোয়ালে মান, ভাল ভ্রান্তি হইল বুদ্ধের ॥

যুদ্ধ সজ্জা আরম্ভ।

নিকুম্ভিলা ঘেরিয়া যেমত রাম চরে। আটঘাট বন্দ করি মেঘনাদে ধরে ॥ বাণপুরী ঘেরিল কৃষ্ণের সৈন্য হেন। কোনমতে কোন পথে না পলায় যেন ॥ কুষ্মাণ্ড বাণের মন্ত্রী আর কর্ণকুপ। মন্ত্রণা করিয়া যায় যথা বৈসে ভূপ ॥ নৃপতির সম্মুখে দাঁড়ায়ে মন্ত্রীগণ। রীতি মত মন্ত্রণা করয়ে নিবেদন ॥ বলে মহারাজ শত্রু সমূহ দুয়ারে। অনুজ্ঞা কি কর নৃপবর কিবা কারে ॥ আজ্ঞাবর্ত্তী সবে আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া। [illegible] হইয়া আছে ধনুক ধরিয়া ॥ শুনি মহীপাল [illegible] দিল

সাজিবারে। সৈন্যগণ আজ্ঞা পেয়ে সাজয়ে সত্বরে ।। বৃহদ বৃহদ যত দিরদের ঘটা। জড়াও অম্বারি কিবা কণকের ছটা ।। যীন হেন কালয়ে গাঁথিয়া মতি মালা। দিরদ সাজাএ যেন নীরদে চপলা ।। গজারি উপরে যত জেঞ্জালি সওয়ার। জোন্দার বন্দুক বল্লম তলয়ার ।। পাঁচ হাতিয়ার বন্দ হইয়া জেঞ্জালি। গোলন্দাজ আন্দাজ করিয়া পুরে গুলি ।। ইরাকী তুরকী তাজি বাজী রাজী কত। রথ রথি সারথি পদাতি শত শত ।। শেলী শূলী মুষলী মুদ্গরি ভূন্দিপালী। অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য সাজিল নৃপালি ।। বাজে জয়ঢাক তাসা কড়কার গোল। রণবাদ্য ভাণ্ডের পড়িয়া গেল রোল ।। কত বা ধানুকী ধায় ধরি ধনুর্ব্বাণ। খাঁড়া ঢাল বাকে ভাল কালের সমান ।। মহারথী কতি কতি শীঘ্রগতি যায়। ধনুর্ব্বাণ খরশাণ হাতে ধরি ধায় ।। প্রকাণ্ড কুষ্মাণ্ড চলে প্রচণ্ড প্রতাপ। কর্ণকুপ করেধূপ কর্ণের প্রভাব ।। সেনাপতি পার্ব্বতী প্রভৃতি পীঠি পীঠে। অস্ত্র শস্ত্র ধরি মল্ল বস্ত্র পরি উঠে ।। তারক মারক দুর্নারক সঙ্গে কাম। গারকে মারে সরে পাসরে সংগ্রাম ।। রামকৃষ্ণ সেবতি রামদেব দামনেন। প্রচণ্ড কুষ্মাণ্ড সম শাক্তকীর সঙ্গে। রাজীকে এড়ায় জ্যেষ্ঠ পুত্রবর ধাত্রি। সঙ্গ যোদ্ধাপতি রথী সারথি বৃহস্পতি ।। কর্ণকুপ ক্ষুদ্রপত্র রক্ষণ যোদ্ধা-

পতি। সমপক্ষ বিপক্ষ পাকেতে গর্ব্বরথী।। করিকেহ করিবারে যায় রণে। বারণে বারণ নাহি মানে সে কারণ।। হয় হয় উভয় হয়ের হয় রণ। গণ্ডমারে গণ্ড-মারে গবে গরায় তখন।। বলীর নন্দন বাণ মহা বল-বান। ভাবিয়া চিন্তিয়া করে পূজার বিধান।। পৃথ্বীপতি পার্থিব লিঙ্গের মূর্ত্তি করি। গঙ্গাজলে বিল্ব দলে পূজিল সত্বরি।। বম্ বমে ভোলানাথে ভুলাইল ভূপ। সাক্ষাত হইল শিব স্বয়ং স্বরূপ।। কক্ষ বাদ্য শুনি বৈদ্যনাথ আইল ঘরে। সুভক্তির ভগবান ভক্তে বাধ্য করে।। পশুপতি কহিল নৃপতি কিবা বল। ভূপতি কহিলা পশুপতি যুদ্ধে চল।। আমি দাস প্রকাশ হয়েছে ত্রিভুবনে। দুর্জ্জয় দাসের কর নির্জ্জর আপনে।। এ সুখ্যাতি বিখ্যাত হয়েছে ঘরে ঘরে। অখ্যাতি হইবে খ্যাতে খ্যাত যদি মরে।। যাইব যুদ্ধেতে কহে প্রমথের নাথ। হরি হরে কলে-বরে ঘটিবে প্রমাদ।। ভক্তের ভক্তিতে বদ্ধ হয়ে ভোলানাথ। নিজ বক্ষে উদ্যত করিতে শূলাঘাত।। রায় বলে ভক্তে বান্ধেন মুক্তির বিধান। ভক্ত হৈতে ব্যক্ত হয় মুক্তির সন্ধান।।

সদাশিবের ত্রিশূলে, নিকটে বাণের মুণ্ডে, মুণ্ডে ভোলা রহিল লয়ে। আশুতোষ দয়াময় [illegible] সদয় হয়ে রক্ষা করি দিলেন অভয়।। আশ্চর্য্য [illegible]

যন্ত্র নাহি চাহি তন্ত্র মন্ত্র, নমঃ শিবায় মন্ত্রময়। শুদ্ধা-শুদ্ধ নাহি চায় কায়মনোবাক্যে দেয়, তৎক্ষণাৎ হয় কল্যোদয়॥ যেমত ভুলায় ছেলে, ভুলে যায় মোয়া পেলে, ভোলা ভুলে বিল্বদলে হেন। না বুঝিয়া মূঢ় জনে, নানা তীর্থ পর্য্যটনে, পরিশ্রম করে মরে কেন॥ সর্ব্ব তীর্থময়ি গঙ্গা, শিব শিরে সুতরঙ্গা, মহাকালী হৃদয় উপরে। অর্দ্ধ অঙ্গে যার হরি, ব্রহ্মময় মুক্তি ভরি, গণেশ তনয় যার ঘরে॥ নয়নানলেতে সূর্য্য, তিন জগতের পূজ্য, চন্দ্র তাঁর কপালে উদয়। শঙ্করে পঞ্চম দীক্ষা, শিক্ষকে করুক শিক্ষা, সদাশিব সদা সেব্য ময়॥ যার আছে জ্ঞান চক্ষু, শিবলিঙ্গে তার সাক্ষী, দেখিলে মনের যাবে ভ্রান। ব্রহ্মা বিষ্ণু গৌরী পট্ট, শিবলিঙ্গে সুসংঘট্ট, এক ব্রহ্ম ভিন্ন অভিধান॥ ঐষিক ধাতুর ধর্ম্ম, পড়িলে বুঝিবে মর্ম্ম, মূর্খে মোরে বলিবে পাগল। হৃ ধাতু উত্তরে করে, অকার প্রত্যয় পরে, হর হয় প্রত্যয়ের ফল॥ ইকার প্রত্যয় হলে, লোকে তাকে হরি বলে, হরি হর তুল্য অভিধান। এক ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, মুখে ভিন্ন ভিন্ন কহে, মূর্খ সূক্ষ্ম না করে সন্ধান॥ দীক্ষকের দোষ নাই, শিক্ষা দেয় যেই যাই, [illegible] [illegible]। একেতে বুঝায় আর, সে যদি [illegible], দীক্ষকের [illegible] করে॥ [illegible]

পামর জন, দূর কর দ্বৈত মন, অদ্বৈত ভাবনা কর মনে। পেয়েছ শ্রীনাথ বস্তু, সেইত পরম তত্ত্ব, রাখ চিত্ত তাঁহার চরণে॥ ছাড় মিছে দলাদলি, [illegible] কলি ছলি, চতুর্ব্বর্গ পাবে তাঁর পায়। তাই ভাব সুনিশ্চয়, সে কথা অন্যথা নয়, যুক্তি কহে হরানন্দ রায়॥

বাণের দেখিয়া ক্লেশ, ধরিয়া যুদ্ধের বেশ, ধূর্জ্জটী উঠিল ক্রোধভরে। ধূর্জ্জটীর জটা লোটে, লটপট মহি-তটে, জটামূল ব্রহ্মকটা উরে॥ চলিলেন কৃত্তিবাস, সমরে ছাড়িয়া বাস, সুপ্রকাশ রজত পর্ব্বত। রতনা কল্পের জল, সব অঙ্গ টলমল, শৈবলিনী শিরসী সম্মত॥ শিরে শশি শোভে ভালে, নয়নে অনল জ্বলে, ফণি মণি পরকাশে শিরে। মহাশঙ্খ মালা গলে, কানে ধুতুরার ফুলে, ভস্মমাখা সর্ব্বাঙ্গ শরীরে॥ সম্বিদা পানেতে মত্ত, অধিক ধুতুরা মত্ত, পান করি সমরে পয়ান। আঁখি ঢুলু ঢুলু করে, বামহস্তে শূল ধরে, মহাকাল কালের সমান॥ রণস্থল টলমল, করে যায় রসাতল, বুঝি বল টুটে বিপক্ষের। যেমত দক্ষের কুলে, সতী দেহ ত্যাগ হলে, অপমান করিলা দক্ষের। সেন প্রাণপণ হয়ে, সমর মাঝেতে যায়ে, দাঁড়াইল [illegible] সমান। [illegible] থাকে, [illegible] দেখে, [illegible] ডাকে রক্ষিত ঈশান॥ [illegible]

ঢাকে,কেহ কারে নাহি দেখে,দুই দলে দেখা নাহি হয়। কি দেখে করে নিশান, কে কারে মারিবে বাণ, ধানুকীরা ধনু ধরে রয়॥ নৃপতির সৈন্যগণ, নাহি দেখে এক জন, দেখিতে না পায় বাণ ভূপে। নারায়ণী সেনাগণে, ক্রোধ করে মনে মনে, দাবাগ্নি সমান হেন কোপে॥ শত শত শূলজদা, সহস্র সহস্র গদা, শক্তিশেল ভূষিপাল বাণ। মূষল মুদ্গার জাঠা, হানে চন্দ্র বাণ জুঠা, লক্ষ লক্ষ করে বরিষণ॥ যেন শ্রাবণের ধারা, বাণ বর্ষে হেন পারা, চন্দ্র সূর্য্য ঢাকিল গগণে। মৃত্যুঞ্জয় মুখ মেলি,খায় অস্ত্র শস্ত্র গুলি, পুন রহে প্রসন্ন বদনে॥ দেখিয়া কৃষ্ণের দল, লোপ হৈল বুদ্ধি বল, ত্রিলোকে বিস্ময়াপন্ন হয়। একি হৈল ঘোর দায, অস্ত্র শস্ত্র কেবা খায়, সৈন্যগণে শ্রীকৃষ্ণেরে কয॥ বলে মহাপ্রভু শুন, সমরে এ কোন জন, এ বীর কাহার বধ্য নয়। আপনি যদ্যপি পার, আশু আসি ধনু ধর, কর যুদ্ধ দেখি দয়াময়॥ কান্দিয়া কহিছে কাম, বিধি মোরে হৈল বাম, আর কি প্রাণের বাঞ্ছা পাব। যে দেখি দুর্জ্জয় কাল, সমরে বাজায় গাল, আমি জানি ইঁহার প্রভাব॥ পূর্ব্ব জন্মে একবার,দেখায়েছে চমৎকার, দুই জন্মে খাইলা যাহারে। আর প্রাণ রাখা দায়, বাঁচিয়া কি ফলোদয়, পুনর্জন্ম করাক আমারে॥ পুনঃপুনঃ মহাকাল,ডাকিলা রতির ভাল, কর্ণগুণে কল

ধরে কালে। শিবে বলে আশুতোষ, মোর ভাগ্যে আশু মোষ, পুনঃ পুনঃ অগ্নি দিলা ভালে ॥ খেদ করি কাঁদে কাম, শুনে কৃষ্ণ বলরাম, আশ্বাস করেন কাম তরে। রুষিয়া কহেন হরি, কি করিতে নাহি পারি, কে আমার কি করিতে পারে ॥ ক্ষমাগুণ ছাড়ে ধরা, সমুদ্র হয় ভয় পারা, সূর্য্য হয় পশ্চিমে উদয়। শীত গুণ সূর্য্যোদয়ে, উষ্ণগুণ চন্দ্র হয়ে, বেদে যদি মিথ্যা কথা কয় ॥ সতীর সতীত্ব যায়, দিবা হয় রাত্রিময়, শীত গ্রীষ্মে না থাকে প্রভেদ। মিথ্যা যদি কহি আমি, মরিলে সতীর স্বামী, তাহে যদি না হয় বিচ্ছেদ ॥ শুন বৎস প্রিয়তম, আপনি আসিয়া যম, অনিরুদ্ধে বধিতে না পারে। স্বহস্তে করিয়া যুদ্ধ, উদ্ধারিব অনিরুদ্ধ, আমি হরি ভয় করি কারে ॥ কিছু না থাকিবে ছাপা, সাক্ষাতে দেখিবে বাপা, করিব বাণের অপমান। বাণ হবে অপমানি, চক্র দিয়া বাণ পাণি, কাটিয়া করিব খান খান ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের পণ, কাম হরষিত মন, রোদন না করে মহাবীর। মনেতে সন্তোষ হয়, ঘুচিল প্রাণের ভয়, আশ্বাসে বিশ্বাস করে ধীর ॥ হেথায় শিবের পাছে, দৈত্য দানা ভূত নাচে, পিশাচ প্রমথ প্রেতগণে। দেবযোনি ভূত গুলা, সকলি শিবের চেলা, ঝুলা তেলা ফেলে জনে জনে ॥ কিচি মিচি শব্দ করে, ভয়ঙ্কার দিয়া

করে, নৃত্য করে সমরের মাঝে। গুরু উপযুক্ত চেলা, উরুঘোল ছেঁদা মালা, এ সাজ শিবেরে ভাল সাজে॥ নন্দী ভৃঙ্গী আশে পাশে, ইঙ্গিত করিয়া হাসে, মারা-রণী সেনার উপরে। সেনারা পাইয়া লজ্জা, পুনঃ করি রণসজ্জা, নিবেদিল কৃষ্ণের গোচরে॥ শুনিয়া সৈন্যের নাথ, কুপিয়া কামের তাত, সারঙ্গ ধনুক ধরে করে। লইয়া গরুড় বাণ, যুড়িয়া ধনুকে টান, দিয়া ছাড়ে শঙ্কর অম্বরে॥ আকাশে গরুড় বাণ, উঠে করে হান হান, সন সন চলিল সত্বরে। হেথায় শিবের কটি, বাঘছাল বেড়া তটী, সর্পের বন্ধন কটি পরে॥ খগেন্দ্র দেখিয়া তায়, নগেন্দ্র পলায়ে যায় যোগেন্দ্র হইল দিগম্বর। কটি আচ্ছাদিয়া হাতে, বসিলা প্রমথ নাথে, অম্বরে হইয়া অলম্বর॥ হাসিছে সকল সৈন্য, শঙ্কর হইলা ক্ষুণ্ণ, এই হৈতে দিগম্বর নাম। দয়া করি দিগম্বর, মোর বিঘ্ন তম্ন কর, রামের পুরাও মনস্কাম॥

রজত পর্ব্বত হর বসিলা সমরে। সৈন্য যত শূন্য দেখিল সমরে॥ উভয় সৈন্যেতে যত্ন করে কোলা-ল। মহাবল পরাক্রান্ত সাজিল সকল॥ বাজে গজে জে রণ সমরের আগে। পদাতি ঘোড়াতি হাতী লে আগে ভাগে॥ হয় হয় হইল উভয় হয়ে রণ। ায়ে জয় জয় হইল সেনাগণ॥ আলে আলে খেলে

কলে বলে মারে ছড়া।। মস্তকে মস্তক মারে মাথ। করে গুঁড়া।। হাতা হাতি মাথ। মাথি করে চুলা চুলি। মুষ্টিঘাতে মাথার ভাঙ্গিয়া ফেলে খুলি।। উভয়ের খঞ্জা চর্ম্মি ধরি খঞ্জ চর্ম্ম। উভয়ের উভয়ে ভেদয়ে মর্ম্ম মর্ম্ম।। মারে তীর নিশান করিয়া তীরান্দাজ। মারে গুলি ভাঙ্গে খুলি ভালি গোলেন্দাজ।। গদা জদা বাঁক পাট্টা খেলিছে পাঠান। কারি ভুচ্ছ ধরি বিচ্ছু মারিছে পটকান।। পদাতি পদাতি হাতা হাতি করে কত। বিপরীত রথী রথী সাজে শত শত।। ঘন ঘন মারে বাণ চলে সন সন। ঘন ঘন যেন নবঘনে বরিষণ।। মহারথী নৃপতি চলিল শীঘ্রগতি। নিবারয়ে নৃপতি সাত্যকি মহারথী।। চাড়াদিয়া ধনুক ধরিয়া মহাবীর। বাণেতে বাণেতে বাণে করিলা অস্থির। পঞ্চ শত ধনুক ধরিয় যায় বাণ। সাত্যকির সরজাল করে খানখান।। ক্রোধে কম্পবান বাণ বাণ মারে রাগে। সাত্যকি বাণের বাণ কাটে যোগে যাগে।। কুপিলা নৃপতি রথী অতিশয় ক্রোধ। সাত্যকিরে কহে শুন বালক নির্ব্বোধ।। তোর কি হইবে সাধ্য আমারে মারিতে। দুর্ভগা আইলি কেন সমরে মরিতে।। কৃষ্ণ কোথা তোর মোরে বলতে বিশেষ। পলারে বালক তোরে দিলাম অভয়।। ত্রিভুবনে মোর যুদ্ধে কেবা দেয় মেলা। কালিকার ছেলে কৃষ্ণ তুই তার চেলা।। ইন্দুরের গোলাম যেমত

চামচিকা। তুই বেটা তেমন হইলি যুদ্ধ শিখা।। কোন ক্ষুদ্র তুই তোর কৃষ্ণে কেবা জানে। স্বয়ং অসিদ্ধ কৃষ্ণ তুই কোনখানে।। মোর সম যোদ্ধাপতি ত্রিলোকে কে আছে। কার সাধ্য সম্মুখে দাঁড়ায় মোর কাছে।। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের যক্ষ নাগ। আমারে দেখয়ে যেন মৃগ দেখে বাঘ। ব্রহ্মা আদি দেবগণে আমি তুচ্ছ করি। শিবের সেবক আমি কি করিবে হরি।। শুনিয়া সাত্যকি হাসি কহিছে বাণেরে। পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।। কুম্ভকর্ণ রাবণ শুনেছ বীর কাণে। বিস্তর কুকথা কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণে।। শ্রীরাম হাসিয়া তারে মারে মৃত্যুবাণ। দশানন কাটিয়া করিল খান খান।। সবংশে নির্ব্বংশ হৈল রাজা দশানন। সেইরূপ তোমারে করিবে ভগবান।। আপন কল্যাণ চাহ শুন বাণ ভাই। শিরে ধরে আনি দেহ ঝি আর জামাই।। তবে প্রাণ পাবে বাণ অবধান কর। অনর্থক কেনরে অনলে পুড়ে মর।। দয়ার সাগর কৃষ্ণ করুণা নিধান। দয়া করে করিবেন বিহিত বিধান।। হিত উপদেশেতে বুঝাই হে তোমারে। না বুঝ যদ্যপি তবু বুঝাই ফিরে ফিরে।। বৃদ্ধ হৈলে বায়ু বৃদ্ধি বুদ্ধি হয় লোপ। হিত কথা কৈলে করে বিপরীত কোপ।। শুন জান তুমি বাণ বুদ্ধিমান রাজা। হরির বিপক্ষ হিরণ্যাক্ষ মহা তেজা।। মহা বল পরাক্রান্ত হিরণ্যাক্ষ বীর। পৃথিবী হরিয়া

কারণেতে হৈল স্থির ॥ কোন মূর্ত্তি ধরিয়া মারিলা হিরণ্যাক্ষ ॥ পৃথিবী উদ্ধার করে দেখ তার সাক্ষ্য ॥ পুনঃবীর কশিপু জন্মিল সেই কুলে। হরিভক্ত প্রহ্লাদ জন্মিল তার ছেলে ॥ কৃষ্ণ ভক্ত প্রহ্লাদে কশিপু মারে কিল। পুত্র বধে উদ্যত হইল দুষ্টশীল ॥ খেয়ে কিল প্রহ্লাদ স্মরণ করে হরি। কহে কৃষ্ণ কোথা গেলে বিপত্যে কাণ্ডারি ॥ মহা ভক্ত প্রহ্লাদ পড়িয়া ঘোর দায়। কহিছে বিপদ কালে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ॥ রাজা বলে তোর কৃষ্ণ থাকেরে কোথায়। বালক কহিল কৃষ্ণ আছে জগন্ময় ॥ রাজা কহে স্ফাটিক স্তম্ভেতে কৃষ্ণ আছে। আছে বলে কহিল বালক পিতা কাছে ॥ অস্ত্রাঘাত করে রাজা স্তম্ভেতে তখন। নৃসিংহ হইয়া কৃষ্ণ দিলা দরশন ॥ কশিপুরে বিদীর্ণ করিয়া নরহরি। প্রহ্লাদে বসালে রাজসিংহাসনোপরি ॥ কর্ম্ম উপযুক্ত ফল পাইল দুর্ম্মতি। শুন বাণ তোমার প্রপিতামহ গতি ॥ তব পিতা বলি বদ্ধ হৈল পদমূলে। তুমি ভ্রষ্ট অশিষ্ট জন্মিলা সেই কুলে ॥ সাত্যকি বাণেরে বাক-বাণে বিদ্ধ করে। ভীষ্ম যেন বিদ্ধ হৈল অর্জ্জুনের শরে ॥ বাণেশ্বর ভক্ত বাণ মনে মনে জানে। হর হরি একাত্মা বলিয়া মনে মানে ॥ মহা ভক্ত বাণ রাজা পণ্ডিত প্রধান। বালক সাত্যকি কি তাহারে দিবে জ্ঞান ॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলাপূর্ণ [illegible]। [illegible] বাণ শিবের

শাপের অভিপ্রায় ॥ সর্ব্বলোক প্রতারক হয়ে রাজা বাণ। ক্রোধাবিষ্ট হয়ে কহে অনর্থ প্রমাণ ॥ রায় কহে উভয়ে করুক বাক ছাল। অন্য যুদ্ধ গাঁথি বৃথা কেন করি কাল ॥

কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ, কামরূপ সুতরঙ্গ, কাম অঙ্গ দেখা নাহি যায়। শোকাকুল পুত্রশোকে, সিংহের সমান রোখে, করি গ্রাস করিবারে ধায় ॥ কাম ক্রোধে কম্পবান, হাতে লৈয়া ধনুর্ব্বাণ, হান হান মারে বাণ বাণে। নৃপতির সেনাপতি, পার্ব্বতী নন্দন রথী, রতিপতি প্রতি বাণ হানে ॥ নিবারে কামের বাণ, কেটে করে খান খান, অপমান হৈল পঞ্চবাণ। কোপে কাম গুণধাম, বাণেরে রাখিয়া বাম, কুমারে মারিছে খরশান ॥ সূচীমুখী বাণে বারে, কামের বাণেরে সারে, অগ্নিবাণ মারিল কার্ত্তিক। অকাশে উঠিয়া বাণ, ডাক ছাড়ে হান হান, অগ্নিময় হইল দশ দিক ॥ ব্রহ্মার হইল ভয়, কিবা হৈতে কিবা হয়, অনর্থক ঘটিল প্রমাদ। আমার কপালে করে, যুদ্ধ হয় ঘরে ঘরে, হরি হরে ঘটিল বিবাদ ॥ কে শুনে ব্রহ্মার স্তব, নিজে নিজে ব্যস্ত সব, আপন আপন কার্য্যসারে। মহা যোদ্ধা কৃষ্ণ সুত, যুদ্ধ শাস্ত্রে [illegible], বরুণ বাণেতে অগ্নি বারে ॥ পার্ব্বতী পুত্রের [illegible] যুদ্ধ করে অদ্ভুত, গর্জ্জনা করিয়া উঠে

বাণে। অগ্নিবাণ হৈল মোঘ, পর্ব্বতাস্ত্র ধনুর্যোগ, করিয়া কামের প্রতি হানে ॥ রতিপতি মহা রথী, পর্ব্বত অস্ত্রের প্রতি, বায়ুব্যাস্ত্রে উড়ায় তখন। মারে ভল্ল বাণ গোটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা, অর্দ্ধচন্দ্রে বারে ষড়ানন ॥ এইরূপে দুই জনে, কাটাকাটি বাণে বাণে, কামেতে কুমারে করে রণ। ঘন দিয়া করতাল, ববম্ ববম্ গাল, বাজায়ে নাচিছে ভূতগণ ॥ হর হরি এক অঙ্গ, লীলায় দেখান রঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন হয়ে কলেবর। মায়াতীত হরহরি, ভুলাইল মায়াকরি, ব্রহ্মাণ্ডে দেখালে চমৎকার ॥ কার্ত্তিক হরেরসুত, কাম শ্রীহরির পুত, উভয়ে উভয় যোগ্য ছেলে। উভয়ে স্বরূপ গুণ, যুদ্ধ শাস্ত্রে সুনিপুণ, পিতার প্রসাদগুণ পেলে ॥ হেতু মাত্র অনিরুদ্ধ, উভয়েতে হয় যুদ্ধ, হরি হরে দেখেন নয়নে। উভয়ে সমর করে, কেহ কারে নাহি পারে, নাহি হারে সমানে সমানে ॥ অধিক পাঁচালি গাঁথা, পুথি বাড়াইব বৃথা, সংক্ষেপে জানাই সুভাষায়। উদ্দিষ্ট বিষয় মূল, রাগ পাণিকাটা স্থূল, বিরচিল হরানন্দ রায় ॥

হেথায় সাত্যকি সঙ্গে রণ করে বাণ। কুম্ভ সুত শাম্ব গদ রণে অধিষ্ঠান ॥ শাম্ব গদ মারে বাণ বাণের শরীরে। রাজমন্ত্রী কুম্ভাণ্ড দেখিল হিতে হয়ে। একাণ্ড কুম্ভাণ্ডবীর মহা যোদ্ধাপতি। এড়ে বাণ খরশান শাম্ব

গদ প্রভৃতি॥ লক্ষ লক্ষ ছাড়ে বাণ পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। ঘনাচ্ছন্ন আকাশ সূর্য্যের তেজ ঢাকে॥ ক্রোধে কম্পবান দন্ত ছাড়ে শাম্ববীর। বাণবৃষ্টি করে যেন শ্রাবণের নীর॥ বায়ুব্যাস্ত্রে কুষ্মাণ্ডের উড়ায় শরজাল। কুপিল কুষ্মাণ্ড যেন কালান্তের কাল॥ একেবারে দশবাণ মারে শাম্ব প্রভৃতি। বাণাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন হৈল শাম্ব রথী॥ সারথি লইয়া রথ করয়ে প্রস্থান। শাম্বর শুশ্রূষা করে খুলে দিয়া বাণ॥ গদ যোদ্ধাপতি রথী অতি ধনুর্দ্ধর। বাণবৃষ্টি করে বাণ রাজার উপর॥ একেত আছুত বাণ মহা যোদ্ধাপতি। বাণের উপরে বাণ মারে যত রথী॥ মহাবল পরাক্রান্ত বলির নন্দন। রথী গুলা দেখে করে তুচ্ছ তৃণ জ্ঞান॥ সহস্র হস্তেতে ধরে পঞ্চশত চাপ। প্রকাণ্ড শরীর বীর প্রচণ্ডের তাপ॥ শিব শাপে শঙ্কিত আছয়ে মাত্র বাণ বিনা কৃষ্ণ বাণেরে কে করে অপমান॥ কর্ণকুপ রাজমন্ত্রী অতি ধনুর্দ্ধর। ঘনঘন বাণ হানে গদের উপর॥ রণে গদগদ গদা হাতে ধরে গদ। শত পাক দিয়া হাঁকে ছাড়িছে বুহুদ॥ সামাল সামাল গদা ছাড়িলা সত্বর। কালদণ্ড যেন ছুটে কর্ণের উপর॥ কর্ণকুপ অপরূপ বিদ্যা জানে রণে। গদা কাটি খণ্ড খণ্ড করে দুই বাণে॥ অমোঘ গদের গদা মোঘ হৈল দেখে। গদাচ্ছেদ

দেখিয়া অবাক হয়ে থাকে।। পুনরপি গদ হাতে লৈয়া ধনুর্ব্বাণ। খর খরশান মারে পঞ্চদশ বাণ।। দুই বাণে ধ্বজাচ্ছেদ করিল রথের। দুই বাণাঘাতে প্রাণ বধিল অশ্বের।। দুইবাণে সারথী কাটিয়া খান খান। কর্ণকূপ হৃদয়ে লাগিল নয় বাণ।। বাণাঘাতে ব্যস্ত কর্ণকূপ কোপ করে। গদা হস্তে রথে হৈতে নামিল সমরে।। দন্ত কটমট করে ঘূর্ণিত নয়ন। দেখে ধ্যান হত জ্ঞান বিকট দশন।। ধাওয়া ধাই ধেয়ে যায় রথের নিকটে। দিয়া হাঁক গদা পাক মারে সালসাটে।। গদাঘাত করে রথে কর্ণকূপ বুড়া। হত অশ্ব সারথী সহিত হৈল গুঁড়া।। প্রমাদ দেখিয়া গদ লম্ফ দিয়া পড়ে। প্রাণ বাঁচাইয়া গিয়া অন্য রথে চড়ে।। কর্ণকূপ বিক্রম করিয়া কহে রণে। এক্ত বল ধর যুদ্ধ কর মোর সনে।। তুমিত বালক হে যুদ্ধের কিবা জান। মোর কাছে শিক্ষা কর যুদ্ধের সন্ধান।। দুগ্ধপোষ্য বালক দেখিয়া করি দয়া। তবু পুনঃ পুনঃ অস্ত্র ধররে বেহায়া।। কর্ণ-কূপ বীরদর্প করিছে সমরে। ক্রোধে কম্পবান কোপে কৃষ্ণের কুমারে।। মহারথী গদ যুদ্ধ করে পুনর্ব্বার। ধরিয়া দুর্জ্জয় শূল বলে মার মার।। মন্ত্রপূত করি শূল ছাড়িলা তখন। কালদণ্ড সম শূল উঠিল গগণ।। হান হান করে শূল মুখে অগ্নি উঠে। শন শন করিয়া বজ্রের সম ছুটে।। ব্রহ্মঅস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া তখন।

কর্ণকূপ অস্ত্র ছাড়ে করিয়া মনন ॥ শূল কেটে নির্ম্মূল করিল কর্ণকূপ। সকলেরে দেখালে সমরে অপরূপ ॥ এইরূপে যুদ্ধ করে উভয়ে উভয়। বুঝা নাহি যায় কার জয় পরাজয় ॥ অন্য যুদ্ধ ইতঃপর রায় ভাবে মনে। পুনর্য্যুদ্ধ রেবতীরমণে গজাননে ॥

কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ হল, ধরে মহাবল, যুদ্ধে সুপ্রবল রথী।
গদ রণ শ্রান্ত, দেখিয়া অনন্ত, সাজিল তুরন্ত অতি ॥
ক্রোধে কলেবর, করে থর থর, রণে ধর ধর ডাকে।
পড়ে মার মার, তবু মার মার, ফিরে বার বার হাঁকে ॥
কাঁপে রণস্থল, করে টলমল, টুটে সেনা বল দেখে।
যদি প্রাণ পাই, চল ঘরে যাই, আর কায নাই থেকে ॥
সেনা পলায়ন, করে কত জন, দেখে গজানন রাগে।
লৈয়া ধনুর্ব্বাণ, হৈলা আগুয়ান, মারে শরশান রাগে ॥
কাঁপে হলধর, দেখি লম্বোদর, হাতে ধনুঃশর ধরে।
রেবতীরমণ, ধরিয়া কৃপাণ, মারে গজাননোপরে ॥
উঠিল কৃপাণ, করে হান হান, থর থরশান ধায়।
যেমত চপলা, গগণেতে মেলা, করিয়া উজ্জ্বলা তায় ॥
দেখিয়া কৃপাণ, মারে দশ বাণ, করিয়া সন্ধান রায়।
গণরায় বাণে, কাটিয়া কৃপাণে, সেনাগণে হানে তায় ॥
দেখি হলধর, কাঁপে ওষ্ঠাধর, করি যম ধর হাতে।
করিছে আঘাত, যেন উল্কাপাত, ছুটে বজ্রাঘাত সাথে ॥

দেখি লম্বোদরে, ইন্দ্র অস্ত্র ধরে, যমধারে ধরে নাশে।
কাটে যমধার,করে খাক ছার,ফিরে আরবার আসে।।
একে গজানন, সহাস্য বদন, ধ্যানের লিখন কয়।
দেখে বলরাম, গণ গুণধাম, হাস্য অবিরাম তায়।।
অনন্ত ভাবিল, বিদ্রূপ করিল, মহেশ মোহিলা ছেলে।
অনায়াসে অস্ত্র,করিলা পরাস্ত, রামরাগে ব্যস্ত হলে।।
আরক্ত লোচন, যেমত তপন, ছাড়িয়া গগণ রণে।
বলদেব আঁখি, গণদেব দেখি, অগ্নি জ্বলে আঁখি কোণে।। ঘূর্ণিত নয়ন, ঘূরে ঘন ঘন, রাশিচক্র যেন লভে। অক্রোধের ক্রোধ, হইল বৃহদ, কিসে ক্রোধ রোধ হবে।। আপনি অনন্ত, বলদেব শান্ত, দান্ত হৈলা ভ্রান্ত রাগে। কোপে বলদেব, ডরে মহাদেব কোথা গণদেব লাগে।। শ্বেতবর্ণ আভা,রাগে রক্ত-জবা, জলন্ত অথবানল। কাঁপে সপ্ত স্বর্গ, আর মহীবর্গ, তলাতল বর্গ জল।। অনিরুদ্ধ শোক, হৃদ-য়েতে ভোগ, অধিকানুযোগ পেয়ে। হয়ে অনু-যোগী, হলধর রাগী, মনেতে বিরাগী হয়ে।। দৃঢ় মুষ্টি ধরে, গদা হাতে করে, গণপতি তরে তাকে। সে গদা আকাশে, অনল প্রকাশে, গণপতি হাসে দেখে।। মারে দশ বাণ, গদা খান খান, পুনঃ অপ-মান করে। পুনঃ হলধর, রাগে থর থর, সাক্ষি দিবাকরে করে।। পরে হলধরে, হল করে করে, পৃথিবী উপরে পড়ে। ভূমিকম্প হয়, রসাতল যায়,

ফণি কুর্ম্ম গজ নড়ে ॥ ব্রহ্মা তা দেখিয়া, উঠিল কাঁপিয়া, ভাবিয়া হাঁপিয়া মরে। অকালে প্রলয়, অনোচিত হয়, শুন দয়াময় হরে ॥ হরি রথ হৈতে, নামিয়া ত্বরিতে, বলদেব হাতে ধরি। বিনায়ে বিনায়ে, কহিছে কান্দিয়ে, রামেরে ধরিয়া হরি ॥ কহে মহাশয়, আমারে সদয়, হইয়া অভয় কর। আমি দীন হীন, তোমার অধীন, নহে বল হীনবর ॥ তুমি ক্ষমাকর, কুরাগ সম্বর, বাল লম্বোদর প্রতি। তুমি কৈলে ক্রোধ, ঘটিবে আপদ, ঘটাবে বিপদ সতী ॥ করিলে অকাণ্ড মজিবে ব্রহ্মাণ্ড, কালদণ্ড তব হলে। করিলে আঘাত, হবে ভস্মসাত, জগতে ব্যাঘাত ফলে ॥ ক্ষমাকর তুমি, রণ করি আমি, দেখি ভূমিস্বামী বাণ। রাগ পরিহর, তুমি আজ্ঞাকর, বাণে করি অপমান ॥ হরির ভাষায়, তুষ্ট হয়ে তায়, বলদেব যায় রথে। হরি ক্রোধ করে, চাপ শর ধরে, নামিল সমর পথে ॥ চেয়ে দেখে হর, নিজ কলেবর, হরি চাপ শর ধরে। রায় হরানন্দ, ভাবিয়া গোবিন্দ, ত্রিপদীতে বন্ধ করে ॥

বাণের অন্তর্যাগ।

হরির দেখিয়া ক্রোধ, হর কৈল উপরোধ, দুর্ব্বোধ বাণের হৈল জ্ঞান। মানসে মনন করে, মনে মহামন্ত্র

স্মরে, অভয়াচরণ করে ধ্যান ॥ মহামন্ত্রময়ী আত্মা, বাণের স্মরণে বাধ্য, হইয়া অভয় দিলে বাণে। ভক্ত বৎসলা মায়া, বাণেরে করিয়া দয়া, বৈসে বাণ হৃদয় নলিনে ॥ হৃদে দেখে জ্ঞানচক্ষে, অবস্থিতি নিজ বক্ষে, হৃদিপদ্মে পর্ব্বত নন্দিনী। জ্ঞানানন্দ ময়ী পদে, জ্ঞান চক্ষু দিয়া বিঁধে, অনিমিখে রহে নৃপমণি ॥ সুনিস্পন্দ মহাবলী, পদ্মে যেন মগ্ন অলি, ইতর জ্ঞানের চিহ্ন নাই। মহা মূল মন্ত্র জানে, যেবা ডাকে প্রাণপণে, তারে দয়া করে মহামাই ॥ মহানন্দময়ী পদে, মহানন্দময় হৃদে, সমর্পণ কৈল মন প্রাণ। কাম মোহ লোভ ক্রোধ, মাৎশর্য্য মদেরে রোধ, ত্রিতাপে তাপিত করে বাণ ॥ সাধুরে বলির সুত, দেখাইলি অদভুত, পঞ্চভূত মিশাইলি পায়ে। যোগীগণ পর্ণাহারে, ভ্রম ভ্রম করে ফিরে, কোন হারে তারা তোর কাছে ॥ ভুক্ত-শুদ্ধিময় তন্ত্র, নয়নে না দেখি কুত্র, শ্রবণে শুনেছি মাত্র কয়। বাণের চরিত্র শুনে, পবিত্র পণ্ডিত-গণে, মূঢ়ের নিগূঢ় ভক্তি হয় ॥ যে জানে কিঞ্চিত মর্ম্ম, সে বুঝে ভক্তির ধর্ম্ম, ভক্তিযোগে যোগ শিক্ষা করে। সকলের মূল ভক্তি, দাসী তার হয় মুক্তি, সাধু ভক্তি যুক্তি মনে ধরে ॥ ব্রহ্মময়ী আদ্যা-শক্তি, তাঁর পদে অনুরক্তি, যেই ব্যক্তি রাখে

নিরন্তর! সর্ব্বদা তাহার কাছে, মুক্তিময়ী শক্তি আছে, আগমেতে লিখিল শঙ্কর॥ এ কথা অন্যথা নয়, শিব নাহি মিথ্যা কয়, জীব করে লেখনে প্রত্যয়। যার থাকে পুণ্যচয়, তার এই ভাব হয়, নিবেদিল হরানন্দ রায়॥

অথ বাণ যুদ্ধ।

কাষ্ঠিভূত মৃতোপম যদি হৈল বাণ। হরি ভাবে বুঝি হবে বাণের নির্ব্বাণ॥ সাধু সাধু সাধু ভক্ত বাণ ভূমণ্ডলে। নাকে থেকে বলে ডেকে নির্জ্জর সকলে॥ সমরে অমরে নরে ধরা নরে কয়। পৃথিবী মণ্ডলে কি এমন ভক্ত হয়॥ লক্ষ লক্ষ বাণ পড়ে বাণের শরীরে। বৃষ্টিপাত হয় যেন নীরবির নীরে॥ কতবা মুষল জাঠা পড়ে শেল শূল। বাণের শরীরে যেন পড়ে পদ্মফুল॥ বাহ্যজ্ঞান শূন্য পুণ্যবান নৃপ বাণ। শ্রীচরণ রজরাজে মজে নিজ প্রাণ॥ চাঁদেতে চকরে সুধা খায় হেন ধারা। কমলে খাইছে মধু ভ্রমরের পারা॥ ক্ষুধিত বালক যেন করে স্তন্য পান। হেন পাদপদ্ম মধু পান করে বান॥ মৃতপতি প্রতি হেন স্নেহ করে সতী। হেন ভাব ভাবে বাণ পাদপদ্ম প্রতি॥ বন্ধ্যা যেন দেখে হেন বন্ধ্যার তনয়।

হেন দেখে পাদপদ্ম নৃপ মহোদয় ॥ নৃপতির ভক্তি দেখি ব্রহ্মা ভাবে মনে। শতক্রতু হৈল ভীত ভাবে দেবগণে ॥ বাণের ভক্তিতে ভগবতী হয়ে ঋণী। কি জানি কেমন বর দিবে পাগলিনী ॥ পুনঃ সর্ব্বনাশ হবে মরিবে অমর। অমর্য্যাদা নির্জ্জরে করিবে সে দুর্জ্জর ॥ কৃষ্ণের হইল চেষ্টা ধ্যান ভাঙ্গিবারে। কৃষ্ণকালী হয়ে গেলা বাণের অন্তরে ॥ মহামায়া মায়াতে মোহিত কৈল বাণ। কর যুদ্ধ বৎস তোর থাকিবে পরাণ ॥ আমি যুদ্ধে যাব শুদ্ধ দেখিবেন হরি। গণপতি দেখিবে দেখিবে ত্রিপুরারী ॥ তুমিত দেখিবে সে দেখিবে ষড়ানন। দেখিতে না পাইবে উভয় সেনাগণ ॥ ধ্যান ভঙ্গ হৈয়া উঠে বলে মার মার। নারায়ণী সেনাগণে করে হাহাকার ॥ পঞ্চ শত ধনুকে জুড়িয়া দিল ছিলা। সেনাগণ ভাবে বাণ বধিতে বধিলা ॥ একেবারে পঞ্চশত বাণ মারে বাণ। চূড়া কাটে মুড়া করে বুড়া রথ খান ॥ উড়িল গরুড় বুড়া ঝড় তুলে পাখে। রণস্থলে পদধুলে নাক ঢেকে নাকে ॥ পাকশাটে পর্ব্বত উড়ায় শত শত। বৃক্ষ গুলা বালি ধূলা সোণা ভুলা শত ॥ পেয়ে কালে বালি গলে যেমত বর্ষায়। করিছে পর্ব্বত বৃষ্টি যায় সৃষ্টি প্রায় ॥ উড়ে যুড়ে পড়িছে পর্ব্বত বুড়া বুড়া। শূন্যাবলোকন করে সৈন্য হয় গুঁড়া ॥

নৃপতির সেনাগণ করে হায় হায়। কত জনা চক্ষু কানা হইল ধূলায়॥ কার্ত্তিক কৌতুক দেখি উঠিয়া ত্বরায়। নিজ হস্তে বায়ুব্যাস্ত্রে পর্ব্বত উড়ায়॥ নৃপবর দেখিলা খগের পরাক্রম। মনে ভাবে বৃথা হৈল তপস্যার শ্রম॥ কায়মন বাক্যে ডাকে কালী কালী বলে। রণমাঝে ব্রহ্মময়ী দেখাইলা লীলে॥ স্বভাব কঠিন মাতা পাষাণ নন্দিনী। পতিকে তারিতে হয় সুখ শৈবলিনী॥ কুপুত্র হইলে পরে কুমাতা না হয়। না তারিলে কুপুত্রে কুখ্যাতি কুলে রয়॥ রায় বলে মায়ের উপরে যত দায়। চরমে সরমে পড়ে দয়া করে মায়॥

খর খরশাণ, পঞ্চশত বাণ, একেবারে মারে রাজা। শ্রীকৃষ্ণের রথে, খর বাণাঘাতে, কাটিয়া ফেলিল ধ্বজা॥ জল বরিষণ, করে যেন ঘন, শ্রাবণের ধারা মত। কাটি খানখান, করে সেনাগণ, মারে সেনা শত শত॥ কত শত ঘোড়া, হাতি ঘোড়া খোঁড়া, ঘোড়া গড়াগড়ি যায়। সেপাই সওয়ার, করে হাহাকার, মাহুত কেঁদে বেড়ায়॥ রাগান্ধ নৃপতি, বিদ্যুতের গতি, চক্র দিয়া ফিরে রণে। না করে বিশ্রাম, তুমুল সংগ্রাম, বাজিল সাত্যকি সনে॥ সাত্যকির বাণ, বজ্রের সমান, লাগিল রাজার রথে। কাটে রথ খান, করে খান খান, সসারথী রথ সাথে॥ লঙ্ক

দিয়া পড়ে, অন্য রথে চড়ে, যুদ্ধে ঝড়ের সমান। কোপে নৃপবর, কাঁপে থর থর, খরতর হানে বাণ।। মহা যোদ্ধাপতি, নৃপতি সারথী, সাত্যকির প্রতি রাগে। লইয়া কৃপাণ, ছাড়ে রাজা বাণ, অব্যর্থ সন্ধান লাগে।। কৃপাণ আঘাতে, সাত্যকির রথে, হত চৈতন্য সাত্যকি। শাম্ব দেখে তায়, করে হায় হায়, গদ বলে ওকি ওকি।। শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া, উঠিল রুষিয়া, শারঙ্গে সিঞ্জিনী দিয়া। ধনুকে টঙ্কার, দিয়া চমৎকার, দেখালে বাণে আসিয়া।। ক্রোধে জ্বলে গাত্র, নাহি পাত্রাপাত্র, ব্রহ্মাস্ত্র হাতে ধরিলা। কি স্বর্গে পাতালে, কিবা ভূমণ্ডলে, বলে বাণেরে বধিলা।। মন্ত্রপূত করি, বাণ পুচ্ছ ধরি, হরি ছিলা যোগ করি। বাণ পুচ্ছ মূলে, শঙ্কর বসিলে, শিরে বসিলা শঙ্করী।। বাণ ধার মুখে, বসে চতুর্ম্মুখে, দেবরাজ বসে পাশে। ব্রহ্ম অস্ত্র বাণ, আকর্ণ সন্ধান, পূরিয়া শোষে নির্জ্জাসে।। করিয়া সন্ধান, ছেড়ে দিলা বাণ, বাণ ভয় পেয়ে কয়। কোথা মহা ঈশ, নাশ ভক্ত পাশ, আশুতোষ দয়াময়।। দেখিয়া ত্রিলোক, কহে করে শোক, অকালে প্রলয় হয়। হরি ক্রোধভরে, জগত সংহারে, ধর শির তুমি চায়।। বাণের পরাণ, হর দিবে দান, কাটাইবে বাণ দায়। উঠে পঞ্চানন, প্রলয় কারণ, [illegible]

ধরি খায় ॥ দেখে দেবলোক, মোহিত ভূলোক, অবাক হইলা হরি। তপস্যার গুণে, বাধিতে ত্রিগুণে, রণে নামিলা শঙ্করী ॥ হয় ঘরে ঘরে, যুদ্ধ হরি হরে, অসম্ভব হৈল পণ। হরানন্দ রায়, বাণ যুদ্ধ গায়, ভাষায় করি রচন ॥

ভগবতীর রণে গমন।

বাণে বর দিয়া কালী, আলো করি রণস্থলী, দাঁড়াইলা জগত জননী। রণস্থল টলমল, ফণি ফণা সুবিকল, নহে স্থিরা সুস্থিরা ধরণী ॥ অস্থির দিগদীপালি, দিগেদিগে ছুটে ডালি, নাচে কালী দেখিয়া কৌতুক। কূর্ম্ম মর্ম্ম ব্যথা পায়, সুমেরু কম্পিত তায়, ঠেকে দায় ভাবে চতুর্ম্মুখ ॥ অতল সুতল তল, তলাতল রসাতল, বিতল পাতাল জল টলে। পদভরে থরথরে, কম্পবানা ধরা ভরে, ভূমিকম্প হয় রণ স্থলে ॥ নাচে কালী মুক্তকেশী, শবাসনা শিরে শশী, নখরেশী অসি করে করে। শবের কুণ্ডল কাণে, শব অঙ্গ স্থানে স্থানে, শব শির মালা করি পরে ॥ নর শির হার উরে, নর কর কটী ঘিরে, মালা করে পরেছেন তারা। রক্ত ধারা অঙ্গ ভরা, রক্ত পূর্ণ শরা করা, অভয়া বরদা করা পরা। করাল বদনী কালী, লোল জিহ্বা মুণ্ডমালী, মহাভীমা ভয়ঙ্করী

বামা। কপাল কর্ত্তৃকা করা, ত্রিনেত্রা ত্রিতাপ হরা, বিকট দশনা ক্ষেমা শ্যামা ॥ আর দেখে ব্যতিক্রম, কৃষ্ণের ঘুচিল ভ্রম, বৃথা শ্রম করি হরি বলে। অনিরুদ্ধ বদ্ধ রয়, আর যুদ্ধ নাহি হয়, করে যুদ্ধ মহাকালী হলে ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

শ্রীকৃষ্ণ করেন স্তুতি, সাকারে ব্রহ্মের জ্যোতি, ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মার জননী। করিয়া কটাক্ষ দৃষ্টি, করিলে সাকার সৃষ্টি, লীলা খেলা করিলা আপনি ॥ মৃড়ানী চণ্ডিকাম্বিকা, তুল্য গুণাত্রিয়াত্মিকা, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রসবিনী। অনাদ্যা অবিদ্যা বিদ্যা, অবিদ্যা পরমা আদ্যা, সিদ্ধা নিত্যানন্দা মন্দাকিনী ॥ জগত্তত্ত্বময়ী সুখদা, সর্ব্বাণী শিবের রুদ্রা, মহাবিদ্যা মহেশ গৃহিণী। জটা জুটা শমা যুক্তা, জননী জগত মুক্তা, জয়ন্তী জটিল মনোমোহিনী ॥ জননী জয়ন্তী জয়া, জগদ্ধাত্রী জগন্মায়া, জঠর যন্ত্রণা নিবারিণী। ত্রিগুণ প্রসবিনী বাণী, মহা লক্ষ্মী নারায়ণী, মহদ্ভূতা ধাত্রী স্বরূপিণী ॥ তত্ত্বময়ী জগত্তারা, তত্ত্বাতীতা তত্ত্বপরা, তত্ত্বরূপা তত্ত্ব পরায়ণী। তারিতে তারিণী তারা,

ত্রিনেত্রা ত্রিতাপ হরা, তপাতীতা তপ তপস্বিনী ॥ বিশ্ব পরাৎপরা তারা, ভীমা ভব ভয় হরা, বিশ্বরূপা বিশ্ব সংহারিণী। প্রকৃতি পরমা সতী, পার্ব্বতী পরমা গতি, পতি প্রাণা পশুপতি রাণী ॥ শঙ্করী শঙ্কর জায়া, সাবিত্রী শূলিনী মায়া, শশিভালী শ্মশান বাসিনী। হেম গিরিরাজ কন্যা, হর প্রিয়া হরি মান্যা, হৈমবতী হেরম্ব জননী ॥ মন্ত্রময়ী মহাত্মনী, মূল মন্ত্র স্বরূপিণী, মহাদেব দেবের ঘরণী। ধূমাক্ষি ধূর্জটি জায়া, ধমাবতী ধূম্রকায়া, ধরা ধাত্রী ধরণী ধারিণী ॥ দয়াময়ী দিগম্বরী, দাক্ষায়ণী দীর্ঘোদরী, দেবী দয়া দনুজ নাশিনী। নগবেশী নীলনিভা, নন্দিনী নলিনী শিবা, নন্দসুতা নগেন্দ্র নন্দিনী ॥ গৌরী গণেশ মাতা, গগন বাসিনী গীতা, গিরি কন্যা গায়ত্রী রূপিণী। চণ্ডিকা চামুণ্ডা চণ্ডা, সুপ্রচণ্ডা চণ্ড মুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা চর্চ্চিকা চর্চ্চিনী ॥ ভৈরবী ভীমা ভবানী, ভগবতী ভবরূপী, ভবার্ণবে ভয় বিনাশিনী। ভব ভীত ভক্তি হীনে, ভরসা ভবানী দীনে, [illegible] মুক্তি প্রদায়িনী ॥ অপারে করিতে পার, আছে যার পায় ভার, বার বার ভাবে তার শিব। তারায় ত্রিপদী [illegible], রচে [illegible], বিপদে [illegible] গঙ্গাশিব ॥

ভক্তের স্তব।

লজ্জারূপা নাহি লজ্জা, মেয়ে হয়ে রণ সজ্জা, দিলে লজ্জা আপনে আপনি। লজ্জারে বর্জ্জন করে, মর্জ্জন সমর পরে, দুর্জ্জনা হইলা নারায়ণী॥ লাজের নাহিক লেশ, কুলবতীর একি বেশ, অবশেষ কিবা আছে মনে। হেম গিরি মহারাজ, তারে বুঝি দিতে লাজ, সমুহ সমর মাঝে কেনে॥ ত্যেজি মণি হেম হার, অঙ্গে শব অলঙ্কার, পরেছ মা কিসের লাগিয়ে। করিছ মা কি বিধান, বধূ হয়ে মধুপান, বিধুচ্যুত সিধু জল থুয়ে॥ শোণিত আহার কর, সতী হয়ে পতি পর, কিবা কর এ কোন বিধান। পদতলে ধর তব, নাহি দেখ ভব শব, পতি হৃদে পদের প্রদান॥ দক্ষ ঘরে নিন্দা হলে, শিব অপমান হলে, শুনে প্রাণ ছেড়েছিলা সতি। তা বুঝি গিয়াছ ভুলে, পতি হৃদে পদ থুলে, সতী হয়ে পতীরে বিস্মৃতি॥ এ বুঝি মধুর কর্ম্ম, ভুলিলে আপন মর্ম্ম, [illegible]ী ধর্ম্মে দেখালে দুর্গতি। ভাল মানুষের মেয়ে, পদতলে দেখ চেয়ে, পারিতলে পড়ে পশুপতি॥ সেই শিব ভালবেসে, সোহাগ বাড়ালে এসে, তেঁইত সাজিল হেন কাজ। শুনিলে করিবে রোষ, তোমারে দিবেন দোষ, পিতা তোর শৈল মহারাজ॥ বার বুঝে কাজ নাই, চল মাগো ঘরে যাই, লাজ পাই সমরের

মাঝে। অধিকান্ত আর দুঃখ, শিবের শুধায় মুখ, কি জানি হৃদয়ে পাছে বাজে॥ শুন মা শিশুর কথা, শূলপাণি পেলে ব্যথা, পাবে ব্যথা পতি মুখ চেয়ে। সম্বর সমর বেশ, বাস পরি বান্ধ কেশ, বাসে আইস নৃপতির মেয়ে॥ যদি মা পিতার ঘরে, না যাও লজ্জার তরে, নিভৃত স্থানেতে কর বাস। সুষুম্না নাড়ীতে বদ্ধ, আমার হৃদয় পদ্ম, সেও বটে শিবের নিবাস। বিধি কৃত নিত্য পুরী, বাস করে ত্রিপুরারি, নিভৃত উত্তম সেই স্থান। লুকাতে বাসনা হয়, চল হৃদি শিবালয়, এতে আছে শিবের বিধান॥ শিব মিথ্যাবাদী নয়, অভয়া বুঝিয়া তায়, দিলে সায় শিবের আজ্ঞায়। মা করিবে হৃদে বাস, যদি হৈল এ আশ্বাস, কেটে গেল শমনের দায়॥ কিছু কাল করে বাস, দাসের পুরাও আশ, কাল পাশ ফাঁস ফেল কেটে। হরানন্দ রায় কয়, তবে যাবে কাল ভয়, রয়েছিল ভস্মমাখা জটে॥

মহা মায়ার স্তব।

দুর্ঘট ঘটন পটীয়সী কন্যা।
ত্রিভুবন বীজ বিজয়ারাধন্যা॥
হরি হর কমলজ অগ্রজা মান্যা।
নাস্তাপি আত্মাতি তুচ্ছ দয়া শূন্যা॥

কিন্নর নগবর কোতব ভিন্ন্যা।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ্যা ॥
তুমি উৎপত্তি স্থিতি মুক্তি অন্যা।
সম্প্রতি মাম্প্রতি কুরু দয়া শূন্যা ॥

তুরুকর দেহী মম প্রভাত স্মরণ্যা।
নগ নয় কিন্নর অমর শরণ্যা ॥
রিপু চয় তাপ মম ক্ষয়গুণ বন্যা।
সম্প্রতি মাম্প্রতি কুরু দয়া শূন্যা ॥

ভ্রম মদ মোহদদ ভ্রান্তি করণ্যা।
তমাস্থা শক্তিহিতমাগ্র গণ্যা ॥
সংসারার্ণব তদেকতরণ্যা।
সম্প্রতি মাম্প্রতি কুরু দয়া শূন্যা ॥

ক্ষমাগম শম দম তমসি বদন্যা।
শঙ্কর সেবনি শম্ভু বরণ্যা ॥
তুমি চিন্তাহ্লাদিনী শরণ্য বরেণ্যা।
সম্প্রতি মাম্প্রতি কুরু দয়া শূন্যা ॥

মহাসুর নিধন রাখিল [illegible] [illegible] ভীমার্জুন
অর্জুন [illegible] পরে ॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দুর্জ্জর। সর্ব্ব রোগাগ্রজ বলী স্বয়ং নির্জ্জর॥ ত্রিপাদ ত্রিশির বীর ষড়্‌ভুজ ধরে। তিন তিন নেত্র শোভে এক এক শিরে॥ সুভস্মাক্ষ প্রশমন মহারৌদ্রকায়। বিনা অনলেতে ঘন অনল জ্বলায়॥ কালান্তক যমোপম সম তুল্য নাই। দৃষ্টি মাত্রে সৃষ্টি নাশ শক্তিত সবাই॥ মদভ্রম তৃষ্ণাতম দাহ কাস আদি। শিরঃপীড়া প্রলাপ প্রভৃতি দশ বিধি॥ বায়ু পিত্ত কফজ দ্বন্দজ সন্নিপাত। তরুণ মধ্যম আর প্রাচীন সংঘাত॥ আগুন্তজ প্রভৃতি ধরিয়া অষ্টকায়। নানাবিধ বিষম জ্বরের সৃষ্টি তায়॥ উপদ্রব সঙ্গে রঙ্গে অপাঙ্গেতে চায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরে ঠেকাতে পারে দায়॥ কি দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নরে। স্মর হর সমান চাহিয়া প্রাণ হরে॥ কোন ছার নর পশু পক্ষ তাঁর ঠাঁই। ঠেকিয়া আপনি তাঁর নিজ গুণ গাই। জ্বরের মহিমা সীমা অন্যে কেবা কয়। জ্বরদেবে বিশেষ জানেন মৃত্যুঞ্জয়॥ অতিসার শূল গুল্ম শ্বাস কাস ক্ষয়। বিংশতি প্রকার মেহ মন্দাক্ষ চয়॥ বহু মূত্র মূত্রাঘাত মূত্র অতিসার। অপস্মার অশ্মরী অর্দ্দিত অনিবার॥ গুহ্য ভ্রংশ গ্রহণী প্রহণী ভগন্দর। উন্মাদ উদরি অর্দ্ধ অঙ্গ অর্শ আর॥ শীত পীত বাত রক্ত কুষ্ঠ অষ্টাদশ। অলসক মহাজ্বর পাণ্ডু

শোথ শূল ॥ পামা বিচর্চ্চিকা বিপাদিকা বিসূচিকা ।
গলগণ্ড গণ্ডমালা অরুণের শিখা ॥ মন্যুস্তম্ভ হনুস্তম্ভ
গলগ্রহ বাত । বাহুমূলে বাহুস্তম্ভ আনে পক্ষঘাত ॥
শ্লীপদ হৃদ্রোগ প্লীহ যকৃত আদি । স্ত্রীবাল ক্ষুদ্রাদি
রোগ শত শত বিধি ॥ বধিরান্ধ অষ্ঠীলা কমলা
পূতিনস্য । পীনস উদর শ্বিত্র বুকাগ্রে কাংশ্য ॥
শিরো অক্ষি নাসা কর্ণ মুখ রোগ যত । প্রত্যেকে
প্রত্যেকে বহু রোগ শত শত ॥ অম্লপিত্ত রক্তপিত্ত
উপদংশ হয় । কতক কতক লিখি রোগ পরিচয় ॥
সন্নিপাতিক কি বাতিক কি পৈত্তিক । কুপিত হইয়া
হয় কত বা শ্লৈষ্মিক ॥ এতদ্ভিন্ন অন্য অন্য রোগ চিহ্ন
যত । লিখিয়া অধিক পুঁথি বাড়াইব কত ॥ সর্ব্ব
রোগাগ্রজ বলী জ্বর সহোদর । সম্বরে জন্মিয়া জীব
সম্বরে প্রলয় ॥ শিবের লিখিত রোগ সৃষ্টি হৈল যত ।
রোগ মাত্র বিশেষে রোগের অনুগত ॥ রোগী হবে
শুনে যদি জ্বরের মহিমা । রোগ মুক্ত হবে বোধে
মহিমার সীমা ॥ অরোগী শুনিলে নাহি হবে তার
জ্বর । তাহারে করিবে কৃপা শঙ্করী শঙ্কর ॥ জ্বর বলি
পূজা হোম তপ জপ মন্ত্রে । বিবিধ বিধানে যেবা পূজে
যথযন্ত্রে ॥ অরোগী হইয়া ভোগী থাকে চিরকাল ।
তারে কৃপা করেন কালীর মহাকাল ॥ শুভ নিত্য
শ্রবণে অরিষ্ট নাশ হয় । যেন জেনে আয়ুর্ব্বেদে সূক্ত

পাণি কয়॥ উপহাস্য শুনিয়া, যে করে মূঢ় জন। সত্বর পাঠান তায় শমন ভবন॥ এই জ্বর মহেশের নিশ্বাস সম্ভব। থেকে রিষ্টি হলে মুক্তি জীবন দুর্লভ॥ সর্ব্ব রোগ হৈতে হৈল জ্বরের প্রাধান্য। ব্রাহ্ম কর শিবের লিখন বড় মান্য॥

হৈল জ্বর সৃষ্টি, কটাক্ষেতে দৃষ্টি, আছে রিষ্টি যার ভালে। বাণের বিপক্ষ, সেনা লক্ষ লক্ষ, খাইল তক্ষক কালে॥ চক্ষে অগ্নি চয়, দেখে লাগে ভয়, উঠ্যে [illegible] হয়ে পড়ে। পপাত্যজ্ঞ তায়, সমারূঢ় প্রায়, যেমত কদলী ঝড়ে॥ কত কত রথি, পদাতি সারথি, পতিত গজ ভূতলে। পলাইতে পথ, না পেয়ে বিরত, পতঙ্গ পড়ে অনলে॥ মরি মরি ডাক, ছাড়ি দিয়া হাঁক, প্রাণ গেল গেল বলে। করে খড় কড়, জ্বরের নিগড়, পদে হাতে বন্দী হলে॥ তৃষ্ণা ভ্রম তন্দ্র, দাহ ঘন ঘন, পলকে প্রলয় গণে। মূর্চ্ছা কম্প কাস, হয় হিক্কা শ্বাস, প্রলাপ বিলাপ মনে॥ রক্ত মুখে রস, নাহি জিহ্বা বশ, [illegible] স্মরণ করে। [illegible] মুখ শোষ, মন অসন্তোষ, ছিত হৈলে [illegible] করে॥ নারায়ণী সেনা, ছিল যত জনা, [illegible] ভোগে। কেহ [illegible] কেহ [illegible] কেহ [illegible] শোকে॥ কিবা অন্য পরে, [illegible] কাঁপে [illegible] আর [illegible]

গদ, হরি বংশ ধ্বজ, হইল বিব্রত জ্বরে ॥ দেখিলা
শ্রীকৃষ্ণ, সম্বর অরিষ্ট, দুস্তর অশিষ্ট কায়া। কৈলা
ক্রোধ দৃষ্টি, হইলা জ্বর সৃষ্টি, বিষ্ণু দেখাইল মায়া ॥
হৈতে শিব জ্বর, দ্বিগুণ দুস্তর, তর্জ্জন গর্জ্জন বড়।
হৈতে শিব জ্বর, বিষ্ণু জ্বর বর, খরতর বড় দড় ॥
করে জ্বরে জ্বরে, সংগ্রাম সমরে, কেহ কারে নাহি
পারে। দিবিসদ গণ, দেখিয়া নিদান, বিধান বুঝিতে
নারে ॥ উভয় জ্বরে, যে দিগে নেহারে, কালে যেন
কাল পেয়ে। হেন মত ধরে, প্রতি ঘরে ঘরে, পিতা-
মহ দেখে চেয়ে ॥ পিতামহ ভাবে, উপায় কি হবে,
সৃষ্টি যায় রসাতল। দেবগণ তায়, করে হায় হায়,
সবে ভাবিয়া বিকল ॥ করিয়া মন্ত্রণা, হরির সাধনা,
অমরগণেতে করে। করিয়া ভকতি, নানাবিধ স্তুতি,
স্তব করে হরি হরে ॥ শুনিয়া শ্রীহরি, সম্বর সম্বরি,
দিগম্বরে করে স্তুতি। তবে ভোলানাথ, হাতে পঞ্চ-
পাত, সম্বর হরির প্রতি ॥ কহে দিগম্বর, আমার এ
জ্বর, অমর নাহি মরিবে। হরির যে মনে, থাকিবে
তেমনে, আপনি তাহা করিবে ॥ কহে ত্রিপুরারী,
শুনিয়া কংসারি, চক্র ধরি নিজ হাতে ॥ শিব জ্বর
বরে, দুর্জ্জয় দুর্জ্জয়ে, কাটিলা শ্রীচক্রাঘাতে ॥ কাটে
খণ্ড খণ্ড, বাহিরা [illegible] ব্যাপ্ত [illegible] করে ধরে।
নষ্ট কীর্ত্তন ভাবিয়ে আর পেলে [illegible] বক্ষ রাক্ষ

কিন্নরে ॥ সর্প খগ নাগ, অংশ মত্ত ভাগ, কীট পতঙ্গ কিঞ্চিত। হস্তী অশ্ব আদি, জীব যথা বিধি, সম যোগ্য ভাগ রীত ॥ জীবেতে সংযোগ, প্রাণী বর্গে ভোগ, কেহ জ্বর ছাড়া নয়। জনমে সঞ্চরে, সঞ্চরেতে মরে, আয়ুর্ব্বেদে এই কয় ॥ কহে শিব জ্বরে হরি হর তরে, কাটিয়া করিলা জরা। করিয়া সৃজন, দিলা বিসর্জ্জন, এ কোন সজ্জন ধারা ॥ বিষ বৃক্ষ রূপে, কে কোথা যে কোপে, কেটেছে তাহার মূল। তুমি ব্রহ্মময়, চারি বেদে কয়, কেন হেন হৈল ভুল ॥ আমারে অমর, করেছেন হর, আমি কি মরিয়া মরি। আজ্ঞা দিলে হর, অনন্ত সংসার, কটাক্ষেতে ভস্ম করি ॥ হরি কর্ণ অঙ্গে, থাক হর সঙ্গে, এক আত্মা হরি হর। আমি জানি মর্ম্ম, হয়ে এক ধর্ম্ম, যে হরি সেই শঙ্কর ॥ যে করিলা হরি, এখন কি করি, কহিছে হরের জ্বর। হরি দয়া করি, জ্বর জ্বালা হরি, জ্বরেরে দিলেন বর ॥ শুন জ্বর বর, জীবে ভোগ কর, কালেতে সংহার জীব। বলি মহৌষধি, বাণ যুদ্ধ বিধি, ক্রিয়া পূজা করে শিব ॥ দেখিবে যখন, জীবেরে তখন, ছাড়িয়া হবে সদয় ॥ পেয়ে জ্বর বর, স্মরিয়া শঙ্কর, জ্বালা নিবারণ হয়। হরি হর যুদ্ধ, জগতে প্রসিদ্ধ, বাণ যুদ্ধ যার নাম। করিলে শ্রবণ, জ্বরের মোচন, সিদ্ধ হয় মনস্কাম ॥ শ্রবণেতে মাত্র, শীতল যে গাত্র, সকল রোগ

যোজন। হরানন্দ রায় বাণ যুদ্ধ গায়, শুনিবে সুবিজ্ঞ গণ॥

শ্রীকৃষ্ণ সহিত বাণের যুদ্ধ।

হরি দেখে হরের রাগের হৈল ক্ষান্তি। বাণরাজা বুঝিল আপন মন ভ্রান্তি॥ কৃপাময়ী সমরে হরেরে করে দয়া। রণস্থল ছাড়িয়া উরিল মহামায়া॥ মা বাপের তাচ্ছল্য বুঝিয়া গজানন। ডেকে কহে ক্ষান্ত হও ভাই ষড়ানন॥ বাণে শাপ দিলা শিব তা কি মনে নাই। কাটা যাবে হস্ত নব শত ছিয়ানই॥ বুঝিয়া হইল ক্ষান্ত পার্ব্বতী নন্দন। গুটীর সমান বাণ হইল বন্ধন॥ সহস্রেকদণ্ড দশদিগে ফিরে চায়। জ্বরিত যতেক লোক জ্বরের জ্বালায়॥ দেখিয়া বাড়িল ক্রোধ দর্প নারায়ণে। বাণ দর্প করে খর্ব্ব উপস্থিত রণে॥ চক্রধারী ধরিলেন চক্র মধ্যভাগ। আরক্ত পদ্মলোচনে ঈষদল্প রাগ॥ হরির বুঝিলা হর রাগের সন্ধান। ইঙ্গিতেতে বুঝালে অমর মোর বাণ॥ অনুরক্ত ভক্ত মোর আর নাহি হেন। অমর্য্যাদা চক্রের না হয় দেখ যেন॥ আমার শাপের মর্ম্ম যেমা পণ আছে॥ তদ্রূপ করিবা শাস্তি আমি

থাকি কাছে ॥ হরের ইশারা বাক্য বুঝিলেন হরি। ইশারায় বুঝাইল মুকুন্দ মুরারি ॥ ইশারা দেখিয়া বাণ তখনি বুঝিলা। সর্ব্বদেশে হর গিয়া হরিতে মিশিলা ॥ ক্ষীণ বল হৈল বাহু করয়ে স্পন্দন। ঊর্দ্ধ মুখে শিবাগণ ডাকিছে তখন ॥ ভূমি কম্প রক্ত বৃষ্টি হইছে সঘন। চতুর্দ্দিকে দেখে অমঙ্গল দরশন ॥ পুরোহিত ষণ্ডামার্ক পলাইল ঘরে। আত্মীয় স্ববর্গ গণ কাঁপে থরে থরে ॥ সুসময় ঘটিলে সকল ঘটে ভাল। তৈল সঙ্গে দুঃসময় নিতে যায় জাল ॥ স্থির থাকিলে বাড়ে সময়ের সখা। অসময় পড়িলে সখারা হয় বাঁকা ॥ মনে মনে বিবেচনা করে রাজাবাণ। বলে কোথা গেল মোর মন্ত্রির প্রধান ॥ হেনকালে কুষ্মাণ্ড আসিয়া দিলা দেখা। রাজা বলে আইস মোর সময়ের সখা ॥ কুষ্মাণ্ড কহিছে শুন ওহে নৃপবর। অমর আপনি কেন মিথ্যা কর ডর ॥ পুরাকৃত কর্ম্মভোগ কে কোথা ছাড়ায়। অনর্থক মিথ্যা শোক ভাবিয়া বাড়ায় ॥ মহারাজা জ্ঞানী হয়ে হইলে অজ্ঞান। ভাবিয়া কি রাখা যায় মন প্রাণ যায় ॥ রায় হরানন্দ করে পাঁচালি রচনা। শ্রীকৃষ্ণ চরণে রাখে মনের বাসনা ॥

চক্রপাণি চক্র হাতে, বসিয়া পুষ্পক রথে, সুধা পথে স্থির করে রথ। চারিদিগে দিয়া থানা, রাজধ

নারায়ণী সেনা, সমরের রোষে দশ পথ ॥ হান হান সেনাগণ, হাঁক দেয় ঘনে ঘন, ভাবে বাণ, গেল প্রাণ মোর । আপন জননী ডাকে, উচ্চৈঃস্বরেতে হাঁকে, কোটরী শুনিল বড় জোর ॥ কেমনি মায়ের প্রাণ, ডাক শুনে আনচান, কোথা বাণ প্রাণ মোর ফাটে । সুবৃদ্ধা নড়িতে নারে, গুড়ি গুড়ি নড়ি ধরে, প্রাণপণ করে পথে হাঁটে ॥ শতাধিক আয়ু বুড়ি, সুপক্ক শোণের নুড়ি, কেশ পাশ বাস পড়ে খসে । বসিলে উঠিতে নারে, মুহু মুহু বারে বারে, ঊর্দ্ধ শ্বাস ঘন ঘন কাসে ॥ অতি বৃদ্ধা সুপ্রাচীনা কর্ণে খাট দৃষ্টি হীনা, বলে ক্ষীণা বলির বনিতা । ত্রিকা-লজ্ঞা বাণ মাতা, বাণের জননী সতা, বুদ্ধি হতা সদা সশঙ্কিতা ॥ বার্দ্ধক্যে শরীর ক্লীষ্টা, অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্টা, কর্ম্ম নিষ্ঠা ধর্ম্ম পরায়ণী । কথা কৈতে কাঁপে শির, চক্ষে বহে ঘন নীর, নাহি স্থির কথার বাঁধনি ॥ মেরুদণ্ডে লাগ্ন পেট, পৃষ্ঠ কুব্জা মাথা হেট, ভুরু ভেটে গণ্ডের উপরে । ভগ্ন মুখ দন্ত হীনা, স্বরবর্ত্তা স্বর জিনা, কান্দে বুড়ি পক্ক বুজি স্বরে ॥ চিবুক ঠেকেছে নাকে, মস্তক হাঁটুর কাকে, বয়েসে বর্দ্ধিত তিনকাল । সাবাসি ত্রিকেলে বুড়ি, অঙ্গ যে হয়েছে গুড়ি, তবু ঊর্দ্ধে উচ্চ নয় তাল ॥ পথে কেঁদে চলে রড়ে, পায় পায় ঘুরে পড়ে, ভাসে পথ নয়নের

নীরে। পথেতে কর্দ্দম হয়, উছটি আছাড় খায়, ফিরে উঠে চলে ধীরে ধীরে ॥ রণে এসে দেখা দেয়, যেন নিরুপায় প্রায়, ঊর্দ্ধে চায় দেখে নারায়ণ। বসনে হইয়া নগ্না, নয়ন রোদন মগ্না, বয়ানেতে করয়ে স্তবন ॥ চিনিতে কি পার হরি, আমি সে বলির নারী, জীর্ণ তরী হৈল বহু দিন। দেখ দেখি মনে করে, কি দশা করেছ মোরে, ফিরে কি করিবে পরাধীন ॥ বামনাবতারে হরি, তিন পদে মায়া করি, আমারি করিলা সর্ব্বনাশ। এক পদে রাজ্য নাশ, দ্বিতীয় স্বর্গেতে বাস, করে দিলে উভয়ে নৈরাশ ॥ তৃতীয় পদের ভরে, নাথের মাথার পরে, পদভরে পাতালে প্রবেশ। সাধিলা আপন কর্ম্ম, নাশ মোর ঋতু ধর্ম্ম, এ মর্ম্ম কে বুঝিবে বিশেষ ॥ আর কি রেখেছ বাকি, শাস্তি দিতে বল দেখি, এক আঁখি বাকী মাত্র বাণ। ছিছি হরি দয়া হীন, যাহারে রেখেছ ক্ষীণ, তাহারি নিধন কর প্রাণ ॥ আমি হতভাগা নারী, বাণ উপলক্ষ করি, প্রাণ ধরি নিকলা সমান। মরণ নাহিক হয়, আর প্রাণে নাহি সয়, কর হরি মরণে বিধান ॥ কি ক্ষতি করেছি হরি, আমিত বলির নারী, পুনঃ পুনঃ কর অপমান। তুমি করুণার সিন্ধু, যাচকে না দিলে বিন্দু, কে বলিবে করুণা নিধান ॥ দয়াময় নাম ধর, দয়া ধর্ম্ম রক্ষা কর, দুঃখিনী দাসীরে

করহ দয়া॥ কৃপা করি কৃপাময়, আমারে হয়ে সদয়, বাণ শিরে দেহ পদ ছায়া॥ শুন প্রভু জগন্নাথ, বলি রাজ বাণ জাত, ভক্ত নামে বিখ্যাত জগতে। আমি কি বলিব বাছা, বাণ কি জগত ছাড়া, বাণ বধ্য নহে কোন মতে॥ সহস্র দাসের দোষ, ক্ষমা করি ছাড় রোষ, সন্তোষ করহ মোর প্রাণ। প্রভুর দাসের দাসী, ভাগ্য হীনা সর্ব্বনাশী, ভিক্ষা চাহি কর্ম্ম দুষি বাণ॥ সমূহ সমরে নগ্না, কোট্টবী ক্রন্দনে মগ্না, শিরলগ্না অহি পৃষ্ঠে পড়ে। ধরণী লোটায়ে বলে, পড়ে কৃষ্ণ পদ-তলে, পর্ব্বত পড়িল যেন ঝড়ে॥ উলঙ্গ দেখিয়া নারী মুখ ফিরাইয়া হরি, কহিছেন কোট্টবীর তরে। উঠিয়া লইয়া বর, শোক সিন্ধু সুসম্বর, অম্বর পরিয়া যাও ঘরে॥ শুনগো কোট্টবি রাণী, আমি পূর্ব্ব সব জানি, তুমি জান কিঞ্চিত তাহারি। মোরে কেন দোষ দেও, কর্ম্ম গুণে ফল পাও, আমি উপলক্ষ মাত্র তারি॥ তুমিতো ত্রিকেলে মেয়ে, ভুলে গেছে বুড়া হয়ে, বার্দ্ধক্যে হইল বুদ্ধি নাশ। তোমার স্বামীর শিরে, আমি পদার্পণ করে, পাতালেতে দিলাম নিবাস॥ পাতালে নৃপতি হয়, কিছু পরে অতিশয়, পুণ্যোদয় ভোগিবেন পতি। হইবে স্বর্গের রাজা, দেবতা হইবে প্রজা, ইন্দ্র হবে রাজা মহামতি॥ কোট্টবী জেনে সকলি, কেনগো পাগলী হলি, স্থির হয়ে বর চেয়ে

লও। থাকিবে তোমার বাণ, দিলাম বর বিধান, আর বল অন্য কিবা চাও॥ বাণের রাখিব প্রাণ, চতুর্ভুজ হবে বাণ, করে দিব আমার সমান। অধিক বাড়িবে পদ, ঘুচিবে মাৎসর্য্য মদ, পাপ গেলে বাড়িবে সম্মান॥ কোটরী পাইয়া বর, ত্বরা করি গেল ঘর, চক্রপাণি মনে মনে ভাবে। রায় হরানন্দ কয়, ধর্ম্মের কি ধর্ম্ম ভয়, চক্রে বাণ পাণি কাটা যাবে॥

অথ বাণের বাহুচ্ছেদ।

কোটরী পাইয়া বর করিল পয়াণ। চক্রপাণি চক্র হাতে লুকে ঘনেঘন॥ মন্ত্রপূত করি চক্র ছাড়িলা তখনে। সন সন চক্রখান ছুটিল গগণে॥ উঠিয়া গগণে ঘন ঘন দেয় পাক। হান হান করিয়া ছাড়িছে ঘন ডাক॥ সৈন্য ছুটে মাঠে কাটে প্রাণের তরাসে। নৃপতি বেহাতি অতি করে হায় হায়॥ লক্ষ লক্ষ বাণ ছাড়ে চক্র নিবারিতে। ভস্মসাত হয় বাণ চক্র ছুটে ছুটে॥ শেল শূল মুষল মুদ্গর ভূন্দিপাল। শত শত ছাড়িছে কুষ্মাণ্ড মহিপাল॥ কর্ণকুণ্ডল অপরূপ মারে অস্ত্র কাটা। ঠেকিয়া সকল অস্ত্র কাটে চক্র গোটা॥

বাণের সদলবল হাহাকার করে। শতবক্র ঘুরে চক্র বাণের উপরে।। চক্রে অগ্নি উঠে ছুটে ঝলকে ঝলকে। বাণবাহু কাটি ফেলে চক্রের পলকে।। নবশত হেরা-নই কাটি ফেলে কর। চতুর্ভুজ হইল বাণ দেখিতে সুন্দর।। কৃষ্ণের কৃপায় কত আশা দূর হয়। হরি হরে নৃত্য করে হৈল এক কায়।। ধিক রে পামর জন ভিন্ন ভাব ভাবে। ইতর বিশেষ ভাবে প্রতিফল পাবে।। ভিন্ন ভাব ভাবিয়া ভাবিবে যেই জন। সেই মূঢ় জনে হবে নরকে গমন।। হর হরি ভিন্ন জ্ঞান যে ভাবে আভাসে। মনভ্রান্তি ঘুচিবে দেখিলে গঙ্গা-বাসে।। মহারাজ রাজেন্দ্র যোগেন্দ্র মহামতি। অভে-দজ্ঞ বিজ্ঞ যেন জনক নৃপতি।। মহারাজ চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপ ভূপ। স্থাপিলা অভেদ মূর্ত্তি রূপ সুধাকূপ।। ঘুচালে মনের ভ্রান্তি মহামহোদয়। বৈষ্ণব শৈবের হৈল জ্ঞান পরিচয়।। পশুপতি সতীগণ পতি দিবা-করে। অভেদাত্মা সদাত্মা বুঝিবে হরি হরে।। পঞ্চ দেবে ভিন্ন জ্ঞান মানে মূঢ় জন। ইতর বিশেষ কৈলে নরকে গমন।। যার জানি পুরাকৃত আছে পুণ্যচয়। ভেদ জ্ঞান নাহি তার জানিবে নিশ্চয়।। শাক্ত হয়ে বিষ্ণুর প্রসাদ নাহি খায়। বিষ্ণুর উৎসাহেতে উৎ-সাহি নাহি হয়।। মিথ্যা শাক্ত সেই ভক্ত ভাক্ত ভক্তি করে। সে নারকী নরক ভোগীবে অহঙ্কারে।।

*বৈষ্ণবে না যায় যদি শক্তির প্রসাদ। পষাণ্ড বলিয়া করয়ে বিসম্বাদ॥ এতদ্রূপ বৈষ্ণব বিষ্ণুর ভক্ত নয়। শতকল্পকোটি কোটি ভোগীরে নিরয়॥ সাবধানে ভক্তগণে দেখ হর হরি। অভেদ ভাবেতে দেখ শুদ্ধ ভক্তি করি॥ ভক্তি হীন অতি দীন অধম কিঙ্কর। রায় হরানন্দে ছন্দে বন্দে হরি হর॥

ব্রহ্মময়ীময় সর্ব্ব, সদৃশ ত্রিপদে খর্ব্ব, গর্ব্ব খর্ব্ব করেন দর্পকে। না বুঝিয়া মূঢ় জনে, হর হরি ভিন্ন জ্ঞানে, হিতে বিপরীত এ সাধকে॥ যা রাধা সা সীতা আদ্যা, অসীতা পরমা রাধ্যা, নিত্যানন্দ ময়ী ত্রিভুবনে। নিত্যকে অনিত্য ভ্রমে, কাল কাটে মিছাশ্রমে, ঘুরে ফিরে বিষতৃণ জ্ঞানে॥ প্রকৃতিপুরুষে ভেদ, এর কোথা আছে বেদ, দলাদলি ঘরের ভিতর। কিম্বা শর্ব্ব ব্যবহার, শ্রীহরি ভিন্ন শঙ্কর, কালী ভিন্ন কে বলে রামের॥ এই মত পথাগলি, উভয়েতে করি গুলি, যথার্থ তত্ত্ব কে কবে পাবে। তত্ত্বরে না বলে তত্ত্ব ভেদ বাদী হয়ে মত্ত ভূতের মত মিছা তত্ত্ব ভাবে॥ তাহাদের বিধাতা বাম, কাশী মৃত হনিকাম, জগতে ত্রিতাপে পুড়ে মরে। আপনার কার্য্যের দোষে, এক পক্ষে হয়ে গোঁড়া, বিপক্ষে পরকাল কেরে। কার

গলে গন্ধেশ্বালা, উপরে গেরুয়া চেলা, রগে ছাপা ছাপা বাহুমূলে। কটীতে কৌপীন আঁটা, পরে বহির্বাস ঘটা, শ্রীমন্দির তিলক শোভে ভালে॥ শিক্ষা মাথে আর্কফলা, অষ্ট অঙ্গে আট পলা, চক্ষে ঠুলি কলুর বলদে। মুখে গোরা গোরী প্যারী, মিছামিছি জপ করি, মুখে মধু বিষ ভরা হৃদে॥ শক্তি নিন্দা করে যেবা, সেই ধন্য সাধুসভা, ধন্য ধন্য বৈষ্ণব সমাজে। বৈষ্ণবতা মাত্র এই, শক্তি নিন্দা করে যেই, সেই সাধু মুক্ত হবে ব্রজে॥ এমনি শক্তির গোঁড়া, কথকগুলা ছুঁড়ি ছোঁড়া, ভাক্ত শাক্ত মিছা ভক্তি করে। ভজন সাধন হীন, কুভোজন প্রতিদিন, কুচ্ছা করে বৈষ্ণব উপরে॥ রুদ্রাক্ষ গলায় বেড়া, চেলি ধুতি পরে বাড়া, রক্ত অর্দ্ধচন্দ্র করে ভালে। রক্তবর্ণ ঘোর অক্ষি, ভাক্ত কৌলাচার সাক্ষী, স্ফাটিক মালে রাঙ্গা খোপ খোলে॥ কালী বলে দিয়া হাঁক, বৈষ্ণবের শিরে বাঘ, আঁক করে ডাক দিয়া পড়ে। গৌরাঙ্গ হে কৃপা কর, বীর হস্তে কেন মার, প্রাণ বধে বীর বাপ ঝড়ে॥ শুন রে পামর জন, দূর কর দৈত মন, কুসঙ্গের সঙ্গ নাহি কর। শাক্ত বৈষ্ণবের গোঁড়া, দুই লইও তার দাঁড়া, অপমৃত্যু বধ পরিহর॥

হরি হর যুগ্মরূপ বর্ণনা।

আকে পটি, যুক্তজট, মুক্তি জটাজালে। দীপ্ত মণি, বদ্ধ ফণী, অর্দ্ধশশী ভালে॥ শৃঙ্গ হাতে, ভৃঙ্গী সাথে, অন্য হাতে শূল। ভস্মমাখা, সিদ্ধি ফাকা, আঁখি ঢুলু ঢুল॥ অস্থি মালা, কণ্ঠে দোলা, অঙ্গে ভোলানাথ। অঙ্গে এক, রঙ্গ দেখ, সঙ্গে রাধানাথ॥ বাঁশী করে, বাদ্য পুরে, পুচ্ছ ধরে শিরে। অঙ্গ কালা, সঙ্গে ভোলা, বনমালা উরে॥ পীতবাস, সুনির্যাস, সুপ্রকাশ পটে। অর্দ্ধ কটী, মধ্য তটী, বদ্ধ কটী তটে॥ রূপপ্রদ, মৃগমদ, তিলক নাসায়। কি মধুর, বাজে সুর, সুনূপুর পায়॥ দৃষ্টপ্রদ, হৃদি হ্রদ, ভৃগুপদ শোভা। হরে মন, এ মোহন, গোপী মনোলোভা॥ অর্দ্ধ হরি, ত্রিপুরারি, হর হরি রূপ। রসকূপ, স্থাপে রূপ, নবদ্বীপ ভূপ॥

বামে সিঙ্গা বাজে বাজে দক্ষিণে মুরলি। দক্ষ আঁখি বাঁকা বাম চক্ষু ঢুলু ঢুলী॥ ভৃগুপদ চিহ্ন সে দক্ষিণ হৃদি হ্রদে। বাম হৃদে শোভিছে দক্ষিণাকালী পদে॥ দক্ষিণে চাঁচর কেশে চূড়ার নির্ম্মাণ। বামে জটাজুট মধ্যে গঙ্গা অধিষ্ঠান॥ বামে শুভ্রবর্ণ কিবা রূপ নিরঞ্জন। নির্ম্মল আকাশেতে দক্ষিণপাশে ঘন॥ দক্ষিণে তিলক শোভে বামে অর্দ্ধশশী। অর্দ্ধেক

শরীরে গ্রাস করে ঘন শশি ॥ বাম কর্ণে কুণ্ডল দক্ষিণে মুক্তাফল। ঘন মধ্যে যেমন চপলা সুচঞ্চল ॥ বনমালা দক্ষিণে অস্থির মালা বাঁয়। অপূর্ব্ব শোভিছে হরি হরের গলায় ॥ বামে ফণী দক্ষিণে মণির শোভা পায়। বামে ভস্ম দক্ষিণে চন্দন লিপ্ত গায় ॥ দক্ষিণ কটীতে পীতাম্বর শোভে ভাল। শোভা করে অপূর্ব্ব বামেতে বাঘছাল ॥ রাম হরানন্দে ছন্দে বন্দে হরি হর। হরি হৈতে নিবারিব যমের কিঙ্কর ॥

বাণ রাজার সভা বর্ণনা।

সমর সংহার করি, ঐক্য হয়ে হর হরি, বাণপুরী প্রবেশ করিলা ॥ বুঝিয়া হরের মত, বাণ হৈল অনুগত, উভয়ত বাণ আশ্বাসিলা ॥ আশ্বাস পাইয়া বাণ, লৈয়া যায় নিজ স্থান, রত্নসিংহাসনেতে বসায়। পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি, দিয়া পূজে নৃপমণি, প্রদক্ষিণ করিল সবার ॥ বৈসে কৃষ্ণ বলরাম, বাণ বৈবাহিক কাম, শাস্ত্রে পর বেহায়ের ভাই। আপনি বাইয়া বাণ, সাত্যকি সাদরে আনে, বসাইল বলিয়া বে-হাই ॥ নানা বিধ উপহার, উপঢৌকন দেয়ে, রায় তুষ্ট হইলা অমরা। কুর্য্যমতা হৈল ভাজি ভবানলি

কোলাকুলি, এমলামিলি হইল উভয় ।। বসিয়া করিল সভা, সহস্র চন্দ্রের আভা, সভামাঝে হইল উদয় । বৈসে কৃষ্ণ বলরাম, ভ্রাতার সহিত কাম, পক্ষচ্ছেদে তাটে কুল কয় ।। হরি ভাট মহাদক্ষ, কহিছে কামের পক্ষ, উপলক্ষ বিবাহ বর্ণনা । কহে অংশ বংশ ভাগ, সুছন্দে মিলায়ে রাগ, করে যদু বংশের ঘোষণা ।। যত বরযাত্রগণে, শুনে আনন্দিত মনে, কন্যা যাত্রে করিছে বিদ্রূপ । কন্যাযাত্রগণ কয়, কুকথা কি প্রাণে সয়, কুপে গেল মন্ত্রী কর্ণকুপ ।। ভাটেরে ইসারা দেয়, কুলজি কহিতে কয়, ভোলা ভাট উঠে ইসারায় । বক্তা বড় ভোলা ভাট, সভায় বসায় হাট, কুলজি নাটক ভাটে গায় ।। কুলজী কুলীন কুল, কুলজ বংশজ মূল, শ্রোত্রিয় মর্য্যাদা কয় আগে । শেষে কয় অংশ বংশ, আর্ত্তি মধ্যম অংশ, কন্যা মূল লভ্য বংশ ভাগে ।। পর্য্যা মিলাইয়া বংশ, ভাগে ভাগে রাখি অংশ, মীমাংসা করয়ে ভোলা ভাট । কুল শাস্ত্রে সুনিপুণ, কাঁচা বাঁশে যেন ঘুণ, আটাকা মাটায় যেন নাটিপা। গালাগালি করিয়া তত্ত্ব দেবাসুরের কহে যুদ্ধ, উভয়ত কশ্যপ সন্তান । যার কন্যা দেব লয়, মনুষ্য বক্তার রক্ত, ইহার কি আছয়ে বিধান ।। ভোলা কথা কহে সত্য, অসুরের বংশ যত, মনুষ্য হইতে শতগুণ। এই কথা শুনিবার, শুনাইয়া করে তর্ক, [illegible]

বরযাত্র শুনে ॥ হাসিয়া সাত্যকি কয়, ষণ্ডামার্ক মহাশয়, আপনার শিদ্ধ বিবেচনা। আপনি গিয়াছ ভুলে, বলির যজ্ঞের স্থলে, কুমন্ত্রী হইয়া গেল কাণা ॥ বামন দেখেছ সেই, দেখ কৃষ্ণ সেই এই, স্বয়ং ব্রহ্মণ্য দেব-হরি। ব্রাহ্মণেরে অপমান, নাহি করে জনার্দ্দন, দয়াবান মুকুন্দ মুরারী ॥ ষণ্ডামার্ক শুন শুন, দুষ্ট কথা পুনঃ পুনঃ, না কহিও হরির সভায়। কহে হরানন্দ রায়, কাটাব শমন দায়, হরি পদ ধরিয়া মাথায় ॥

অনিরুদ্ধের বন্ধন বিমোচন।

মহেশ কহেন বাণে, অনিরুদ্ধ উষা এনে, সভা মধ্যে কর উপস্থিত। মহেশের আজ্ঞা শুনি, আজ্ঞা দিলা নৃপমণি, রাজ আজ্ঞা শাসনোপনীত ॥ রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি, চলিল বন্দির পুরী, যথা স্থিরি অনিরুদ্ধ কথা। রাজ আজ্ঞা অনুসারে, বন্ধন মোচন করে, বর সজ্জা করে যথা প্রথা ॥ মুক্ত করে কেশ পাশ, পরাইলা বর বাস, দুর্নির্বার শরীরের শোভা। নীলকান্ত মণি যেন, হেমেতে জড়িত হেন, করিল সবার মনোলোভা ॥ উষ্ণীক বাঁধে মাথায়, সূর্য্যকান্ত মণি তায়, সূর্য্যোদয় যেমন ভুতলে। সেমন্তক মণি কন্ঠে,

কর্ণে গজমুক্তা দোলে, নীরদে চপলা যেন খেলে ॥ হিরকে হাটকে যুক্তা, গাঁথা চারি পাশে মুক্তা, নীল-কান্ত মণি ব্যক্ত মাঝে। রক্ত পীত শ্বেত চুনি, সুমধ্যে সবুজ মণি, শ্লিষ্ট বাজু বাহু মূলে সাজে ॥ সুবর্ণ বলয় মধ্য, মধ্যে মধ্যে মণি বিদ্ধ, সুপ্রসিদ্ধ অনিরুদ্ধ করে। কণক নূপুর পায়, নূপুরে পঞ্চম গায়, পদ ক্ষেপে ক্ষিতি তাল ধরে ॥ সাজালে সুন্দর বর, সুন্দর যাহার পর, ঘন মধ্যে অপসর শশী। এক দ্বিসপ্তের বিধু, বয়ানে ক্ষরিছে সিধু, লোকে যারে বলে পৌর্ণমাসী ॥ অপূর্ব্ব সাজায়ে বরে, পাঠায় রাজ্ঞীর ঘরে, বসাইল স্বর্ণ সিংহাসনে। মহারাণী দেখি বর, মানসের অন্ধ-কার, আল করে দেখিয়া বদনে ॥ যেন অন্ধকার রাত্তি, কাচ কুম্ভ স্থিতি বাত্তি, উজ্জ্বলিত অন্ধকার ঘরে। রাণীর মানসে হেন, নিতান্ত তামসে যেন, আল করে নবঘন বরে ॥ আনন্দের সীমা নাই, হারাণ রতন পাই, ডাক দেয় আওহূওগণ। ডেকে মহা রাণী কয়, দূর হৈল শোকচয়, উষারে সাজায়ে কোন জন ॥ রাণীর পাইয়া আজ্ঞা, ছুটে যত রাজ্ঞ ভোজ্য, উষা বাহুল ছিলা দরশনে। উষা সহচরী যত, [illegible] প্রায় মৃত, উষা সহ আছিলা শয়নে ॥ ডাকে রাণী [illegible], উঠ উঠ মরি মরি, স্বর্ণ তরী ধুসর [illegible]। উঠ উষা সখীগণ, [illegible] কথা শুন, দুর্গা

কাটাইল দুর্গ দায় ॥ শুনি সুমঙ্গলা সখী, ঈষৎ মেলিয়া আঁখি, চেয়ে দেখে আনন্দিত মনে। উষারে ডেকে উঠায়, বলে ডেকে গেল দায়, শুনে কাণে সখীর বদনে ॥ উষা চক্ষু মেলি চায়, আর সখী দেখা পায়, বলে হায় কহগো আপনি। কহিল বৃত্তান্ত কথা, ডাকিলা তোমার মাতা, বেশ ভূষা করহ এখনি ॥ শুনিয়া হইল হেন, সাবিত্রী সমান যেন, মৃতপতি পাইলা আপনি। রায় হরানন্দ কয়, ভবানী ভাঙ্গেন ভয়, দয়াময়ী দুর্গা জননী ॥

উষার সজ্জা।

যত সখিগণ, আনন্দিত মন, মঙ্গল শ্রবণ করে। সুখের ক্রন্দন, করে কোন জন, উষার বদন ধরে ॥ কেহ করে ধরে, উঠায়ে উষারে, কেহ বা সম্বরে কেশ। কেহ স্নেহ দেয়, কেহ বা মাথায়, কেহ করে দেয় বেশ ॥ সব সখী মিলি, করি হুলাহুলি, কেহ কোলাকুলি করে। লইয়া উষারে, আনন্দ সাগরে, ভাসিলা সখীরা সরে ॥ চিত্রলেখা তায়, উষারে সাজায়, যাইবে সভায় উষা। সভামাঝে যাবে শ্রীকৃষ্ণ দেখিবে, কামিনী কামের সুধা ॥ বিনোদিয়া বেণী, বেঁধে দিল ধনী, পাটের

ফণী ডরে। এক নহে বেণী, ভাবে কাল ফণী, আইল সতিনী ঘরে॥ চন্দনের বিন্দু, শারদীয় ইন্দু, কুমুদিনী বন্ধুবরে। ভুরু মধ্যস্থল, করিয়া উজ্জ্বল, স্থাপিল দ্বিদল পরে॥ বিন্দু অগ্রভাগে, কালিমানুরাগে, বসালে সুযোগে সখী। বটে বিসম্বাদ, হইল প্রমাদ, ঘটিল বিবাদ দেখি॥ বহুকাল বিন্দু, খায় বিন্দু ইন্দু, সুমঙ্গলা সখী কয়। অকালে গ্রহণ, এ আর কেমন, ঊষার বদনে হয়॥ নাকে মুক্তাফল, করে ঝলমল, পক্ক বিম্বফলাধরে। অধরের আভা, সুরক্ত সুনিভা, হয়ে মুক্তা শোভা করে॥ কজ্জলের রাগ, লয়ে ঊর্দ্ধ ভাগ, মুক্তা হৈল গুঞ্জা ফল। মুক্তাফল হেন, গুঞ্জা হৈল কেন, এ আর কেমন বল॥ চিত্ররেখা বলে, জানহ সকলে, মহতেরে বলে বড়। পয় গুণ লয়, করিয়া মাথায়, কহিছে প্রথা যে দড়॥ সাজাইব থাক, আর কাষ্য দেখ, কিছু কাল রাখ ঊষা। মনের মানস, করিব প্রকাশ, নির্জ্জাস সুবেশ ভূষা॥ সিন্দূরের বিন্দু, যেন পদ্মবন্ধু, প্রভাতে ভানু উদয়। ঊষা ভালে ভাল, করিলেক আল, রূপে মনোজ্জ্বল হয়॥ ঘন নীলাম্বর, পরে বালবর, সভা শোভাকর হর। ঊষা স্বর্ণময়ী, রূপে বিশ্বজয়ী, রূপকুল সুধাকর॥ বায়ু সহ আসে, নীলাম্বর সরে, অপরূপ করে ছটা। ঘন মাঝে যেন প্রকাশিত হেন, সুচপলাগণ ঘটা॥ নানা আভ-

রণ, পরায় তখন, যেখানে যেমন সাজে। সাজিয়া রুক্মিণী, লইয়া সঙ্গিনী, চলিল জননী কাছে॥ উপস্থিত হয়, রাণীর সভায়, প্রণাম করয় মায়। কাঁদিয়া তখন, ভিজায় বসন, মায়ের বদন চায়॥ রাণী বলে বাছা, তুমি মেয়ে কাঁচা, কাজ সাঁচা কর নাই। মা বাপ ছাপায়ে, চুরি করে বিয়ে, করে কেন হলে দাই॥ যে ছিল কপালে, বিধি করে দিলে, নিধি কল পেলে ঘরে। রায় হরানন্দ, ভাবিয়া মুকুন্দ, কবিতা প্রবন্ধ করে॥

অনিরুদ্ধ উষার বরণ।

রাণীর মনের সাধ পূরায়ে তখন। কন্যা জামাতারে লয়ে করয়ে বরণ॥ আওসুওগণ ঘিরে দাঁড়াল দম্পতি। মঙ্গল আচার করে যতেক যুবতি॥ উলুউলু শংখ ঘণ্টা বাজিছে সঘনে। নৃত্য গীত চতুর্ভিতে করে সখীগণে। আনন্দের সীমা নাই রাণীর ভবনে। কৌশল্যা পাইল যেন সীতারাম ধনে॥ বহ্নপের জানি মাঝে বাণের মহিলা। কুলাচার রীত মত বরণ করিলা॥ অপূর্ব্ব আসনে কন্যা জামাতা বসায়ে। রহে রাণী কন্যা জামাতার মুখ চায়ে॥ কাদিয়া

অম্বিকা রাণী কন্যায় আমায়। মেনকা গৌরীরে যেন করিছে বিদায়॥ যারে কি ছাড়িবা আগো হইবে নির্দ্দয়। যাওয়া হইতে যাইব কথায় পাই ভয়॥ তুমি উষা মা গো মোর পুত্র হৈতে বড়। পুত্রশোক হৈতে মা তোমার শোক দড়॥ সাত পাঁচ নাহি কন্যা তুমি ঘরে সার। মনে করে ফিরে কি আসিবে ঘরে আর॥ মধ্যে মধ্যে মনে কি করিবে এ পাপিনী। স্মরণ কি হবে তোর দুঃখিনী জননী॥ তুমি সতী মেয়ে অতি পতি পরায়ণী। যাইবে পতির বাস রাখিয়া দুঃখিনী॥ শুনেছ মা লোকে বলে কথার কথায়। কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা না হয়॥ ইহা মা বুঝিয়া মা করিস মারে মনে। যাবত বাঁচিয়ে থাকি রাজার ভবনে॥ রাণীর করুণা শুনে কাঁদে পুরবালা। আইল কাঁদিয়া তথা ধুমা সর্ব্বনাশী॥ ঝরঝর ঝরে আঁখি শ্রাবণের ধারা। মুক্তাকেশ বেশ ভূষা পাগলিনী পারা॥ ওষ্ঠাধর থরথর কম্প করে ঘন। রক্ত জবা তুল্য আভা সজল নয়ন॥ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া ধূম্রাবতী। বসিল আসিয়া কোলে লয়ে উষা সতী॥ বদনে বদন দিয়া চুম্ব খায় সুখে। যাবি কি প্রাণের সখী শেল মারি বুকে॥ চিরকাল তোরে লয়ে রাখিয়া পরাণ। আগে মেরে প্রাণ যাবি এ কোন বিধান। উষা বলে দিদি মোরে রাখিস স্মরণ।

তোরে ছাড়ি থাকা তুল্য জীবন মরণে ॥ এ শরীর চিত্তবৃত্ত ধন প্রাণ মনে। অর্পণ করিয়াছি নাথের চরণে ॥ আমিত আমার নাহি দিদি কিবা বল। কি বলিব দিদি তুমি জানত সকল ॥ কার বস্তু কেবা কারে দিতে শক্তি ধরে। অস্বামিক বস্তু হলে নেতে পারে পরে ॥ স্বামিক বস্তুতে কার নাহি অধিকার। অন্যাপরে কা কথা না স্বত্ব আছে যার ॥ ধুনা উপলক্ষ করে বুঝাইল তায়। তার সাক্ষী দেখ সতী সহগামী হয় ॥ সভাসদ সহিত অবাক হৈল রাণী। বুঝিল ছাড়িলা উষা ত্যজিয়া জননী ॥ হরানন্দ রায় বলে শুন রাজরাণী। এইমত বাণ ঘরে আছয়ে কাহিনি ॥

সখার বিলাপ।

উষার মুখ দেখি, চিত্রলেখা সখি, ঝরঝর আঁখি ঝরে। কাঁপে ওষ্ঠাধর, ক্ষীণ কলেবর, হৃদি থরথর করে ॥ শরীর বিকল, অঙ্গে নাহি বল, আঁখি তারা জলময়। বিনায়ে বিনায়ে, উঠিছে কাঁপিয়ে, উষারে ধরিয়া রয় ॥ কেন মাটি খায়্যা, বর আশে দিয়া, আপনি কাঁদিয়া মরি। বক্ষ দিয়া ভেঙ্গে মরি বুক

কেটে, আপনার পেটে ছুরি ॥ না রাখিব প্রাণ, করিব বিধান, যদি উষা প্রাণ ছেড়ে। করেছি সন্ধান, বুকে মেরে বাণ, লব নিজ প্রাণ কেড়ে ॥ কিবা অর্দ্ধ-ফলে, পুনর্ভবা জলে, এ প্রাণ বিফলে যাবে। সহচরী-গণে, লয়ে নিজ সনে, পশিব আগুনে সবে ॥ কহিছে মঙ্গলা, ঘুচাইব জ্বালা, যাকু বাণবালা আগে। যাহা আছে মনে, করিব তখনে, যেবা মোর মনে লাগে ॥ সুচঞ্চলা কয়, যদি উষা যায়, প্রাণ করে ভয় নাই। উষার বিচ্ছেদে, না করে এ খেদে, অগ্নিতাপ হৃদে পাই ॥ করেছি মন্ত্রণা, ঘুচাব যন্ত্রণা, বৃথা করিব না মোর। উষার সম্মুখে, ছুরি মারি বুকে, প্রাণ যাবে সুখে মোর ॥ সুমঙ্গলা কয়, উচিত এ হয়, কর সখি তাই আগে। আপনার চক্ষে, উষা যাকু দেখে, শব দেখে বামভাগে ॥ মনে বুঝি হেন, উষার কল্যাণ, তাহে বড় যেন হবে। বিচ্ছেদ অনল, হইবে শীতল, পরাণ শীতল্ রবে ॥ সখিরা সকলে, অনিরুদ্ধে বলে, বুঝেছি হে কলে ছলে। তুমি নিরদয়, নারী বধে ভয়, তোমারে না হয় ছলে ॥ যতেক যুবতি, বেড়িয়া দম্পতি, কাঁদিছে সম্প্রতি শোকে। রায় বলে ভালে, তাহা হয় কালে, যাহা থাকে ভাল যোগে ॥

ঊষাস্তুতি।

সখীর ক্রন্দন শুনে, ধারা বহে দুনয়নে, বিচ্ছেদ শোকেতে মগ্ন হয়। কি করিয়া সখিগণে, প্রবোধ দিবেক মনে, মনে মনে বিচার করয়॥ বদনে না সরে কথা, ধনী করে হেঁট মাথা, ভাবে বৃথা হইল সকল। সখীগণে কি বলিব, কি বলে উত্তর দিব ভেবে তনু হইল বিকল॥ চিরকাল সখী সঙ্গে, রস-ভোগ রস রঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে কাটাইয়া কাল। এক্ষণে সঙ্গিনী ছাড়ি, যাইব স্বামির বাড়ি, এ কর্ম্ম-তো নাহি হয় ভাল॥ মনেতে ভাবিয়া স্থির, করিল সুন্দরী ধীর, বলে শুন সখিগণ বাণী। এ কথায় কিবা ফল, পার যদি সঙ্গে চল, বিদায় যদ্যপি দেন রাণী॥ তোমরা স্বাধীন নও, রাজ্ঞী কাছে আজ্ঞা লও, বিদায় হইয়া সঙ্গে চল। যাবত থাকিবে প্রাণে, এই পণে সখিগণে, প্রাণে প্রাণে রাখিব সকল॥ ঊষার শুনিয়া পণ, নৃত্য করে সখীগণ, ভগবান্ পূরাতে কামনা। কহিয়া রাণীর পাশে, বিদায় হইয়া আসে, সুখে ভাসে পূরায় বাসনা॥ সাজে যত সখিগণ, পরে নানা আভরণ, বেশ ভূষা করে জনে জনে। নীল পীত রক্তসাটী, নররাজ পরিপাটী, পরে সাটী যত সখী যেমন॥ করে নৃত্য গীত রঙ্গ, নাহি ভাবি [illegible]

ভক্ত, ঊষা সঙ্গে মিলিয়া সকলে। উঠিয়া ঊষার মাতা, যে আছে প্রাচীন প্রথা, কন্যা জামাতার তরে বলে॥ বাছা অনিরুদ্ধ আগে, আমার শপথ লাগে, দেখো বাছা দুখের বাছারে। ঊষাত শৈশবা নারী, বুঝাতে চিয়াতে নারি, সমর্পণ করিনু তোমারে॥ মোর পুর পৌর্ণমাসী, হইল তোমার দাসী, দাসীর দাসিরা যাবে সনে। নাহি মোর কন্যাগণ, সবে মাত্র ঊষাধন, বাছাধন, ঊষা রেখো মনে॥ শত অপরাধ করে, আমারে মর্য্যাদা করে, সম্বরণ করিবা আপনি। ঢাকিবা বাছার দোষ, বাছারে না কর রোষ, দোষ দোষ করো গুণমণি॥ আমার এ ঊষা ধনে, কৃপা বড় হয়ে মনে, সদা দেখো সুদৃষ্টিতে চেয়ে। অধিক কি কব আমি, আপনি ঊষার স্বামি, স্বামী পরায়ণা ঊষা মেয়ে॥ শুনি অনিরুদ্ধ বীর, চক্ষে শ্রাবণের নীর, অনিবার ঝর ঝর ঝরে। গলবস্ত্র করপুটে, দাড়ায়ে রাণী নিকটে, শাশুড়িরে স্তব স্তুতি করে॥ আমি পুত্র মা তোমার, আমারে এতেক ভার, দিয়া কেন বার বার বল। আমি-তো অবিজ্ঞ নই, তব অগ্রে নিবেদই, আজ্ঞা মত করিব সকল॥ মা-তার শুনি বাণী, তুষ্টমনা রাজরাণী, প্রেমানন্দে ভাসিলা আপনি। রায় গুণানন্দ বলে, গুরু প্রেমী ভক্ত হলে, সুজনের অপরাধ ক্ষম জানি॥

উষা কর হাসি ভালে, কহিছে বিদায় কালে, জন-
নীর ধরিয়া চরণ। আমি যারে ছাড়ি যাব, আর
দেখা নাহি পাব, মা আমারে করিও স্মরণ॥ আমি
মা বাপের অংশে, জন্মেছি তোমার বংশে, পাপিনী
আপনি উষা মেয়ে। অকলঙ্ক কুলে পাপ, হৈয়া দিনু
মনস্তাপ, বাপে না দেখিবে মুখ চেয়ে॥ দশ দিন
দশ মাস, তব গর্ব্ভে করি বাস, ভূমণ্ডলে হইনু প্র-
কাশ। বিধির নির্ব্বন্ধ মতে, বাল্যান্তে যৌবনাগতে,
দেহ হৈল রিপুর নিবাস॥ কাম আদি রিপু ছয়,
দিলা ত্রিতাপের ভয়, অঙ্গে মোর করিয়া বসতি।
আমার ঘুচালে মর্ম্ম, সাধিলা আপন ধর্ম্ম, কর্ম্ম নষ্ট
কৈলা মায়াবতী॥ প্রধান রিপুর রস, খাওয়ায়ে ক-
রিল বশ, ভুলাইল মনের বাসনা। মিষ্টেরে তিক্তের
ভ্রমে, করে দিল ক্রমে ক্রমে, তিক্ত মিষ্ট ভিজালে
রসনা॥ বিষে অমৃতের ন্যায়, বুঝাইল অভিপ্রায়,
বৈদ্য যেন বিষে সুধা বলে। করিলা সত্যের জয়,
যথা মরীচিকাভ্রম, মিথ্যা বুঝাইল সত্য ছলে॥ আ-
মার কপাল মন্দ, মহামায়া দিলা দন্দ, এ সন্দেহ কে
ঘুচাতে পারে। আমি পাপিয়সী মেয়ে, মায়ের
উদরে হয়ে, ছেড়ে যাই নিজ বাপ মারে॥ উষা বুঝা-
ইল যোগ, মায়ের নিবারে শোক, পদধূলী লইলা
মাথায়। সখিগণ লয়ে সঙ্গে, চলিলা পবন রঙ্গে, আমি

সঙ্গে শ্বশুর আলয়॥ কেহ গঙ্গা বড়াপুরে, হলুহুজু রাজপুরে, উত্তরিল রাজার সভায়। ত্রিপদী ছন্দেতে বন্ধে, রচে রায় হরানন্দে, যে করে নির্ব্বন্ধ বিধাতায়॥

দম্পতির সভা প্রবেশ।

অনিরুদ্ধ উষা সহ উত্তরে ত্বরিত। নূতন নীরদ যেন তড়িতে জড়িত। দিব্যাঙ্গনা নয়জনা সখী চারিপাশে॥ চলিয়া চাঁদের হাট আলো করে বসে॥ কালিয়া চাঁদের হাটে বৈসে শুভ্রচাঁদ। রাজ সভা হৈল যেন চাঁদ ধরা কাঁদ॥ দেখিল উভয় কুল সভায় বসিয়ে॥ উঠিলা দম্পতি অতি লজ্জাযুক্ত হয়ে॥ জনে জনে বন্দনা করিল উষাপতি। সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিল উষা সতী॥ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে লৈলা কোলে নাতিবহু। অপূর্ব্ব শোভিত যেন চন্দ্র বেড়ি কুহু। সুমঙ্গলা বলে কিবা আশ্চর্য্য ভূতলে। অমাবস্যা পূর্ণিমা লাগিল এককালে॥ এই রূপে তামাসা করিছে সখীগণ। কাব্য শুনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দিত মন॥ সুমঙ্গলা শ্রীকৃষ্ণের কাছে কথা কয়। দাসীরে আশীষ কর প্রভু দয়াময়॥ অনিরুদ্ধ বধূ মুখে বিধুর তুলনা। সুখী হিংসে সখী মৃদু মধুর বচনা॥ ঠেকিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি চায়। আমি দাসী আছিতো আমারে কেহ

ধন্য ধন্য করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু জগন্নাথ। সিন্ধুবাসী ইন্দুমুখে কর বিন্দুপাত ॥ পরম ঈশ্বর হে ঊষারে কর দয়া। ঊষা শিরে দাওহে তোমার পদছায়া ॥ অনম দুঃখিনী বাণরাজার দুহিতা। তব পৌত্রবধূ অনিরুদ্ধের বনিতা ॥ ঊষা পতিব্রতা সতী সুশিক্ষা রমণী। ঊষারে করিলা কৃপা জগত জননী ॥ দৈব যোগে বিবাহের ফুল ফুটাইলা। স্বরা করে ঊষা তরে বর এনে দিলা ॥ বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম ঘটয়ে তাহাই। হরি হর দুর্ব্বাদ ঊষার দোষ নাই ॥ মঙ্গলার স্তবন শুনিয়া জগন্নাথ। মঙ্গলার মাথায় দিলেন পদ্মহাত ॥ আশীর্ব্বাদ করি বলে হইয়া সদয়। কহিলা মঙ্গলা তরে না করিও ভয় ॥ ঊষা হৈতে অধিক হলেম তুষ্ট তোরে। সকল আপদ নষ্ট হইবে সত্বরে ॥ প্রাণাধিক ঊষা অনিরুদ্ধের অধিকা। ঊষার সঙ্গের সখী দেখি ততোধিকা ॥ চন্দ্রমুখী ঊষা পাশে সখী চাঁদমালা। পূর্ণশশী বেড়ি সব অর্দ্ধশশিকলা ॥ কালো মোর অনিরুদ্ধ চন্দ্র গেল পশে। অকলঙ্ক চাঁদেতে কলঙ্ক দিলে যবে ॥ ইহাকে না চিন্তা হে করিবে ঊষা সতী। জগত উপরে তবু চন্দ্রের বসতি ॥ দিলাম আপনি বর কলঙ্ক না হবে। ঊষার চরিত্র গীত ব্যাস বিরচিবে ॥ দ্বিজ হরানন্দ কয় উত্তমানুরাগে। কিঞ্চিৎ দোষের চিহ্ন থাকে এক ভাগে ॥

বর কন্যার বিদায়।

বরযাত্র কন্যাযাত্র মিলিয়া উভয়। আচার ব্যাভার শিষ্টাচার কত হয়॥ কৃষ্ণ রামে বাণে কামে করে শিষ্টাচার। বাড়িল কৌতুক দেয় যৌতুক বিস্তার॥ চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় করায় আহার। মুক্তামণি মাণিক্য দিতেছে ভারেভার॥ নানাজাতি সঙ্গে দিল্য বস্ত্র আভরণ। জড়িত রচিত মণি খচিত ভূষণ॥ রথ রথি পদাতি সারথি কত যায়। ইরাকী তুরকী তাজী বাজি আগে ধায়॥ হস্তীপৃষ্ঠে আম্বারি বান্ধিয়া শত শত। আরোহণ করিয়া ধানুকী ধায় কত॥ মহাদেবে প্রণাম করিয়া কন্যা বর। শুভযাত্রা করি উঠে রথের উপর॥ বাণপুরী হৈল যেন হিমালয় প্রায়। দিবাভাগে হৈল যেন অন্ধকারময়॥ নবসখী ঘেরিয়া বসিল চারিপাশে। অনিরুদ্ধ বসিলা ঊষার সহবাসে॥ যদুবংশ যত ছিল নারায়ণী সেনা। ক্রমে ক্রমে উঠিল আছিল যত জনা॥ রাম কৃষ্ণ বসিলা রথের মধ্যদেশে। সহচরী সহিত দম্পতি বৈসে পাশে॥ সারথিরে রাম কৃষ্ণ দিলেন আদেশ। সত্বরে চালাও রথ দ্বারাবতী দেশ॥ দারুক পাইয়া আজ্ঞা হইল সত্বর। চালাইল স্যন্দন রথ চলে ঘরঘর॥ আনন্দের সীমা

নাই পেয়ে কন্যা বর। নৃত্য গীত আরম্ভিলা রথের উপর ॥ স্বর্গ হৈতে দেবগণ দেখিছে কৌতুক। আনন্দে দিতেছে পুষ্প বৃষ্টির যৌতুক ॥ সুগন্ধচন্দন মাল্য করে বরিষণ। আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি করে দেবগণ ॥ সদানন্দময় হরি আনন্দ সাগর। কত লীলা জানে প্রভু রসের সাগর ॥ বাণ মান হানিয়া বাণের কন্যা লয়ে। অনায়াসে আইলা সাগর পার হয়ে ॥ উত্তরিলা দ্বারিকায় প্রভু নারায়ণ। রথ হৈতে নামিলা যতেক সৈন্যগণ ॥ কন্যা বর বরণ করিয়া লয়ে ঘরে। বসাইল দিব্য রত্ন সিংহাসনোপরে ॥ সুমঙ্গল বাদ্য বাজে পুরীর ভিতরে। ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন বিতরণ করে ॥ রায় হরানন্দ সুপ্রবন্ধ সুপ্রকাশে। সংস্কৃত অনুজায়ি পরাকৃত ভাষে ॥

আনে ঘরে কন্যা বর, আলো করে বৈসে ঘর, শচী পুরন্দর হৈতে শোভা। সতী অতি গুণবতি, প্রতি ভাতি সরস্বতী, রূপে পদ্মাবতী মনোলোভা ॥ এ রূপে দেখিতে পায়, মৃগাঙ্কি কলঙ্ক দায়, চপলা চঞ্চলা হৈলা ভয়ে। ঊষার বচন শুনে, মূক হৈল পীকগণে, শুক দুঃখ পাইল হৃদয়ে ॥ ঊষার দেখিয়া আঁখি, পলায় খঞ্জন পাখি, ছয়মাসে অদৃশ্য হয়। কুরঙ্গী ফরিয়া খেদ, আপন হৃদয় ভেদ, ক্রোধ হস্তে আপনি

করয়॥ দেখিয়া উষার স্তন, হস্তী কি হস্তিনীগণ, শির করে সিংহরে প্রদান। ত্রিবলী বেষ্টিত তটী, সিংহ দেখে ক্ষীণ কটী, আপনি হইল অপমান॥ যেই উষা গর্ব্ববতী, সিংহের সমান ভাতি, তেই করি কটী অনুমান। তা নহিলে কেবা দেখে, চক্ষুর গোচর থেকে, অনুমান কটীর প্রমাণ॥ উষার শাশুড়ী রতি, অনুরাগ করে অতি, উষাসতী কথা নাহি কয়। অধিক পাইল লজ্জা, তাহাতে বিবাহ সজ্জা, মৌনি হয়ে হেট মুখে রয়॥ ষোড়শ সহস্র নারী, অনিরুদ্ধ উষা ঘেরি, সারি সারি দাঁড়ায়ে সকলে। দেখিয়া উষার রূপ, সকলের গেল ছুপ, নিজ রূপ বাসে সম্বরিলে॥ সুন্দরী বলিয়া ভান, যাহার আছিল জ্ঞান, অপমান হইল তাহার। মন ভান হৈল খাট, হইল মলিন মঠ, রূপের অভিমান ছিল যার॥ ছোট বড় আদি করি, সকল পুরীর নারী, বলে হরি দর্পহা আপনি। সুন্দরীর দর্পচূর্ণ, করিলা আপনি তূর্ণ, রূপে পূর্ণ দেখালে আপনি॥ শ্রীমতী রুক্মিণী এসে, গদ গদ ভাবে হেসে, শুভক্ষণে দেখে নাতিবধূ। নাতিবধূ বৈসে ঘরে, বধূ রূপে আলো করে, মেঘে থেকে মেঘ মুক্ত বিধু॥ অনিরুদ্ধ ঘনশ্যাম, বধূ অতি অনুপাম, রূপ ধাম বামভাগে সাজে। পুরীবর্গে হেটমাথা, অন্যাপরে কা কথা, রূপ দেখি আমি পড়ি লাজে॥ সমুদ্র সিঞ্চিত

বিধু, অধিক পাইল্যা সিধু, বাছার বাছার বধু করি কাত্যায়নীব্রত, আমি পাই সেইমত, হারাণরত্ন সম যেন ॥ উষারে লইয়া কোলে, রুক্মিণী চক্ষের জলে, অভিষেক করায়ে তখন। লইয়া শিরের ঘ্রাণ, লক্ষ লক্ষ চুম্ব দান, নিরীক্ষণে জুড়ালে নয়ন ॥ পরে কুলাচার কর্ম্ম, কুল রীত মত ধর্ম্ম, গৃহস্থ ধর্ম্মের কর্ম্ম যথা। লক্ষ্মী আপনার হাতে, কৈল বিধি বৈধমতে, যে আছিল যদুবংশ প্রথা ॥ বহু পরিচয় করি, লইলা হরির নারী, উষার ভাগ্যের সীমা নাই। দয়া কৈলা হরিপ্রিয়ে, ধন্যা হৈলা উষা মেয়ে, সুপ্রসন্না উষায় গোসাঁই ॥ উষা ভাবে মোর সমা, কোন পুণ্যবতী রামা, কেবা আছে এ মহীমণ্ডলে। অবনী লোটায়ে কায়, ধরিয়া লক্ষ্মীর পায়, প্রণাম করিলা পদতলে ॥ উষার ধরিয়া করে, রতি নৈলা নিজ ঘরে, অনিরুদ্ধ চলে তার সাত। প্রবেশ করিতে ঘরে, বিপরীত যাত্রা করে, বর যায় কন্যার পশ্চাত ॥ এই রূপে হৃষ্টান্তরে, উষা অনিরুদ্ধ ঘরে, প্রবেশ করিল ততক্ষণ। রায় হরানন্দ বলে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ তলে, বাণযুদ্ধ হৈল সমাপন ॥

ফলশ্রুতি।

ঊষা হরণের গান, এক চিত্তে নারীগণ, শুনিলে পবিত্র শুয়া হয়। ভক্তি যোগে শুনে গান, তারে পতি দেখে প্রাণ, লোকে তারে পতিব্রতা কয়॥ নাহি পায় কোন শোক, এড়ায় রোগের ভোগ, শুভযোগ ঘটয়ে সদাই। কমলা তাহার ঘরে, সর্ব্বদা বিরাজ করে, কোন কর্ম্মে অনিবৃত্তি নাই॥ রোগী হয় রোগমুক্ত, সদা ঘরে লক্ষ্মীযুক্ত, ধন ধান্য মণি মুক্তা পায়। তথা চোর অগ্নিভয়, রাজদণ্ড নাহি হয়, কমলার চরণকৃপায়॥ সকল আপদ নাশে, পথে কি প্রবাসে বাসে, সর্ব্বদা কল্যাণ যুক্ত হয়। গুরুদেবে বাড়ে ভক্তি, ধরয়ে নানান শক্তি, কীর্ত্তিমন্ত লোকে তারে কয়॥ কমলা করিয়া দয়া, অভয় দেন অভয়া, নায়কের করেন কল্যাণ। রায় হরানন্দে বলে, লক্ষ্মীর চরণতলে, প্রকাশিলা বাণ যুদ্ধ গান॥

গ্রন্থ সমাপ্তঃ।

গ্রন্থকারের পরিচয় ।

জম্বুদ্বীপ অন্তঃপাতি, ভারতবর্ষের স্থিতি কর্ম্মভূমি অপূর্ব্ব ভুবন। তার মধ্যে নবদ্বীপ, বিদ্যারূপে সুপ্রদীপ, সরস্বতী গতি প্রতিক্ষণ ।। শ্রীনবদ্বীপের সার, শ্রীচৈতন্য অবতার, সন্ন্যাসীর চূড়ামণি যিনি। হরি নাম মহামন্ত্র, অপারে তারণ-যন্ত্র, প্রকাশিলা প্রভু সে আপনি ।। চতুর্দ্দিগে সুতরঙ্গা, আপনি বেষ্টিতা গঙ্গা, মৃত্যু শঙ্কা নাহি সেই স্থলে। জপিয়া হরির নাম, যমেরে করিয়া বাম, প্রাণ যায় জাহ্নবীর জলে ।। অপর পণ্ডিত কত, বেদ পাঠ অবিরত, শত শত করে অধ্যায়ন। চতুর্দ্দশ বিদ্যা পাঠ, বসায়ে বিদ্যার হাট, অধ্যাপনা করায় সজ্জন ।। নবদ্বীপ অধিপতি, মহোদয় মহামতি, মহারাজা রাজেন্দ্র নৃপতি। অগ্নিহোত্র বাজপেয়, সোম আদি যজ্ঞচয়, বিবিধ যজ্ঞেতে যোগ্যমতি ।। শম দম দয়া দান, রাখিয়া শিষ্টের মান, অশিষ্ট দমনে যেন যম। যোগে জনকের ন্যায়, ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির প্রায়, রাজ্যে রঘুরাজ কর্ম্মে সম ।। ভট্টনারায়ণ বংশে, ভূপতি ঈশ্বর অংশে, ধর্ম্মচন্দ্র ধর্ম্ম অবতার। দৈব কর্ম্মে সুনিপুণ, একাধারে বহুগুণ, তিনি হেতু ব্রহ্মণ্য রক্ষার ।। ফুলিয়া সমাজ সার, রাজেন্দ্র নৃপতি রাজ, বাজপেয়ি ধর্ম্মের আধার। ফুলিয়া

গ্রামের মাঝ, সৎ কুলীন সুসন্মাজ, মহারাজ অধিপতি রায়।। কৌলিন্য সৌজন্য মান্য, সৎ কুলীন অগ্রগণ্য, ধন্য ধন্য কুলীন মণ্ডলী। বল্লালি মর্য্যাদাক্রান্ত, যৎ-[illegible] দাতা, দান কল্পতরু কলী হলী।। [illegible] সমাজ মাঝে, অতুল বল্লালি সাজে, উপমেয় নাহি [illegible]নায়। এতাদ্রূপ সৎ কুলীন, সমীপে বসিয়া দীন, [illegible] আত্ম পরিচয় দেয়।। ভীষক ভবানীশঙ্কর, [illegible] ভবানীকিঙ্কর, আয়ুর্ব্বেদে দক্ষ মহাশয়। সু-[illegible]ত নীত, হিতবক্তা উপস্থিত, সুরসিক সত্বগুণ [illegible]।। তাঁহার তনয় রায়, হরানন্দ পরিচয়, পিতার চরণে রাখি মন। পিতা স্বর্গ পিতাধর্ম্ম, তপ জপ যজ্ঞ কর্ম্ম, চতুর্ব্বর্গ ষড় দরশন।। সুপ্রীয়ন্তে দেবগণ, সর্ব্ব তীর্থ বিপ্রজন, পিতৃ প্রীতে প্রীত্যাপন্ন হন। হয়ে পিতৃ পদাশ্রিত, অপূর্ব্ব নির্ব্বন্ধামৃত, নিবেদিল [illegible] অকিঞ্চন।।